২৭ মে ২০২৫

আনন্দলোক



সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়-এর আত্মজীবনীতে উত্তমকুমার ও সর্বেন্দ্রর টানাপড়েন

ভাঙনের পথে যশ ও নুসরতের সম্পর্ক?

পরিচালক বনাম ফেডারেশন দ্বৈরথ: চলছে অচলাবস্থা

কোয়েল-পরমের অমূল্য রতন

তাঁরা কেবল দীর্ঘদিনের সহকর্মী নন, কথায়-কথায় স্পষ্ট হল, দু'জনেই অমূল্য রতনের মতো আগলে রেখেছেন শিক্ষা, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং অবশ্যই নিজেদের 'ধর্ম'। কোয়েল মল্লিক ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের সমীকরণের নতুন আঙ্গিক উন্মোচন করল আনন্দলোক


আনন্দবাজার পত্রিকা
আনন্দবাজার পত্রিকা
শাবাশ বাংলা
abpshabashbangla
কফির আড্ডা
থেকে রেস্তরাঁয়
কথা বলি
বাংলাতেই!
আমার ভাষা
আমার গর্ব
নিজের গর্বের ভাষায় কথা বলতে বাঙালি
কখনও পিছিয়ে থাকে না।
বাংলা ভাষা আপনার কাছে কেন গর্বের?
২৫ শব্দে লিখে ওয়াটস্যাপ করুন।
নির্বাচিত পাঁচ জন হবেন শাবাশ বাংলা-র
বিজ্ঞাপনের মুখ।
+91 76050 37161
sosideas

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৭ মে ২০২৫

প্রচ্ছদ: কোয়েল, পরমব্রত, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ফোটো: শিলাদিত্য দত্ত, **মেকআপ:** প্রসেনজিৎ দে, **হেয়ার:** সীমা ঘোষ
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা, **পোশাক:** রাশি কপুর (কোয়েল), বিসুটেড লাক্সারি মেনসওয়্যার (পরমব্রত), **গয়না:** ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড জুয়েলারি
লোকেশন: দীপালয় হেরিটেজ, ফার্ন রোড
ফুড পার্টনার: ৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কিমলি (গড়িয়াহাট)

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 9th
RNI Regd No. 27039/74



■ বাবিল খান

বাবিল কাণ্ড

আনন্দলোক পড়ার এক এবং অন্যতম কারণ, তথ্য। এবারের প্রচ্ছদকাহিনি পড়ে তেমনটাই মনে হল। লেখায় ছোট ছোট অনেক তথ্য দেওয়ার কারণে মান অনেক বেড়ে গিয়েছে, পড়তে খুবই ভাল লাগছে। সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে এরকম আরও অনেক লেখা পড়তে চাই পাঠক হিসেবে।

সমাপ্তি রায়, বারাসত



কত কী জানছি!

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী বেরোবে, প্রথমত এটাই ভাবতে পারিনি। এখন প্রতিটি সংখ্যাই সংগ্রহে রাখছি। অনেক অজানা তথ্য জানতে পারছি প্রতি সংখ্যায়। ধন্যবাদ, এরকম একটি আত্মজীবনীর জন্য।

অনন্ত দাস, বহরমপুর

অন্যরকম বিষয়

চরিত্র বিকৃতির উপর লেখা প্রতিবেদনটি বেশ ভাল হয়েছে। ছবি দেখে এরকম অনেক প্রশ্নই মনে হয়, কিন্তু তার কোনও বিশ্লেষণ পাই না। এই লেখা বাস্তব চরিত্রগুলিকে একত্রিত করেছে। ছবির জন্য পড়তে আরও বেশি ভাল লাগছে।

তিস্তা গোস্বামী, যাদবপুর

তারকাদের কাশ্মীর-কথা

কাশ্মীর নিয়ে ছোটপর্দার তারকাদের বক্তব্য শুনলাম। অনেকেই দেখলাম খুব কাছ থেকে চেনেন কাশ্মীরকে। তাঁদের বিশ্লেষণ পড়তে ভাল লাগল। কাশ্মীরের সুন্দর দিকের পাশাপাশি, ভয়াবহ দিক সম্পর্কেও জানলাম।

শ্রেয়া বন্দোপাধ্যায়, পুরুলিয়া

ভ্রম সংশোধন

আনন্দলোক-এর ১২ মে সংখ্যায় 'রাজপাট' বিভাগে মায়ের সঙ্গে প্রিন্সেস এনেস-এর ছবির জায়গায় ভুলবশত একটি পুরনো ছবি (টিপু সুলতানের) ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

আনন্দলোক সম্পাদকীয় দপ্তর



■ রূপাঞ্জনা ও রাতুল



■ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়



■ সঞ্জয় দত্ত

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in

কোয়েল-পরমের অমূল্য রতন



কোয়েল মল্লিক এবং **পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়** কেবল দীর্ঘদিনের সহকর্মী নন, কথায়-কথায় স্পষ্ট হল, দু'জনেই 'যকের ধন'-এর মতো আগলে রেখেছেন শিক্ষা, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং অবশ্যই নিজেদের 'ধর্ম'। তাঁদের সেই সমীকরণের তৃতীয় কোণ হিসেবে সূত্রধর **অংশুমিত্রা দত্ত**

দক্ষিণ কলকাতার একটি পুরনো বাড়িতে যেদিন আনন্দলোক পৌঁছল ফোটোশুট করতে, সেদিন ছোট্ট বাড়িটিতে প্রচুর মানুষ। কোয়েল মল্লিক এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের শুট বলে কথা। বাড়িটির আনাচে-কানাচে অ্যান্টিক, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আসবাব, বইপত্র... কারণ পরম-কোয়েল অভিনীত ছবি 'সোনার কেল্লায় যকের ধন' এমনই অমূল্য ধনের অনুসন্ধানের ছবি। শুট চলাকালীন কোয়েলকে পরম 'টলি-কুইন' বলে খ্যাপাচ্ছেন, তো কোয়েল পরমকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন। দু'জনের দারুণ বোঝাপড়ায় ফোটোশুট নির্বিঘ্নে শেষ হওয়ার পরই শুরু হল প্রশ্নোত্তরের পালা।

'সোনার কেল্লায় যকের ধন' কোয়েল মল্লিক এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের একসঙ্গে কত নম্বর ছবি?

পরমব্রত: টলি-কুইনের সঙ্গে এটা আমার...

কোয়েল: 'হেমলক সোসাইটি', 'হাইওয়ে' আর 'সাগরদ্বীপে যকের ধন'।

পরমব্রত: 'বনি' বাদ চলে গেল!

কোয়েল: ও হ্যাঁ! তা হলে 'সোনার কেল্লায় যকের ধন' আমাদের পাঁচ নম্বর ছবি হল।

আপনাদের প্রথম আলাপ কবে, মনে আছে?

কোয়েল: আমেরিকাতে। দেখেছ কেমন ভাল মেমরি আমার?

পরমব্রত: ২০০৫ সালে একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে



ফোটো: শিলাদিত্য দত্ত
মেকআপ: প্রসেনজিৎ দে
হেয়ার: সীমা ঘোষ
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: রাশি কপূর (কোয়েল)
বিসুটেড লাক্সারি মেনসওয়্যার (পরমব্রত)
গয়না: ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড জুয়েলরি
লোকেশন: দীপালয় হেরিটেজ, ফার্ন রোড
ফুড পার্টনার: ৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কিমলি (গড়িয়াহাট)

আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমার প্রথম আমেরিকা ভ্রমণ। কোয়েল তখন সুপারস্টার, তখন আমার কাছে কোয়েল মানে একটা অন্য ব্যাপার। আমি তখন টেলিভিশন করি। অনুষ্ঠানটা শুরু হবে কোয়েলের নাচ দিয়ে। তার আগে দুই দেশের জাতীয় সংগীত হয়েছে। যে কোড্যাক থিয়েটারে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস হয়, তার পাশের হল এটা। বিশাল ব্যাপার। এবার নাচের শুরুতে কোয়েলের দর্শকের দিকে পিছন ঘুরে বসার কথা। তারপর মিউজ়িক শুরু হলে, ও সামনে ঘুরবে। এদিকে কোনও ট্র্যাক বাজার আগেই স্টেজের পর্দা খুলে গেছে আচমকা। কোয়েল পিছন ঘুরে দেখল পর্দা সরে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে ‘ট্র্যাক’ বলে নাচতে শুরু করল! এটা নিশ্চয়ই ওর মনে নেই, যতই ভাল মেমরিই হোক।

কোয়েল: একটা ওড়িশি পারফরম্যান্স ছিল মনে আছে। পর্দা ধীরে-ধীরে খোলার কথা, কিন্তু ওরকম দুম করে খুলে গেলে কী করব! তবে ‘ট্র্যাক’ বলে শুরু করেছিলাম, এটা সত্যিই মনে ছিল না। পরমের প্রথম যে স্মৃতি আমার মনে আছে, সেটা ‘শুভদৃষ্টি’র সময়...

পরমব্রত: উফ, কতবার যে এটা কোয়েল বলবে!

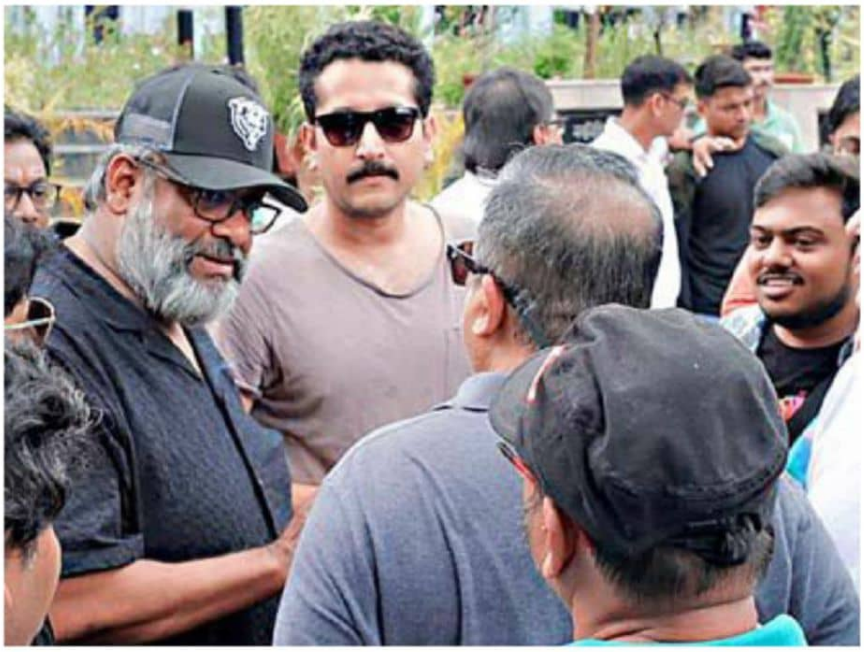
কোয়েল: আরও বলব। ‘শুভদৃষ্টি’র পুরো ইউনিট গান গাইছে। আমরা সকলে গাইছি, কারণ গানটা খুব মজার ছিল, খুব হইহই করে আনন্দ করছিলাম। কিন্তু একজন হাতে অ্যারিস্টটল নিয়ে দূরে একটা চেয়ারে বসে আছে। ভাবটা এমন যে, আমি কিছু শুনব না, কোনওভাবে আমাকে ডিসট্র্যাক্ট করা যাবে না, ভীষণ সিরিয়াস। পরমের কথা বললে আমার ওটাই মনে পড়ে। ওটাও ২০০৫-এ।

বছরদেড়েক আগে যখন এই ছবির শুট কভার করতে জয়সলমের গেছিলাম, তখন দেখেছি এক শিশুশিল্পীও ছবিতে কাজ করছে। দীর্ঘক্ষণ তাকে সেটে বসে থাকতে হচ্ছে, শট দিতে হচ্ছে। সে প্রায় একটা হট্টমেলা বললেই চলে। কোয়েল দুই সন্তানের মা, পরমব্রত বাবা হতে চলেছেন। সিনেমার সেট কি শিশুশিল্পীদের জন্য আদর্শ করে তোলা যায় কখনও?

কোয়েল: মা হওয়ার আগে থেকেই মনে হয়েছে বেশ কিছু জিনিস। দেখুন, বাড়িতে একটি বাচ্চা কনট্রোলড এনভায়রনমেন্টে বড় হয়। বাচ্চাদের সামনে আমরা তো অনেক কথাই বলি না। আমি যৌথ পরিবারে বড় হয়েছি। ফলে খুবই কনশাস থাকি যে, কার সামনে কতটা বলব। কাকু-জেঠুদের সামনেও তো সব কথা বলা যায় না, তাই না? কিন্তু



■ জয়সলমেরে সাহেব, পরমব্রত, সায়ন্তন, সুপ্রভাত, কোয়েল, গৌরব ও শিশুশিল্পী শঙ্খদীপ



■ ডিরেক্টর্স গিল্ডের অন্যতম মুখ্য বক্তা হিসেবে উঠে এসেছেন পরমব্রত। পাশে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়

শুটিং সেটে অনেক ধরনের আলোচনা হয়, বড়দের আলোচনা। আমার বরাবরই বাচ্চাদের উপস্থিতিতে ওই আলোচনায় অস্বস্তি বোধ হত। সেটা মা-বাবাদের খেয়াল রাখা উচিত যে, শটের সময়টুকু বাদে ওদের সেট থেকে দূরে, মেক-আপ রুমে যদি রাখা যায়। অহেতুক পাকা কথার মধ্যে বসিয়ে রাখা উচিত নয়।

পরমব্রত নিজের পরিচালিত ছবিতে শিশুশিল্পীদের কাস্ট করেছেন। আপনার কী মনে হয়?

পরমব্রত: দেখুন গল্পে শিশু থাকলে শিশুশিল্পীদের কাস্ট করতেই হয়। কিন্তু কোয়েলের সঙ্গে আমি একমত যে, সেটে বাচ্চাকে কীভাবে রাখা হবে, সেই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। একটি ইউনিটে লোকজন চিৎকার করছে, রোদে-জলে কাজ হচ্ছে, ফলে সকলে ভাষা সংবরণ করে কথা বলতে পারে না, সেটাই স্বাভাবিক। বাচ্চাকে



ফোটো: শিলাদিত্য দত্ত
মেকআপ: প্রসেনজিৎ দে
হেয়ার: সীমা ঘোষ
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: রাশি কপূর
গয়না: ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড জুয়েলরি
লোকেশন: দীপালয় হেরিটেজ, ফার্ন রোড
ফুড পার্টনার: ৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কিমলি (গড়িয়াহাট)

সেসব থেকে দূরে রাখাই ভাল। আর একটা জিনিস আমি মা-বাবাদের মধ্যে দেখেছি যে, বাচ্চা যখন একটি সিরিয়াল বা সিনেমায় কাজ করে, তাঁরা ওই বয়সেই বাচ্চাকে অভিনেতা বানিয়ে দিতে চান। পাড়ার লোক হয়তো বলে যে, 'তোমার ছেলেকে বা মেয়েকে দেখলাম সিনেমায়'। ব্যস, তাঁরাও তক্ষুনি বাচ্চাকে অভিনেতা ভেবে নিলেন। সে না হয় বাচ্চা অভিনয় করুক, কিন্তু তাতে যেন তার স্বাভাবিক নিয়মে, মানে স্কুলে যাওয়া বা বয়সোচিত কার্যকলাপ ব্যহত না হয়। অভিনয়কে প্রফেশন হিসেবে যেন তাদের উপর চাপিয়ে না দেওয়া হয়। অন্তত ১৭-১৮ বছর বয়স অবধি তাদের লেখাপড়া এবং খেলাধুলোর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলো যেন চাপা পড়ে না যায়।

কোয়েল: কিছুদিন আগে ফিল্মের প্রমোশনে একটি শো-তে গিয়েছিলাম। সেখানে বাচ্চারা ছিল। আমি দেখছি, বাচ্চাদের মায়েরা

> ফিল্মের প্রমোশনে একটি শো-তে গিয়েছিলাম। সেখানে বাচ্চারা ছিল। আমি দেখছি, বাচ্চাদের মায়েরা বলছেন, 'এই তুই ওকে কনুই মেরে সামনে এগিয়ে যা না!' খুব কষ্ট হয়েছিল দেখে — *কোয়েল*

বলছেন, 'এই তুই ওকে কনুই মেরে সামনে এগিয়ে যা না!' খুব কষ্ট হয়েছিল দেখে যে, নিজেদের মনে যে প্রতিযোগিতা রয়েছে, সেটা বাচ্চার মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা। তখন কিছুই বলতে পারিনি। কিন্তু এখন অনুরোধ করছি, প্লিজ় এরকম করবেন না। একটা সময় ওরা নিজেরাই দুনিয়াদারি শিখে যাবে।

পরমব্রত: অকালে পাকিয়ে লাভ নেই।

মাসকয়েকের মধ্যে পরমব্রত বাবা হতে চলেছেন। কোয়েল কি পরমব্রতকে পেরেন্টিংয়ের কোনও পাঠ দিয়েছেন?

কোয়েল: ওকে প্রথমেই বলেছি, ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাব। এই ফোটোশুটের আগে যখন মেক-আপ করছিলাম, তখনই ওকে বলছিলাম। আমি ওকে যতই টিপ্স দিই, যতক্ষণ না একজন নিজে মা বা বাবা হচ্ছে, বুঝতেই পারবে না অনুভূতিটা কী। একজনের মনের মধ্যে যে এই অনুভূতি, এই জায়গাগুলো আছে, সেটা মা-বাবা হওয়ার আগে বোঝাই যায় না।

মেটারনিটি লিভ নিয়ে অনেক কথা হয়। কিন্তু আপনি বোধহয় বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একমাত্র অভিনেতা, যিনি পেটারনিটি লিভ বা পিতৃত্বকালীন কর্মবিরতির কথা ঘোষণা করেছেন। কেন মনে হল এই পদক্ষেপটা খুব জরুরি?

পরমব্রত: তার কারণ বাবা-মা হওয়া তো দু'জনের কাজ, একজনের কাজ নয়। (হাসতে-হাসতে) একটা যৌথ প্রচেষ্টা,



মা-বাবার সঙ্গে ছোট্ট পরমব্রত

কো-প্রোডাকশনের মতো। একজন প্রযোজক ছবিটা বানাচ্ছে, অন্য জন ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা তো হতে পারে না। আমার অনেক কলিগকে বলতে শুনেছি, 'আমার বাচ্চা হল, কিন্তু আমি তো দেখতে যেতেও পারিনি!' আমার মনে হয়, ব্যস্ত থাকতে আমার চেয়ে বেশি কেউ ভালবাসে না। আমি যতরকমের কাজ করি, তাতে খুব ব্যস্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। আমিও কাজ করছি, তবে যতটুকু বাড়িতে বসে করা যায়, ততটা। পড়ছি, স্ক্রিপ্ট লিখছি। কিন্তু আউটডোর বা লম্বা সময় ধরে শুটিং, প্রমোশন করছি না। আগামী দু'মাস অন্তত এভাবেই কাজ করব।

কোয়েল 'মিতিন মাসি' হিসেবে জনপ্রিয়। পরমব্রত তো 'ফেলুদা', 'ব্যোমকেশ', দুই চরিত্রেই অভিনয় করেছেন। দু'জনে 'যকের ধন' ফ্র্যাঞ্চাইজ়েও রয়েছেন। দর্শক হিসেবে কি অনুসন্ধানমূলক বা গোয়েন্দা ছবি দেখতে পছন্দ করেন?

কোয়েল: হ্যাঁ অবশ্যই। বাঙালি মানেই এই ধরনের ছবি দেখতে পছন্দ করেন। সপরিবার দেখার মতো ছবি। আর এই ছবিটির সঙ্গে তো 'সোনার কেল্লা' নামটা যুক্ত রয়েছে। ফলে সেটা একটা আলাদা নস্ট্যালজিয়া যোগ করে বাঙালির মনে।

পরমব্রত: অনুসন্ধান, অর্থাৎ অজানাকে জানার বিষয়ে মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন। কিন্তু 'যকের ধন' সিরিজ়ে অনুসন্ধান এবং



ফোটো: শিলাদিত্য দত্ত
মেকআপ: প্রসেনজিৎ দে
হেয়ার: সীমা ঘোষ
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: বিসুটেড লাক্সারি মেনসওয়্যার
লোকেশন: দীপালয় হেরিটেজ, ফার্ন রোড
ফুড পার্টনার: ৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কিমলি (গড়িয়াহাট)



■ স্ত্রী পিয়ার সঙ্গে পরমব্রত রয়েছেন পেটারনিটি লিভে

ফেলুদা, ব্যোমকেশ বা মিতিন মাসির গল্পের অনুসন্ধান অনেকটাই আলাদা। 'যকের ধন'-এর অনুসন্ধানের সঙ্গে একটা ইতিহাস, গুপ্তধনের যোগ থাকে। গুপ্তধন মানে কিন্তু কেবল মণিমানিক্য, হিরে জহরত নয়। সেটা কোনও পুরনো পুঁথি, বিশেষ জ্ঞানও বটে।

তা হলে দু'জনকেই জিজ্ঞেস করি যে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন 'ধন' আপনাদের কাছে অমূল্য?

কোয়েল: এটা আগে পরম বলুক।

পরমব্রত: আমার উত্তরটা খুব একটা বৈষয়িক নয়। তবে সেই বিষয়টা নিয়ে একদিকে কৃতজ্ঞতা রয়েছে, অন্য দিক থেকে রাগও রয়েছে। আমি ছোটবেলা থেকে মায়ের দিকের পরিবারের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আমার সংগীতবোধ পেয়েছি বাবার দিকের পরিবার থেকে। বাবা ক্লাসিক্যাল তবলিয়া ছিলেন, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ছাত্র। ঠাকুরমা, পিসি দারুণ রবীন্দ্রসংগীত ও কাকা গজ়ল গাইতেন। তাঁরা হয়তো সংগীতকে পেশা হিসেবে নেননি, তবে এক-একজন দিকপাল ছিলেন। সেই কারণেই হয়তো সাত-আটবছর বয়স থেকে আমি সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র, তালবাদ্য বাজাতে পারি। সহজেই গান তুলে নিতে পারি, গাইতে পারি। কিন্তু রাগের বিষয় হল, আমি নিজে নিজেই এগুলো করতে পারতাম বলে আমাকে কোনওদিন বাড়ি থেকে গানের তালিম দেওয়া হয়নি। 'ও তো ঠিক পেরে যাবে' ভেবে কেউ শেখানোর উদ্যোগ নেয়নি। ফলে এটাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অমূল্য ধন আমার কাছে।

কোয়েল: আমি একটু মেটিরিয়ালিস্টিক কথাই বলব। ঠাকুরমার কাছ থেকে পায়ের নূপুরের সেট, সিলভারের। ঠাকুমার বিয়ের গোল্ডের এমব্রয়ডারি করা বেনারসি শাড়ি...

পরমব্রত: এগুলো কোথায় রাখা আছে গো?

কোয়েল: কেন?

পরমব্রত: না, আগেকার দিনে এসব বাড়িতে থাকলে ঠিক রঘু ডাকাত হানা দিত।

পরমব্রতর এক সহকর্মীর সাক্ষাৎকারের ভিডিয়ো সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে

সংগীতবোধ আমি পেয়েছি বাবার দিকের পরিবার থেকে। সেই কারণেই হয়তো সাত-আটবছর বয়স থেকে আমি সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র, তালবাদ্য বাজাতে পারি — *পরমব্রত*



■ বাড়ির দুর্গাপুজোয় মা-বাবা, স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে কোয়েল

তিনি বলেছেন বিলেতে যাওয়ার আগের এবং বিলেত-ফেরত পরমের মধ্যে সেটের নিয়মানুবর্তিতা বিষয়ে আকাশ-পাতাল ফারাক। সেটা কী?

পরমব্রত: এটা কে বলেছে?

রজতাভ দত্ত।

পরমব্রত: ঠিকই, রনিদা তো আমাকে ২০০১ থেকে দেখছেন। দেখুন আমরা বাঙালিরা খুব কমফর্টের মধ্যে বড় হই। কমফর্ট মানে কিন্তু বড়লোক বলছি না। কিন্তু মা খাবারটা এগিয়ে দেয়, বাবা অমুক কাজটা করে দেয়... সেখানে দেশের বাইরে গিয়ে সকালে বাজার করছি, খাবার বানাচ্ছি, দশটার মধ্যে ইউনিভার্সিটি পৌঁছচ্ছি, ফিরে আবার ঘর পরিষ্কার করছি, রান্না করছি... ফলে সময়নিষ্ঠা এবং নিয়মানুবর্তিতা দুটোই চলে আসে। আর বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে মেশার ফলে মানসিক সংকীর্ণতাটাও কমে আসে। ফলে আমারও চারিত্রিক দৃঢ়তা, সময়জ্ঞানে পরিবর্তন তো এসেছে বটেই।

পরমব্রত তো পরিচালকদের গিল্ডের সঙ্গে

এক মুসলিম ভদ্রলোক লিখছেন, তিনি ছোটবেলা থেকে সরস্বতী পুজো, দুর্গাপুজো নিয়ে মেতেছেন কলকাতার পাঁচটা বাঙালির মতো। কিন্তু এখন তাঁর নাম শুনেই অনেকে অন্য চোখে দেখছেন — *কোয়েল*

ফেডারেশনের টানাপড়েনের অন্যতম মুখ। এদিকে আপনারই বন্ধু এক পরিচালক বলছেন, প্রযোজকদের যে লড়াইটা করা উচিত ছিল, সেটা পরিচালকরা নিজেদের কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন। আপনার কী মত?

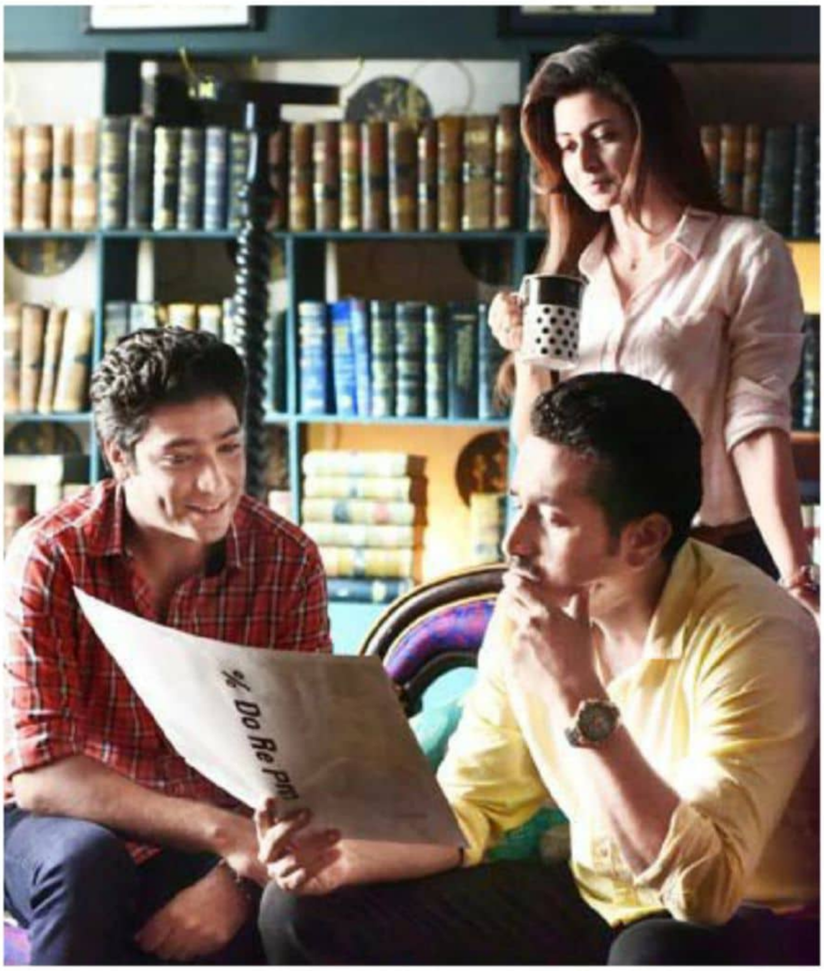
পরমব্রত: আপনি যবেকার কথা বলছেন, তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে। এটা প্রযোজদের লড়াই, নাকি টেকনিশিয়ানদের, তারও বাইরে গিয়ে আইনি লড়াই, তারও বাইরে গিয়ে কর্মস্থলে নিয়মের লড়াই, নাকি তারও বাইরে গিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের লড়াই, তা নিয়ে বলতে গেলে এই সাক্ষাৎকারের পরিসরটা ছোট হবে। আর এটা এমন একটা বিষয়, যেটা নিয়ে ওপর-ওপর কথা বলতে চাই না। ওটা নিয়ে আলাদা একদিন বসব।

এই পরিসরে একটা প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি। প্রথমে জানতে চাই, আপনারা কি নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার বলে মনে করেন?



ফোটো: শিলাদিত্য দত্ত
মেকআপ: প্রসেনজিৎ দে
হেয়ার: সীমা ঘোষ
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
পোশাক: রাশি কপূর (কোয়েল)
বিসুটেড লাক্সারি মেনসওয়্যার (পরমব্রত)
গয়না: ইন্ডিয়ান জেম অ্যান্ড জুয়েলরি
লোকেশন: দীপালয় হেরিটেজ, ফার্ন রোড
ফুড পার্টনার: ৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কিমলি (গড়িয়াহাট)





■ ২০১৮ সালে 'সাগরদ্বীপে যকের ধন'-এর শুটে কোয়েল, পরমব্রত এবং গৌরব

> পহেলগামে সন্ত্রাসবাদীরা ধর্ম জিজ্ঞেস করে মেরেছে। এতে রাগ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। সেটাকে প্রথমে মান্যতা দিতে হবে। কিন্তু আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে আমরা কারা হতে চাই?— *পরমব্রত*

(দু'জনেই সম্মতি জানান)

বর্তমানে পহেলগামে জঙ্গিহানার পর যে-কোনও মানুষ নিজেকে সেক্যুলার বললে বা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললে তাঁদের রীতিমতো ট্রোল করা হচ্ছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আপনারা নিজেদের মতামতে অবিচল থাকতে পারছেন?

কোয়েল: দুটো ফ্যামিলিকে তো আমিই চিনি, যাঁরা পহেলগামের জঙ্গিহানার শিকার। আমার ননদের মেয়ের সঙ্গে রাইপুরে স্কুলে পড়ে মেয়েটি। চোখের সামনে বাবাকে খুন করা হয়েছে। এরকম ঘটনা যেখানেই হোক, অত্যন্ত বিচলিত লাগে। ফলে এই বিষয়ে কিছু বলব না, এটা তো হয় না। দেখুন বুদ্ধি থাকলেই তো হল না, সুবুদ্ধির প্রয়োজন। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। ভগবান কাউকে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিশ্চান করে পাঠাননি। সেদিনই আনন্দবাজারে একটা হৃদয়স্পর্শী লেখা পড়লাম। এক মুসলিম ভদ্রলোক লিখছেন, তিনি ছোটবেলা থেকে সরস্বতী পুজো, দুর্গাপুজো নিয়ে মেতে উঠেছেন কলকাতার পাঁচটা বাঙালির মতো। কিন্তু এখন তাঁর নাম শুনেই অনেকে অন্য চোখে দেখছেন। এই যে হিংসা, দ্বেষ, এটা কীভাবে শেষ হবে আজকাল বুঝতে পারি না। যুদ্ধ তো পৃথিবীর অর্থনীতি, জনজীবন সব নষ্ট করে দেয়। একটি জায়গার শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য সন্ত্রাসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এটা না-বোঝার মতো অন্ধ কেন হয়ে যাচ্ছে মানুষ, জানি না।

পরমব্রত: প্রথমেই বলি, ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া মানে কিন্তু নাস্তিক হয়ে যাওয়া নয়। আমি নিজে ঈশ্বরবিশ্বাসী। নিয়মিত পুজোআচ্চা না করলেও, প্রার্থনা করি। কাজে বেরোনোর আগে মা দুর্গা বা মা কালীর ছবির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াই। এর সঙ্গে আমার সেক্যুলার হওয়ার বিরোধ নেই। আমি যদি কোনও মসজিদে, বা গুরুদ্বারে বা চার্চে যাই, আমি প্রার্থনা করি। বাড়িতে আমার পুজোর ঘর নিজেই বানিয়েছি। এই যে মানুষে-মানুষে হিংসাটা বর্তমানে আমরা দেখছি, তার অনেকটাই তৈরি করা। আমরা অনেক জঙ্গিহানা এদেশে দেখেছি, যার ১৯৪৭ সাল থেকে একটা ইতিহাস রয়েছে। যাঁরা রক্তগরম করা কথা বলছেন, তাঁরা এই ইতিহাস জানেন না, তাঁদের জ্ঞান হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি থেকে প্রাপ্ত। তাঁরা নতুন করে ইতিহাস তৈরি করার চেষ্টা করছেন এবং সেই আগুনে ঘি ঢালার মতো প্রচুর লোক রয়েছেন, কনটেন্টও তৈরি করছেন। পহেলগামের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদীরা ধর্ম জিজ্ঞেস করে মেরেছে। এতে রাগ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। সেটাকে প্রথমে মান্যতা দিতে হবে। কিন্তু আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা কারা হতে চাই? সন্ত্রাসবাদীরা খুব সুকৌশলে কাজটি করেছেন, ভারতবর্ষের মতো বহুধর্মের, ভাষার দেশে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য। আমরা যদি সেই জঙ্গিদের অপছন্দ করি, তা হলে তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে রক্তলোলুপ হয়ে উঠছি কেন? আমরা কি ওই ধর্মান্ধ জঙ্গিদের মতো হব? নাকি ঝন্টু আলি শেখ হব? নাকি ওই মুসলিম টাট্টুচালকদের মতো হব, যাঁরা হিন্দু পর্যটকদের বাঁচাচ্ছিলেন? নাকি সোফিয়া কুরেশির মতো হব? ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের সংবিধানে রয়েছে। হিন্দুরা সংখ্যাগুরু বলে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি বলেই প্রজেক্টেড হয়। কিন্তু কাল থেকে যদি আমি সেক্যুলার না থাকি, তা হলে কি পাশের বাড়ির অন্য ধর্মের মানুষটিকে গিয়ে মারব? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের নিজের অন্তরেই খোঁজা উচিত।

আসলে 'যকের ধন'-এর সন্ধানে নতুন অভিযানের মুখে দাঁড়িয়েও, ভারতবর্ষের আসল সম্পদ যে লুকিয়ে আছে বহুত্ববাদের মধ্যেই, সে বিষয়ে পরম-কোয়েলের অন্তত কোনও সন্দেহ নেই।



আমার প্রেমজীবন

জীবনে দু’জন পুরুষকেই মন দিয়েছিলেন। একজন উত্তমকুমার, দ্বিতীয়জন সর্বেন্দ্র সিংহ। আনন্দলোক-এর জন্য লেখা আত্মজীবনীতে **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়** তুলে ধরলেন তাঁর প্রেমজীবনের কথা। এবার **তৃতীয় পর্ব**

গত সংখ্যা শেষ করেছিলাম সেই মানুষটার কথা বলে, যিনি আমাকে কালীঘাটের মোড়ে পানের দোকান থেকে বাড়ি অবধি অনুসরণ করতেন। তিনিই কিন্তু আমার জীবন বদলে দিয়েছিলেন। উনি না থাকলে আজ ‘সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়’কে কেউ-ই চিনতেন না। সেই অদ্ভুত দেখতে মানুষটার নাম, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ভানুদাকে নিয়ে এই সংখ্যায় নয়, পরের সংখ্যায় বলব। এই সংখ্যায় তাঁকে স্মরণ করব, যিনি আমার জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছেন। আজ তিনি আমাকে ছেড়ে পরলোকে চলে গেলেও, তাঁর অস্তিত্ব এখনও টের পাই। সর্বেন্দ্র সিংহ। উত্তমদার পর আমার জীবনের দ্বিতীয় পুরুষ। হ্যাঁ, এটা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, সর্বেন্দ্রকে আমি মানসিকভাবে আমার জীবনসঙ্গীর জায়গায় বসিয়েছিলাম। যদিও উনি বিবাহিত ছিলেন। আমার ভাগ্যে তো আর অবিবাহিত পুরুষের যোগ ছিল না! আগেই বলেছি সর্বেন্দ্র খুব বড় ব্যবসায়ী বাড়ির ছেলে

ছিলেন। যদিও ওঁর ব্যবসায় খুব একটা মন ছিল না। বরং অভিনয় করতে খুব ভালবাসতেন। সর্বেন্দ্র ও তাঁর পরিবারকে আমরা অনেকদিন আগে থেকেই চিনতাম। ওঁর মায়ের নামও ছিল সাবিত্রী এবং আমি আর সর্বেন্দ্রর মা একই মন্দিরে পুজো দিতে যেতাম। এছাড়াও আমরা যে বাড়িতে থাকতাম, আমাদের প্রতিবেশী এক ডাক্তারবাবু ছিলেন। তিনি বিপদে-আপদে আমাদের খুব সাহায্যও করতেন। সেই ডাক্তারবাবু সর্বেন্দ্রর খুব কাছের বন্ধু ছিলেন।



ভানু বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাবিত্রী। ভানুর জন্যই সাবিত্রীর অভিনয়ে আসা

সেই সূত্রে উনি প্রায়ই ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আসতেন আর আমাদের চোখাচোখি হত। ওই সময়টায় উত্তমদার সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে, তাই আমারও অন্য পুরুষের প্রতি দুর্বলতার পূর্ণ মানসিকতা ছিল। আর সর্বেন্দ্র খুবই সুদর্শন ছিলেন। লম্বা-চওড়া, গায়ের রং ফর্সা, ওঁকে দেখে যে-কোনও মেয়েই মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকবে! সর্বেন্দ্রর শুধু একটাই বদভ্যাস ছিল। প্রচণ্ড মদ্যপান করতেন। আরে মদ তো আমরা সবাই খাই। আমিও খেতাম, উত্তমদাও খেতেন। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে। সর্বেন্দ্রর সে-সবের বালাই ছিল না, সকালে ঘুম থেকে উঠেও মদ খেতেন, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও মদ খেতেন! এই নিয়ে আমার সঙ্গে খুব ঝগড়াও হত, কিন্তু এই বিষয়ে উনি কারও কথা শুনতেন না।

সর্বেন্দ্রর গান শুনে কেঁদে ফেললাম

সেই যে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে সর্বেন্দ্রকে দেখতাম, তারপর অনেকগুলো মাস কেটে যায়। আমরাও ওই বাড়ি ছেড়ে নিউ আলিপুরে গিয়ে উঠি। কাজের মধ্যেই থাকতাম, তাই ধীরে-ধীরে সর্বেন্দ্রকেও ভুলে যাই। আমি কিন্তু অভিনয় এবং নাচের পাশাপাশি গাইতেও খুব ভালবাসতাম। তা ছাড়া আমার মনে হত, একজন নায়িকা হতে গেলে তার অভিনয়, গান, নাচ, সবকিছু শেখা উচিত। কারণ আমাদের তো ক্যামেরার সামনে নাচতেও হয় আবার গানে লিপও দিতে হয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতগুরুর (গিরিজা প্রসন্ন চক্রবর্তী) কাছে আমি গানের প্রশিক্ষণ নিই। হেমন্তদাই ওঁকে আমার জন্য ঠিক করে দিয়েছিলেন। গুরুজি আমাকে সবসময় বলতেন, আমি গান নিয়ে এগোলে অনেক দূর

> মদ তো সবাই খায়। আমিও খেতাম, উত্তমদাও খেতেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে। সর্বেন্দ্র সকালে ঘুম থেকে উঠেও মদ খেতেন, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও মদ খেতেন!

যেতে পারব, আমার কণ্ঠে নাকি রত্ন আছে। গুরুজি যখন ক্লাস নিতেন তখন সময়ের ঠিক থাকত না। একেবারে খাঁটি গানের সাধক ছিলেন গুরুজি। তো এরকমই একদিনে গুরুজির কাছে গানের তালিম নিচ্ছি, হঠাৎ দেখি আমাদের যিনি তবলাবাদক ছিলেন তিনি দরজায় এক সুদর্শন পুরুষকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি গান থামিয়ে হাঁ করে সেই দিকে তাকিয়ে থাকি। খুবই পরিচিত মুখ, সর্বেন্দ্র সিংহ। আমি কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না ওঁকে কোথায় দেখেছি! তখন সর্বেন্দ্রই মনে করিয়ে দেন। সর্বেন্দ্রর সঙ্গে গুরুজির আলাপ ছিল এবং উনি বলেন, সর্বেন্দ্রও নাকি খুব ভাল



একটি নাটকের দৃশ্যে সর্বেন্দ্রর সঙ্গে সাবিত্রী



■ একটি ছবির শুটিংয়ে ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

গাইতে পারেন। এখনও মনে আছে, লজ্জায় সর্বেন্দ্রর মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। গুরুজি ওঁকে একটি গান শোনাতে বললেও উনি লজ্জায় কিছুতেই গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারছিলেন না। তখন আমি ওঁকে অনুরোধ করি এবং আমার অনুরোধ ফেলতে পারেননি। সর্বেন্দ্র একটি জনপ্রিয় হিন্দি গান শুনিয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করুন, ওঁর গলায় একটা জাদু ছিল। ওঁর গান শুনে আমার কান্না পেয়ে যায়, কিছুতেই চোখের জল আটাকতে পারিনি। সেই আমাদের প্রেমের শুরু। সর্বেন্দ্রর মতো ভদ্র, বিনয়ী, উপকারী, ভাল মনের মানুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। যদি বলেন আমার জীবনের সেরা বন্ধু কে, তাহলে আমি ওঁর নামই বলব। কখনও নিজের বিবেকের সঙ্গে আপস করেননি, সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে, ঈশ্বর কেন সর্বেন্দ্রর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় করালেন না? যে সময়টা আমি কেরিয়ারের পিকে ছিলাম, যে সময়টায় উত্তমদার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলাম, তারও আগে, যখন সর্বেন্দ্ররও বিয়ে হয়নি। তাহলে তো আমি ওঁকেই বিয়ে করতে পারতাম। একটা সুখী সংসার হত আমার।

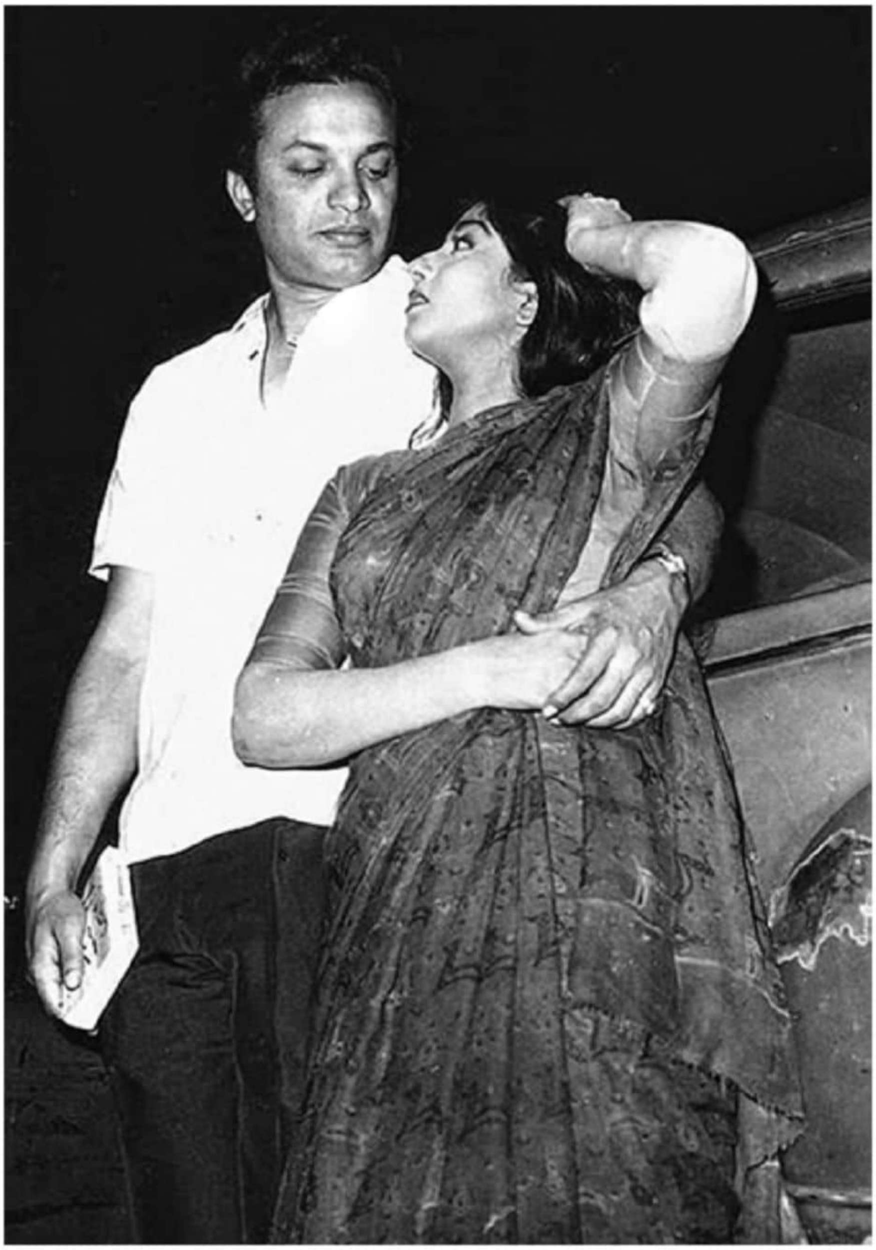
> অনেক সময়ই সর্বেন্দ্রর সঙ্গে উত্তমদার তুলনা করে ফেলতাম। বা সর্বেন্দ্রর কোনও কথা আমাকে ভীষণভাবে উত্তমদার কথা মনে করিয়ে দিত। যেমন...

সর্বেন্দ্রর সঙ্গে খুনসুটি, ঘরে ঢুকলেন উত্তমদা

আগেই বললাম সর্বেন্দ্রর টুকটাক অভিনয়ের শখ ছিল। সুপুরুষ তো ছিলেনই, ওঁর বাংলা উচ্চারণও খুব পরিষ্কার ছিল। যদিও উনি পাঞ্জাবি ছিলেন, তবু কথা শুনে বোঝা যেত না। আপাদমস্তক বাঙালিই মনে হত। সর্বেন্দ্রর সঙ্গে তখন ধীরে-ধীরে সম্পর্কের ভিত মজবুত হচ্ছে। উনি আমাকে খুব ভাল বুঝতেন। আমার কখন কী প্রয়োজন, কখন কী মুডে রয়েছি, সব বুঝে যেতেন। ওঁর স্ত্রীও আমাকে চিনতেন, ওঁদের বাড়িতেও গিয়েছি। তবে ওঁর স্ত্রী জানতেন আমরা শুধুই ভাল বন্ধু। একটা সময় অবধি আমি কখনও ভাবিনি যে উত্তমদার থেকে আমি মানসিকভাবে বেরোতে পারব। কখনও ভাবিনি যে উত্তমদার পরেও আমি কাউকে মনেপ্রাণে ভালবাসতে পারব। সর্বেন্দ্র কিন্তু সেই জায়গাটা ধীরে-ধীরে অর্জন করেছিলেন। কিন্তু আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ। তাই অনেক সময়ই সর্বেন্দ্রর সঙ্গে উত্তমদার তুলনা করে ফেলতাম। বা সর্বেন্দ্রর কোনও কথা আমাকে উত্তমদার কথা মনে করিয়ে দিত। যেমন ধরুন সর্বেন্দ্র সবসময় যাওয়ার আগে মৃদু স্বরে বলতেন, 'আসি সাবিত্রী'। তখনই মনে হত উত্তমদা যখনই বেরিয়ে যেতেন তখন বলতেন, 'চলি রে বুড়ু।' যাই হোক, সর্বেন্দ্রর শখের জন্যই আমি ওঁর সঙ্গে একটা নাটকের দল শুরু করি, নাম ছিল 'প্রতীক'। আমাদের প্রথম নাটকের নাম ছিল 'মাটির ঘর'। কলকাতার কাছেই একটা কল শো পেলাম। সেই সময় সর্বেন্দ্র আর আমার সম্পর্কের কথা অনেকেই জেনে গিয়েছেন। বিশেষ করে নাটকের দলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা

ভাল করেই আঁচ করতে পারতেন। কারণ সর্বেন্দ্র সবসময় আমার ভীষণ খেয়াল রাখতেন। তো সেই শোয়ের ভেনু যেখানে ছিল, তার পাশেই সেদিন উত্তমদার একটা ছবির শুটিং চলছিল। তখন তো উত্তমদার সঙ্গে আর তেমন যোগাযোগ ছিল না, কাজও হত না একসঙ্গে। মাইকে আমার নাম শুনে উত্তমদা হাজির হন আমাদের নাটক দেখতে। আয়োজকরা তো অবাক, উত্তমদা নাটক দেখতে এসেছেন! তাঁরা কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। সামনের সারিতে বসেই সেদিন উত্তমদা আমাদের পুরো নাটকটা দেখেন। আমি মঞ্চ থেকেই লক্ষ করি, উত্তমদার চুল উসকো-খুসকো, বিষণ্ণ মুখ। হ্যাঁ, জানি সেই সময় আমার জীবন জুড়ে সর্বেন্দ্র, কিন্তু সেদিন মঞ্চে অভিনয় করার সময় আমি যেন ঠিক সেই প্রথমদিককার সময়ে ফিরে যাই। যেবার উত্তমদা প্রথম আমার নাটক দেখতে এলেন আর আমি রক্তাক্ত পা নিয়ে নাটক চালিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিনের মতোই এবারও সারাক্ষণ আমার চোখ উত্তমদার দিকেই ছিল। অনেকেই আমাকে খারাপ ভাবতে পারেন। বলতেন পারেন, তখন তো আমি সর্বেন্দ্রর সঙ্গে আছি, তা হলে কেন উত্তমদাকে

মানুষটার নাম যে উত্তমকুমার। যতই আমার সঙ্গে খারাপ করুন না কেন, উত্তমদার ক্যারিশ্মা কোনও মহিলার মন থেকে মুছে যাওয়া অসম্ভব। আর আমি তো ওঁকে মন থেকে ভালবাসতাম, উনিও হয়তো বাসতেন! যাই হোক...



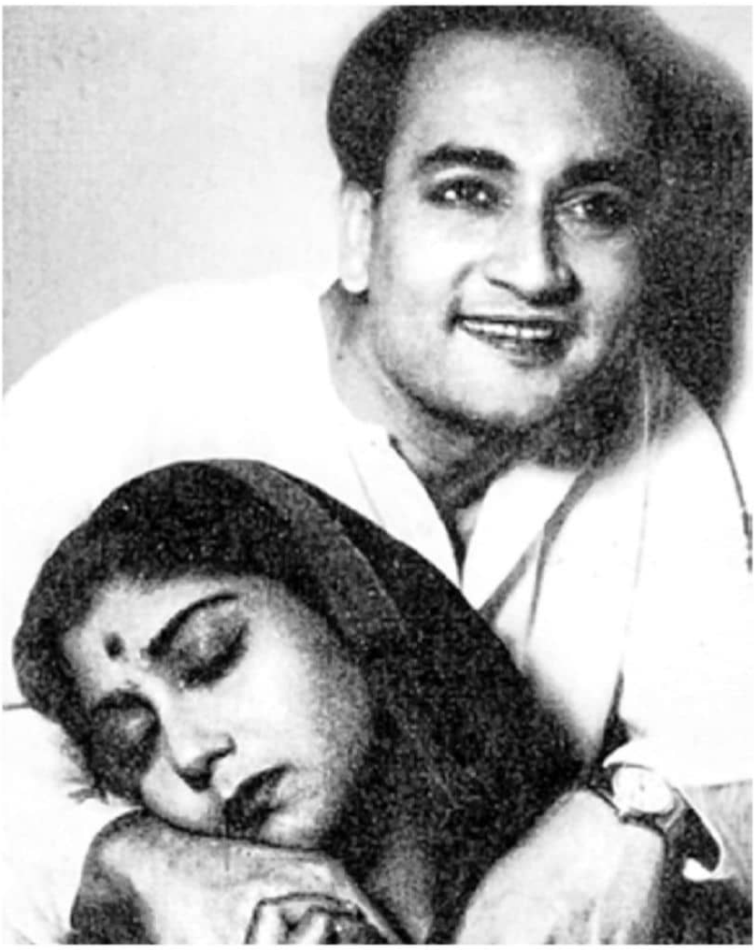
■ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরেও সাবিত্রীর প্রতি একটা অধিকারবোধ কাজ করত উত্তমের

ওইভাবে দেখলাম? কী করব বলুন, মানুষটার নাম যে উত্তমকুমার! যতই আমার সঙ্গে খারাপ করুন না কেন, উত্তমদার ক্যারিশ্মা কোনও মহিলার মন থেকে মুছে যাওয়া অসম্ভব। আর আমি তো ওঁকে মন থেকে ভালবাসতাম, উনিও হয়তো বাসতেন। যাই হোক, নাটকের পর গ্রিন রুমে এসেছি। সেই সময় আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না, তাই সর্বেন্দ্র কোথা থেকে আমার জন্য এক প্লেট চিকেন স্টু জোগাড় করে এনেছেন। আমি সেটা দেখে খুব রেগে গিয়ে ওঁকে বলি, 'এসব ছাইপাশ খাব না, আমাকে ভাজাভুজি এনে দিতে বলো'। আর সেই সময় সর্বেন্দ্র খুব কেয়ার করে বলতে থাকেন, উনি আমার শরীরের কোনও ক্ষতি হতে দেবেন না। আমার জন্য নাকি স্টু, টেংরির জুস এসব খাবার খুব ভাল। ঠিক সেই সময় গ্রিন রুমে এসে উপস্থিত হন উত্তমদা। আমি আর সর্বেন্দ্র দু'জনেই হকচকিয়ে যাই। উত্তমদাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি খুব অশান্তিতে আছেন। মনে হচ্ছিল উনি অনেক রাত শান্তিতে ঘুমোননি। তবে সাদা শার্টে তখনও দেখতে দিব্যি লাগছিল। আমার তখন মনের অবস্থাটা ভাবুন! পাশে সর্বেন্দ্র দাঁড়িয়ে চিকেন স্টু নিয়ে আর সামনে উত্তমদা! প্রাক্তন এবং বর্তমান তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তমদাকে একটা চেয়ারে বসার কথা বললাম কিন্তু উনি ঠায় আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সর্বেন্দ্র কী করবে বুঝতে না পেরে অত্যন্ত ভদ্রভাবে উত্তমদাকে জিজ্ঞেস করেন উনি চা খাবেন কিনা। উত্তমদা সেই কথারও কোনও উত্তর দিলেন না। আমি তখন বললাম যে, নাটকের শুরুতেই আমি ওঁকে দেখেছি, আমি ভাবছিলাম উনি গ্রিন রুমে আসবেন কিনা। সেটা শুনে উত্তমদা

বলেন, 'দেখলি, আমি এসেছি, তাও তো একবার গ্রিন রুমে ডাকলি না।' উত্তমদার কণ্ঠে তখন অভিমান ভর্তি। আমার সেই সময় খুব বলতে ইচ্ছে করছিল, আমি কেন ডাকব, আপনি উত্তমকুমার হলে আমিও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ইচ্ছে হলেও আমি চুপ ছিলাম। মাথা নীচু করে উত্তমদার কথাগুলো শুনি। তারপর সর্বেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে উত্তমদা বলেন, 'আপনি কীরকম অভিনেতা মশাই? নিজের কাজের উপর ভরসা নেই। তাই সিনিয়র অভিনেত্রীকে চিকেন স্টু খাইয়ে তেল দিচ্ছেন?' সর্বেন্দ্রর মুখ অপমানে লাল হয়ে গিয়েছিল। কথাগুলো শুনতে আমারও একেবারে ভাল লাগেনি, কিন্তু আমি প্রতিবাদ করার আগেই সর্বেন্দ্র বলেন, 'এটা তেল দেওয়া নয় স্যার, সিনিয়র অভিনেত্রীকে সম্মান করা। তাতে নিজের প্রতিভা কমে যায় না। আর সাবিত্রী তো আমার কাছে শুধু একজন সিনিয়র অভিনেত্রী নন, আমার খুব কাছের একজন মানুষ। আমাদের সম্পর্ক কাজের মধ্যেই সীমিত নয়। সাবিত্রীকে ভাল রাখা আমার কর্তব্য।' সেদিন উত্তমদার মুখটা দেখার মতো ছিল। এমনিতেই ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব অশান্তিতে রয়েছেন। সর্বেন্দ্রর কথাগুলো যেন ওঁর বিষণ্ণতা আরও দশগুণ বাড়িয়ে দেয়! কথাগুলো বলেই সর্বেন্দ্র উত্তমদার জন্য চা আনতে বেরিয়ে যান। তার আগে অবধি হয়তো উত্তমদা জানতেন না আমার আর সর্বেন্দ্রর সম্পর্কের কথা। কিন্তু ওই কথাগুলো শোনার পর উত্তমদার চোখ দেখলাম জ্বলজ্বল করছে।

আমার অনেককিছু উত্তমদাকে বলতে ইচ্ছে করছিল। ওঁর স্ত্রী যখন আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন, অপমান করেন, তখন উনি একবারও আমার হয়ে কেন স্ট্যান্ড নেননি

মানুষটাকে তো খুব ভাল চিনতাম। মারাত্মক রাগ হলে ওঁর চোখ ওরকম হয়ে যেত। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর উত্তমদা বললেন, 'তোর নাটকটা ভালই লাগল দেখতে। তবে এবার বুঝলাম তোর এই নাটকের দলটা খোলা ওই ছেলেটার (সর্বেন্দ্র) জন্য। সাবু, তুই ভাল থাকিস। তুই ভাল থাকলে আমারও ভাল লাগবে। কিন্তু কখনও-কখনও খুব রাগ হয়, আমাকে বাদ দিয়ে তুই কেন ভাল থাকবি? কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, সব মানুষের রিপ্লেসমেন্ট আছে, শূন্যস্থান ঠিক পূরণ হয়ে যায়। শুধু সময়ের অপেক্ষা। আসি রে।' কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে গ্রিন রুম ছেড়ে বেরিয়ে যান উত্তমদা। আমার তখন ওঁকে অনেককিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। ওঁর স্ত্রী যখন আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন, অপমান করেন, তখন উনি একবারও আমার হয়ে কেন স্ট্যান্ড



বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে সাবিত্রী



'অভয়ের বিয়ে' ছবির শুটে

নিলেন না? আমার সঙ্গে সংসার করলেন না কিন্তু সুপ্রিয়াদেবীর কাছে চলে গেলেন? অনেক প্রশ্ন ছিল ওঁর জন্য কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। ওই যে একটু আগে বললাম না, উত্তমদার ক্যারিশ্মার সামনে সব নারীই মাথা নত করে নেয়। কিছুক্ষণ পরেই চায়ের কাপ হাতে সর্বেন্দ্র ঢোকেন এবং দেখেন যাঁর জন্য চা নিয়ে এলেন তিনি চলে গিয়েছেন। আমার মনে তখন ভয় হয়েছিল যে উত্তমদার কথাগুলো সর্বেন্দ্র কীভাবে নেবেন। কিন্তু আরও একবার আমাকে মুগ্ধ করে হাসিমুখে সর্বেন্দ্র বলেন, 'তুমি চিন্তা কোরো না, আমি উত্তমদার কথায় মাইন্ড করিনি। আফটার অল হি ইজ় দি উত্তমকুমার। উনি যখন সাবিত্রীর কাছে আসবেন তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই উনি চাইবেন সাবিত্রীর আশেপাশে যেন কোনও পুরুষ মানুষ না থাকে।' কথাগুলো হাসিমুখে বললেও আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে সর্বেন্দ্রর মনের অবস্থা তখন ঠিক কী। কিন্তু ও এতটাই ভাল মানুষ যে, সেটা আমাকে বুঝতে দেয়নি। ধীরে-ধীরে সর্বেন্দ্রর সঙ্গে আমার

আমার ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা থেকে পুজোতে কাকে কী উপহার দেব, সব বিষয়েই সর্বেন্দ্র আমাকে সাহায্য করতেন। আমার পরিবারের সকলের সঙ্গেও ওঁর খুব ভাল ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমার দিদিও সর্বেন্দ্রকে খুব পছন্দ করতেন



■ সাবিত্রীর প্রাণখোলা হাসি সকলের মন কেড়ে নিত

সম্পর্কটা এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, আমি ওঁর উপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। আমার জীবনে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি সর্বেন্দ্রকে কনসাল্ট করে নিতাম। উনি আমার সব কথা অনেক ধৈর্য ধরে মন দিয়ে শুনতেন। আমার যে-কোনও ক্রাইসিস মোমেন্টেও উনি অনেক সাহায্য করেছেন। আসলে তখন কিছুটা বয়স হয়েছে, পরিণত হয়েছি, তাই এমন কাউকে পাশে প্রয়োজন ছিল, যিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে সব বিষয়ে কথা বলতে পারব। সেদিক দিয়ে সর্বেন্দ্র ওয়াজ় পারফেক্ট। আমার ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা থেকে পুজোতে কাকে কী উপহার দেব, সব বিষয়েই সর্বেন্দ্র আমার সাহায্য করতেন। আমার পরিবারের সকলের সঙ্গেও ওঁর খুব ভাল ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমার দিদিও (নবম দিদি) সর্বেন্দ্রকে খুব পছন্দ করতেন। আমাকে বলতেন, সর্বেন্দ্র আমার জন্য পারফেক্ট ম্যাচ। কিন্তু কী আর করব, সর্বেন্দ্র তো বিবাহিত ছিলেন। আর আগেই বলেছি, আমি কখনও চাইনি কেউ নিজের সংসার ভেঙে আমার কাছে আসুক। তা সে উত্তমদাই হোন বা সর্বেন্দ্র। আমি সর্বেন্দ্রকে বলেছিলাম আমরা বন্ধু হয়ে সারাজীবন একে-অপরের পাশে থাকব। ওঁর অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে জিভে একটা ঘা হয়। নিজের প্রতি কোনও খেয়াল ছিল না। পরে আমি জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই এবং ওঁর জিভে ক্যান্সার ধরা পড়ে। আমিই জোর করে ওঁকে বম্বেতে পাঠাই উন্নতমানের ট্রিটমেন্টের জন্য।
সর্বেন্দ্রকে নিয়ে একটাই আক্ষেপ থেকে গেল, ওঁর মৃত্যুর সময় আমি ওঁকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না। বা বলা যায়, আমাকে দেখতে দেওয়া হল না!

ক্রমশ...



বোনের গায়ে হলুদের দিন জুটিতে

বেঙ্গালুরুতে নুসরতের বোনের বিয়ের দিন নুসরতের সঙ্গে যশ

অন্দর কাহিনি

তাঁরা নাকি বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন। তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশেই নাকি এই ভাঙন। খবরটি চাউর হতেই **যশ দাশগুপ্ত** ও **নুসরত জাহান** প্রকাশ করলেন 'আসল' গল্প। শোনাচ্ছেন **আসিফ সালাম**



অভিষেক দত্তের ফ্যাশন শোয়ে একা নুসরত

যশ দাশগুপ্ত-নুসরত জাহান। আমাদের ইন্ডাস্ট্রির এমন দুটো নাম যাঁদের সম্পর্ক নিয়ে কম কাদা ছোড়াছুড়ি হয়নি। তাঁদের বিয়ের বৈধতা, বাচ্চার বৈধতা, সবকিছু নিয়ে এতই জল্পনা-কল্পনা হয়েছে যে আনন্দলোক-কে নুসরত জানান, ''আমরা এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কোনও ট্রোলিং বা সমালোচনা দেখলে এখন হাসি পায়।'' তবে এবারের যে নতুন জল্পনা তাঁকে এবং যশকে নিয়ে মাথাচাড়া দিয়েছে, তা কিন্তু কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে ফেলেছে এই তারকা জুটিকে। কারণ, মিডিয়ার সামনে যে খবরগুলো প্রকাশ পেয়েছে সেটা যশ-নুসরতের একেবারে অন্দরের কথা। ভিতরের কেউ ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি এই খবরগুলো লিক করতে পারবেন না।

যদিও ওই সমস্ত খবরের সত্যতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আনন্দলোক-এর কাছে যশ-নুসরত তুলে ধরলেন ভিতরকার 'আসল' গল্প। মিডিয়ার খবর অনুসারে নুসরত এবং যশের মধ্যে নাকি বিচ্ছেদের আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। কারণ, যশের প্রাক্তন প্রেমিকা এবং তাঁর এককালের ম্যানেজার পুনম ঝা। যশের বড় ছেলেকে মানুষ করেছেন পুনম এবং এখনও তিনি নাকি যশের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করেন। প্রসঙ্গত, যশের বাড়িতে তাঁর বাবা ও বড় ছেলে থাকে এবং যশ মাঝেমধ্যে নুসরতের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে আর মাঝেমধ্যে নিজের বাড়িতে থাকেন। পুনমের কথা জানতে পেরেই নাকি নুসরত ঝামেলা শুরু করেন। এই গোটা বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়ে যশ-নুসরত জানান, এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনও ঝামেলা নেই। কারণ, নুসরতের সঙ্গে পুনমের যথেষ্ট সুসম্পর্ক। এই প্রসঙ্গে যশ জানান, ''এই খবরগুলো যাঁরা করছেন তাঁরা আগে আমাদের দুটো ছবি 'সেন্টিমেন্টাল' আর 'আড়ি'র ক্রেডিট লাইনটা দেখুন। প্রথম ছবিতে পুনম রয়েছে প্রডাকশন এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে এবং দ্বিতীয় ছবিতেও পুনম ক্রিয়েটিভ পার্টটা দেখেছে। নুসরত নিজেই কিন্তু পুনমকে এই দায়িত্ব দিয়েছে। আর এটা আমার আর নুসরতের যৌথ প্রযোজনা। ওর অনুমতি ছাড়া আমি কাউকে নিয়োগ করতে পারব না।''

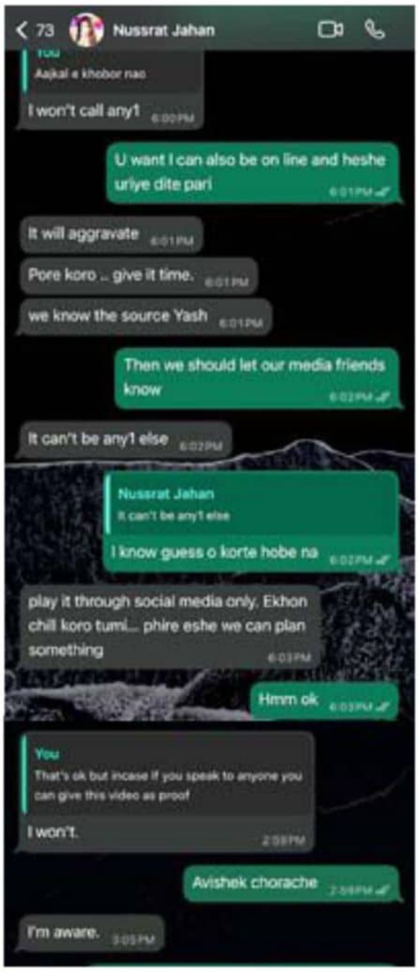
এরপরের অভিযোগ, কয়েক সপ্তাহ আগে বেঙ্গালুরুতে নুসরতের বোনের বিয়ে ছিল। সেখানে নাকি যশ কিছুতেই যেতে চাননি, তাঁকে নাকি একপ্রকার জোর করেই নিয়ে

যাওয়া হয়েছে। অভিযোগটি শুনে প্রথমেই নুসরত জানান, ''যশ আমার বোনের বিয়েতে প্রথম থেকে ইনভলভড ছিল। এগুলো সব ফেক নিউজ়।'' যশ তাতে যোগ করেন, ''নুসরতের বোনের বিয়ে হয় এক পঞ্জাবি ছেলের সঙ্গে। ওর বিয়ের জন্য প্রথমবার যখন বেঙ্গালুরুতে ছেলের বাড়িতে যাওয়া হয়, তখন থেকে আমি এটার সঙ্গে যুক্ত। আর বিয়েতে নুসরতের মায়ের অনুরোধে আমি ওর কন্যাদানও করি। ভাবতে লজ্জা হচ্ছে যে এই বিষয়গুলো আমাকে এখন প্রকাশ্যে বলতে হচ্ছে এটা প্রমাণ করার জন্য যে, আমাদের সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে সেটা গুজব। আমি আপনাদের ছবিও দিচ্ছি অনুষ্ঠানের।'' আর একটা বিষয় নিয়ে চর্চা হচ্ছে যে, সম্প্রতি ডিজ়াইনার অভিষেক দত্তের একটি ফ্যাশন শোয়ে শো-স্টপার হিসেবে হাঁটার কথা ছিল আমাদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে। আপনাকে আমি নুসরত আর আমার এই কয়েকদিনের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশটও পাঠাচ্ছি।'' আর ইনস্টাগ্রামে আনফলো করার বিষয়টি? ''ওটা একটা টেকনিক্যাল গ্লিচ। আমি আপনাকে একটা ভিডিয়ো করে পাঠাচ্ছি যে আমি যখনই নুসরতকে ফলো করতে যাচ্ছি ওটা আনফলো হয়ে যাচ্ছে। আর ঝামেলা হলে তো নুসরতও আমাকে আনফলো করত, সেটা তো হয়নি। এবার মনে হচ্ছে মার্ক জুকারবার্গকে ডাকতে হবে এটা এক্সপ্লেন করতে,'' জানান যশ। সব বোঝা গেল, কিন্তু তা হলে কে এই খবরগুলো লিক করলেন? হাঁড়ি ভাঙলেন যশ। তিনি জানান, ''এসবের পিছনে রয়েছে নুসরতের ম্যানেজার অভিষেক (মজুমদার)। ওই মিডিয়াকে এই মিথ্যে খবরগুলো দিচ্ছে আর কিছু মিডিয়া



■ নুসরতের বোনের কন্যাদান করছেন যশ

যশ এবং নুসরতের। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন দেখা যায়, নুসরত সেখানে একা হাঁটছেন। এই নিয়েও খবর করা হয় যে এই ঝামেলার জেরেই নাকি যশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু যশ সেই খবরকে উড়িয়ে দিয়ে জানান, ''টাকাপয়সা নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছিল, তাই আমি ওই শোয়ে যাইনি।'' আর সর্বশেষে যে খবর দিয়ে তাঁদের বিচ্ছেদে সিলমোহর দেওয়া হয় তা হল, যশ-নুসরত আলাদা-আলাদা জায়গায় ভ্যাকেশনে গিয়েছেন। যশ তাঁর বড় ছেলেকে নিয়ে বিদেশের সমুদ্রসৈকতে গিয়েছেন আর নুসরত নিজের মা-বাবা আর ছেলেকে নিয়ে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে গিয়েছেন। আর ঠিক এই সময়েই ইনস্টাগ্রামে দেখা যায়, যশ আনফলো করে দিয়েছেন নুসরতকে। এই প্রসঙ্গে যশের ব্যাখ্যা, ''এটা অনেকদিন ধরে প্রি-প্ল্যানড ছিল। ছোট ছেলে ভালবাসে পাহাড় আর বড় ছেলে সমুদ্র। তাই আমরা দু'জন দু'দিকে যাই। এর মানে এই নয় কোনওরকম যাচাই না করে যা শুনছে তাই ছেপে দিচ্ছে! মিডিয়ার কোনও দায়বদ্ধতাই নেই। নুসরতের সঙ্গে অভিষেক অনেকবছর ধরে যুক্ত। নুসরত ওকে খুব ভরসা করত এবং ওর সঙ্গে সব শেয়ার করত, এমনকি নিজের ব্যাঙ্কের পাসওয়ার্ডও। অনুষ্ঠানে গেলে নুসরতের টাকাভর্তি পার্সও অভিষেকের কাছেই থাকত। আর অভিষেক নিয়মিত নুসরতের থেকে টাকা চুরি করত। শুধু তাই নয়, ওর সমস্ত কমর্শিয়াল এনডর্সমেন্টও ও ডিল করত, সেখানেও নিজের একটা বিশাল কমিশন রাখত। এমনিতে অভিষেক একটি বেসরকারি সংস্থায় সামান্য চাকরি করে। কিন্তু ওর সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখুন, ও প্রায়ই বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। ও দেড় লক্ষ টাকার জুতো পরত। এত টাকা ও কোথা থেকে পেত? আমি যখন থেকে প্রশ্ন করা শুরু করি, আমি ওর অপছন্দের তালিকায় পড়ে যাই। অভিষেক আমার ব্যাপারেও নুসরতকে



■ অভিষেক মজুমদারকে নিয়ে যশ-নুসরতের চ্যাট

প্রায়ই খারাপ কথা বলত, যেটা অবশ্য নুসরত আমাকে বলে দিত। অভিষেক কখনওই চায়নি নুসরতের কোনও স্টেডি পার্টনার হোক, তা হলে ও এসব দু'নম্বরি করতে পারবে না। খোঁজ নিয়ে দেখুন, আর অভিষেক এইভাবে আর একজন মন্ত্রীর মেয়ের সম্পর্কও ভেঙেছে। হালফিলে যখন ও দেখল আমি আর নুসরত আলাদা বেড়াতে যাচ্ছি, ও ভাবল এটাই সঠিক সময়। ফেক প্রোফাইল বানিয়ে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে নুসরতকে ট্রোলিং করা শুরু করল। মিডিয়ার মধ্যে ফেক নিউজ় ছড়িয়ে দিল।'' শুধু তাই নয়, এও শোনা যায় যে অভিষেক সমকামী এবং প্রায় রাতেই পুরুষ সঙ্গীকে নিয়ে তিনি নুসরতের বাড়িতে চলে আসতেন। এটা যশ খুব অপছন্দ করতেন এবং তাই নিয়েও নাকি অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। যশের অভিযোগ যাচাই করার জন্য অভিষেককে ফোন করে পাওয়া যায়নি। হোয়াটসঅ্যাপের ও জবাব দেননি। কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে, তা অবশ্য সময়ই বলবে। আমাদের কাছে যা-যা তথ্য এসেছে, আপাতত সেটাই পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হল।

ছবিঘর



১

সকলেই চেয়ে রয়েছেন কবে বর্ষা আসবে, সেই দিকে। তবে তার মধ্যেও সেলেব্রিটিদের ব্যস্ততার শেষ নেই। আর তাঁদের সর্বক্ষণের সঙ্গী আনন্দলোক

২



৩









১ ‘আমার বস’ ছবির স্পেশ্যাল স্ক্রিনিংয়ে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও রাখী গুলজ়ার

২ নতুন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম দর্শু-র লঞ্চ অনুষ্ঠানে দুই পরিচালক এক ফ্রেমে। দেবালয় ভট্টাচার্য এবং রাজ চক্রবর্তী

৩ একটি অনুষ্ঠানে মা পিয়া সেনগুপ্তর সঙ্গে বনি সেনগুপ্ত

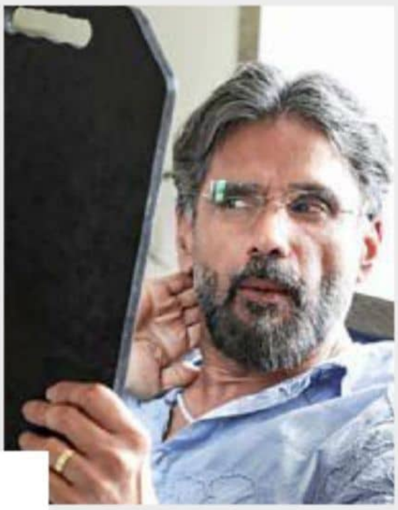
৪ কফির কাপে চুমুক জিতু কমলের

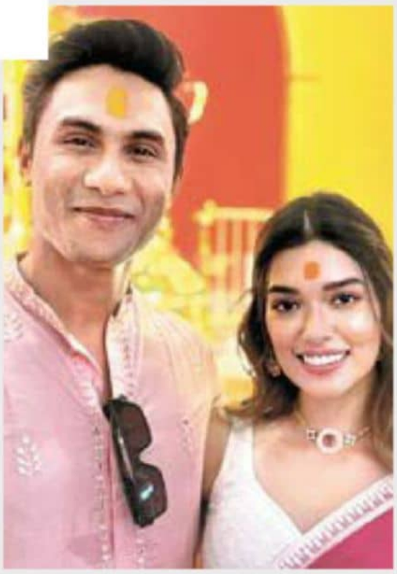
৫ নতুন ওয়েব সিরিজ় ‘জুলি’র ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে শ্রুতি দাস এবং পাওলি দাম

৬ মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে ববি দেওল

৭ আয়নার সামনে নিজেকে দেখে নিচ্ছেন সুনীল শেট্টি

৮ নতুন বাংলা ছবি 'মন মানে না'র শুভ মহরতে ঋত্বিক ভৌমিক ও হিয়া চট্টোপাধ্যায়





ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ১, ৯
অনির্বাণ সাহা: ৫

৯



১০



১১



৯ ‘একেন : বেনারস-এ-বিভীষিকা’র প্রিমিয়ারে অনির্বাণের সঙ্গে ঐন্দ্রিলা-অঙ্কুশ

১০ মুম্বইয়ে একটি প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে অজয় দেবগন

১১ একটি ফ্যাশন শোয়ে শো-স্টপার রুক্মিণী মৈত্র

১২ ‘তোর্সা একটি নদীর নাম’-এর ট্রেলার লঞ্চে সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও দেবজ্যোতি মিশ্র



সাক্ষাতে

কেরিয়ারে ৭৪.৩ শতাংশ ম্যাচ হেরেও নিজের

প্র প্রথম এশীয় খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক টেনিস হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, ডেভিস কাপে সর্বাধিক ডবলস জয়ের রেকর্ড অধিকারী, একমাত্র ভারতীয় টেনিস তারকা যাঁর ঝুলিতে অলিম্পিক্স পদক রয়েছে... লিস্ট যেন শেষ হওয়ার নয়। ৩০ বছরের বেশি সময়ের কেরিয়ারে এত কিছু অর্জন করেছেন, তার মধ্যে কোন কৃতিত্ব আপনাকে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দেয়?

কলকাতায় বেকবাগানের রাস্তায় গলি ফুটবল-গলি ক্রিকেট খেলে বড় হওয়া ছেলেটিকে পরবর্তীকালে দেশবাসী যে পরিমাণ ভালবাসা দিয়েছে, সেটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দেয়। মানুষের ভালবাসা, আশীর্বাদ, এগুলোর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না।

প্র ভালবাসা-আশীর্বাদের পর এমন কোনও কৃতিত্ব, যা আপনাকে আবেগতাড়িত করে তোলে?

সেভাবে একটা কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার কথা বলতে পারব না। আপনি নিজেই বললেন আমার কেরিয়ারে প্রচুর কৃতিত্ব রয়েছে, তাই একটার কথা বললে অন্যটাকে খাটো করা হবে। বরং বলব, আমার প্রতিটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় আমার কাছে ভীষণ তৃপ্তিদায়ক। তার মধ্যে ১৯৯৮-এ নিউ হ্যাভেনে পিট সাম্প্রাসকে হারানো, ২০০১-এ ইন্ডিয়ান ওয়েলস-এ রজার ফেডেরারকে হারানো, নিউপোর্ট হল অফ ফেম জয়, এগুলো অবশ্যই কৃতিত্বের খাতায় প্রথম সারিতে আসবে।

প্র ছোটবেলায় আপনি নাকি ফুটবলার হতে চেয়েছিলেন?

ইয়েস, আই ওয়াজ় আ বর্ন ফুটবলার। টেনিসে তো অনেক পরে আসা। তাই লক্ষ করবেন আমার ব্যাকহ্যান্ড শটে দুর্বলতা ছিল। প্রথম থেকে না খেললে এই টেকনিক্যাল সমস্যাগুলো থেকে যায়। মাত্র ১১ বছর বয়সে আমি ইউরোপিয়ান অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হই। কিন্তু ওখানে শর্ত দেওয়া হয় যে আমাকে আমার ভারতীয় পাসপোর্ট ত্যাগ করতে হবে। কারণ ওরা টাকাপয়সা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়ে আমাকে তৈরি করবে আর আমি তারপর গিয়ে আমার দেশের হয়ে খেলব, এটা ওরা মেনে



বাবা ভেস পেজ়ের সঙ্গে



মার্টিনা হিঙ্গিস ও লিয়েন্ডার

ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা স্পোর্টস আইকন বললে তাঁর নাম শুরুর দিকেই আসবে। নিজের অদম্য জেদের বশেই বিশ্বের দরবারে এক আলোচ্য নাম তিনি। অবসর নিলেও এখনই বিশ্রামে যেতে চান না। কলকাতায় এক অনুষ্ঠানের পর আড্ডায় **লিয়েন্ডার পেজ়**। সঙ্গে **আসিফ সালাম**

নেবে না। কিন্তু আমার মা-বাবা দু'জনেই দেশের জন্য নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন। দু'জনেই চ্যাম্পিয়ন তারকা। বাবা ভেস পেজ় হকিতে আর মা জেনিফার দেশের জনপ্রিয় বাস্কেটবল তারকা এবং অধিনায়ক ছিলেন। তাই তাঁদের ছেলে ভারতের হয়ে না খেলে অন্য কোনও দেশের হয়ে খেলবে, এটা তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। এরপর আমাকে চেন্নাইয়ের ব্রিটানিয়া টেনিস অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করানো হয়। আমি এমন একটা খেলা বেছে নিই যেখানে আমাদের দেশ খুব একটা কিছু করতে পারেনি। কোনও উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ছিলেন না, কোনও অলিম্পিক্স পদকধারী ছিলেন না। তবে এখনও আমি ফুটবলের পোকা। তা সে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি হোক বা বার্সেলোনা-রিয়েলের লড়াই।

প্র বাবা মা দু'জনেই খেলোয়াড় হওয়ায় আপনার কি একটু হলেও সুবিধে হয়েছিল?

সুবিধে একটাই হয়েছিল, আমাকে আলাদাভাবে আর অনুপ্রাণিত করতে হয়নি। পরিশ্রম করার জন্য বলতে হয়নি। ছোটবেলায় প্রত্যেক রবিবার আমি বাড়ির মেঝেতে বসে বাবার পাওয়া ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদকটি নিজের হাতে পালিশ করতাম। বাবাকে জিজ্ঞেস করতাম মেডেলের ওই পাঁচটি রিংয়ের কী মানে। বাবা বলতেন, পাঁচটি রিং মানে পাঁচটি মহাদেশ। স্বাস্থ্য, সম্প্রদায়, পারস্পরিক আস্থা, প্রতিযোগিতা ও নেতৃত্ব, এই পাঁচটি রিং এই ফ্যাক্টরগুলো রিপ্রেজ়েন্ট করে। আমি বাবার কথা হাঁ করে শুনতাম। তখন থেকেই মনে জেদ চেপে গিয়েছিল, আমাকেও একটা অলিম্পিক্স পদক আনতে হবে। তবে শুধু বাবা নন, মাও আমাকে অনেকভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। ইন ফ্যাক্ট মা-ই কিন্তু আমাকে প্রথমবার হাত ধরে খেলার মাঠে নিয়ে যান। যে-কোনও খেলোয়াড়ের উন্নতির পিছনে তাঁর বাবা-মায়ের একটা বিশাল অবদান থাকে। মানসিক সুস্থতা



জায়গা তৈরি করতে পেরেছি : লিয়েন্ডার পেজ়



ফোটো: অনির্বাণ সাহা

বাবা-মায়ের থেকেই শুরু হয়। বাচ্চার জন্য বাবা-মা কোন কোচকে বেছে নিচ্ছেন, কোন ট্রেনিং অ্যাকাডেমি বেছে নিচ্ছেন, সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাবা-মায়েদের কিন্তু কোচ বা ফিটনেস প্রশিক্ষক হতে হবে না। তাঁদের শুধু আস্থা রাখতে হবে। বাবা-মায়ের নিঃশর্ত ভালবাসা প্রতিটি সন্তানের খুব প্রয়োজন। এটা একটা বিশাল সমর্থন। আমি যা অর্জন করতে পেরেছি, তা আমার বাবা-মায়ের কারণেই। আমি খুবই ধন্য তাঁদের পেয়ে। আর এখনও আমার পরিবার সবসময় আমার পাশে আছে। আমি কিন্তু খুব মডার্ন ফ্যামিলিতে বিলং করি। ছোট থেকে বাঙালি ও পর্তুগিজ় দুই ঘরানাতেই বড় হয়েছি। আমার একটা নয়, দুই মা। দু'বোন। আমি বিয়ে করিনি কিন্তু আমার একটা খুব মিষ্টি মেয়ে আছে।

প্র আপনার কেরিয়ারের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বয়স কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ব্যক্তিগতভাবে আপনার কী



ফোটো: অনির্বাণ সাহা

■ উইম্বলডনে ব্যবহার করা নিজের সেই কালো তোয়ালে

মনে হয়, খেলাধুলোর ক্ষেত্রে বয়সটা কোনও ফ্যাক্টর?

একেবারেই না। মেন্টাল ফিটনেসটাই সবচেয়ে জরুরি। আমার এখন ৫২ বছর বয়স, আমি কিন্তু এখন সেকেন্ড ইনিংস শুরু করতে চলেছি। আমার নিজের অ্যাকাডেমি খুলতে চলেছি। যেখানে আমরা শুধু অলিম্পিকসের জন্য খেলোয়াড় প্রস্তুত করব না, প্রত্যেক ভারতীয়র মধ্যে সেই বিশ্বাস গড়ে তুলব যে তারাও চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। প্রত্যেক সকালে ঘুম থেকে উঠে একজন ইনডিভিজুয়াল নিজেকে চ্যাম্পিয়ন ভাববে। আমি যখন মার্টিনা



মহেশ ভূপতির সঙ্গে তাঁর জুটি ছিল অনবদ্য

নাভ্রাতিলোভার সঙ্গে মিক্সড ডবলস খেলছি তখন ওঁর বয়স ৫০! কল্পনা করতে পারেন? সেই বয়সেও মহিলার কী লেভেলের ফিটনেস! মার্টিনার সঙ্গে যেবার উইম্বলডনে মিক্সড ডবলস জিতলাম, আমি খুব এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম। সেটা ছিল আমার কেরিয়ারের পঞ্চম উইম্বলডন ট্রোফি। কিন্তু তারপর শুনলাম ওটা ছিল মার্টিনার ২১তম খেতাব! আমি শুনে থ হয়ে যাই! আমাদের সমাজে বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে ৩০ পেরোলেই তাকে বিয়ে করতে হবে, বাচ্চা মানুষ করতে হবে। এটা একেবারেই ঠিক ভাবনা নয়। একজন পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, সে কবে বিয়ে করবে সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কেউ তার জন্য কোনও বয়সের মাপকাঠি বেঁধে দিতে পারে না। যদিও এখন সমাজের চিন্তাভাবনা অনেকটাই বদলাচ্ছে। আর টেনিস এমন একটা খেলা যেটা সবসময় পুরুষ-নারীর সমান অধিকারের কথা বলে। তাই কিন্তু লন টেনিসে এখনও ছেলে এবং মেয়েদের প্রাইজ় মানি এক।

প্র: আপনার যে অ্যাকাডেমির কথা বললেন সেটা কোথায় শুরু করছেন? কী কী খেলার সুবিধে থাকছে সেখানে?

আমি শুরু করছি ভুবনেশ্বরে। মোট ১৬টা খেলা রাখা হয়েছে। ক্রিকেটও আছে, যদিও সেটা এখন অলিম্পিক্স স্পোর্টস নয়। এছাড়া আমার অ্যাকাডেমিতে ২৫টা টেনিস কোর্ট, তিনটে ক্রিকেট ফিল্ড, হকি ফিল্ড, ১৬টা জিম, প্রফেশনাল রানিং ট্র্যাক, সাইক্লিং, রেসলিং, কবাডি, চেজ়, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল সব আছে। আসলে খেলাধুলো এমন একটা মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে বাঙালি, গুজরাতি, হরিয়ানভি, অহমিয়া, ওড়িয়া সব বাচ্চারা এক ছাদের তলায় আসতে পারবে। মনে রাখবেন, আমাদের দেশ কিন্তু এখন ইয়ংগেস্ট নেশন। ৭৪৫ মিলিয়ন বাচ্চা অনূর্ধ্ব ১৮-তে পড়ে। কিন্তু ১৫ বছর পরে আমরা হয়ে যাব ওল্ডেস্ট নেশন। তাই এখনই প্রতিভা গড়ে তোলার সঠিক সময়। আমার রক্তে তিরঙ্গা আছে। আমি চাই আমাদের দেশ যেন ভবিষ্যতে আরও অনেক চ্যাম্পিয়নের জন্ম দেয়।



কোর্টে মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা ও লিয়েন্ডারের ম্যাজিক

প্র: বাংলাতে আপনার অ্যাকাডেমি করলেন না কেন?

বাংলাতেও করব। কিন্তু শহরের প্রাণকেন্দ্রে এত জায়গা কোথায়? রাজারহাটে আছে কিছুটা আর নয়তো শিলিগুড়ি। এখানে তো অবশ্যই করব।

প্র: আচ্ছা আপনার কেরিয়ারে এরকম তো অনেক ম্যাচ ছিল যেখানে আপনি আন্ডারডগ ছিলেন। আপনার বিপরীতে তুখোড় একজন রয়েছেন যাঁকে হারানো প্রায় অসম্ভব। সেই ম্যাচগুলোর আগে নিজেকে মোটিভেট করতেন কীভাবে?

কীভাবে মোটিভেট করতাম সেটা লাইভ দেখার জন্য আপনাকে আমার অ্যাকাডেমিতে আসতে হবে একদিন। আপনার আমন্ত্রণ রইল। আসলে আগেই বললাম, মেন্টাল গেমটা খুব জরুরি। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই আপনি যদি মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়েন, তা হলে তার প্রভাব ম্যাচে কিন্তু পড়বেই। আপনাকে ম্যাচের আগে দেখতে হবে সবরকমের প্রস্তুতি যেন নেওয়া হয়ে থাকে। ফিজ়িক্যাল, মেন্টাল, ডায়েট, খেলার সরঞ্জাম, সব দেখে নিতে হবে ঠিক করে। যখন আমি আন্দ্রে আগাসি বা পিট সাম্প্রাসের বিরুদ্ধে নামছি তখন আমি জানি আই অ্যাম অ্যান আন্ডারডগ, কিন্তু আমাকে ফোকাস ঠিক রাখতে হবে। একটা সত্যি কথা বলছি, আমি কিন্তু খুব একটা ট্যালেন্টেড টেনিস প্লেয়ার ছিলাম না। আপনি যদি পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখেন তাহলে দেখবেন, আমি কিন্তু ৭৪.৩ পার্সেন্ট ম্যাচ হেরেছি। কিন্তু তারপরেও আমার মেন্টাল স্ট্রেংথের জন্য আমি নিজের একটা জায়গা তৈরি করতে পেরেছি। হেরে গেলেও বীরের মতো লড়াই করে হেরেছি, যেটা লোকের মনে থেকে গিয়েছে।



■ ধারাবাহিকের লুকে রাজনন্দিনী

ধারাবাহিকে প্রথমবার

“আমি বরাবরই অনেক বড় বড় তারকাদের সঙ্গে কাজ করেছি। কেরিয়ার শুরু করেছি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। তাই কাজ নয়, জনপ্রিয়তার জন্য টেলিভিশনকে বেছে নিয়েছি,” ধারাবাহিকে অভিনয় করা প্রসঙ্গে প্রথমেই রাজনন্দিনীর মুখে শোনা গেল এই কথাটা। আসন্ন ‘রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী’ ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে রাজনন্দিনী, একই সঙ্গে বলে রাখা ভাল এটাই তাঁর প্রথম ধারাবাহিক। টিজ়ার প্রকাশ্যে আসার পর রাজনন্দিনীর বক্তব্য, “এর আগে কোনও সিরিজ় মুক্তি পাওয়ার পর দর্শকরা প্রশংসা করত। কিন্তু টেলিভিশনে শুধুমাত্র টিজ়ার মুক্তি পাওয়ার পর এত মানুষের ভালবাসা পাব ভাবতেই পারিনি। এভাবেই টেলিভিশনের মাধ্যমে অনেক দ্রুত এবং অনেক বেশি মানুষের ঘরে পৌঁছে যেতে পারব আর ভালবাসাও পাব।” এরকম একটা চরিত্রের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি? “এই চরিত্রটা বেশ কঠিন। দর্শকদের ভালবাসা পেলে তো পর্ব সংখ্যা মাস পেরিয়ে বছরে যাবে। আমি সেটাই চাই। চেষ্টা করব দর্শকদের যেন একঘেয়ে না লাগে। এমনিতেও এটা একটা পৌরাণিক গল্প, কোনও বানানো গল্প নয়। যদিও যে কোনও ধারাবাহিক লিড করাটাই বেশ কঠিন। এখানে চরিত্রের প্রয়োজনে লাঠি খেলা, ঘোড়সওয়ারি শিখতে হবে। এখনই আমার রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে।”

ফের প্রেমের গুঞ্জন

‘মোহর’, ‘এক্কা দোক্কা’... দু’টি ধারাবাহিকে একসঙ্গে কাজ করেছেন প্রতীক সেন ও সোনামণি সাহা। তখন তাঁরা একে-অপরের প্রেমে পড়েছিলেন। অবশ্য অল্প সময়েই সেই প্রেমের গুঞ্জনে জল পড়েছিল। কিন্তু নতুন করে সেই পুরনো গুঞ্জনকে উস্কে দিচ্ছে সোনামণির পোস্ট। একসঙ্গে দোল খেলা থেকে আবারও মেলে প্রেমের ইঙ্গিত। এরপর একটি অ্যাওয়ার্ড শোয়ে একসঙ্গে দেখা যায় তাঁদের। স্পষ্ট হয় তাঁদের সম্পর্কের কথা। এবার প্রতীকের জন্মদিনে সোনামণির শুভেচ্ছাবার্তায় আরও স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। প্রতীকের সঙ্গে ছবি দিয়ে সোনামণি লেখেন, ‘হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ জি’। সঙ্গে গোলাপের ইমোজি। অনুরাগীদের অনুমান আবারও প্রেম করছেন তাঁরা। যদিও সোনামণি বারবারই প্রতীককে ‘ভাল বন্ধু’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এখনও তাঁরা এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ।



■ প্রতীকের জন্মদিনে সোনামণির পোস্ট



■ শুটিংয়ের মাঝে রনিতা-অনিন্দ্য

টেলিভিশনে রনিতা

১০ বছর পর আবারও টেলিভিশনের পর্দায় ফিরলেন রনিতা দাস। এক সময় অসুস্থতার কারণে ধারাবাহিক থেকে বিরতি নিয়েছিলেন তিনি। এবার তিনি অভিনেত্রী নন, ডিটেক্টিভ। তাঁর সঙ্গী অভিনেতা অনিন্দ্য বন্দোপাধ্যায়। তাঁদের শোয়ের নাম ‘হচ্ছে টা কী?’ অর্থাৎ এই শোয়ে তাঁরা দেখাচ্ছেন, বিভিন্ন ধারাবাহিকের অন্দরে কী কী ঘটছে। একপ্রকার গোয়ান্দাগিরি বলা যেতে পারে। তবে এখানে আরেকটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। রনিতাকে এই শোয়ে দেখা যাচ্ছে তাঁর এক সময়ের জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘ইষ্টি কুটুম’-এর ‘বাহামণি’-র লুকে। তিনি কথাও বলছেন ওই একই আঞ্চলিক ভাষায়।



কান-এর রেড কার্পেটে শিল্পী পরেশ মাইতি

শিল্পের অন্য মাত্রা

কান চলচ্চিত্র উৎসব-এ এই প্রথমবার ডাক পেলেন বাংলার কোনও চিত্রশিল্পী। গর্বিত বঙ্গবাসী। ৭৮তম কান-এর সেই যাত্রা, নিজের শিল্পকর্ম এবং অভিজ্ঞতার কথা লিখলেন

শিল্পী পরেশ মাইতি

কান চলচ্চিত্র উৎসব এক কথায় ভারতীয় সিনেমার 'অলিম্পিক্স'। সামনে থেকে উপভোগ না করলে এই বৃহৎ আয়োজন সম্পর্কে বলা অসম্ভব। আমার কাছে বরাবরই 'আর্ট ইজ় লাইফ, অ্যান্ড লাইফ ইজ় আর্ট'। সাউথ ফ্রান্সে এর আগে অনেকবার গিয়েছি। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছি এবং ক্যানভাসে তা জীবন্ত করে তোলার চেষ্টাও করেছি। এই সেই জায়গা, যেখানে পাবলো পিকাসো, এডুয়ার্ড মনে, পল সেজ়ানদের মতো



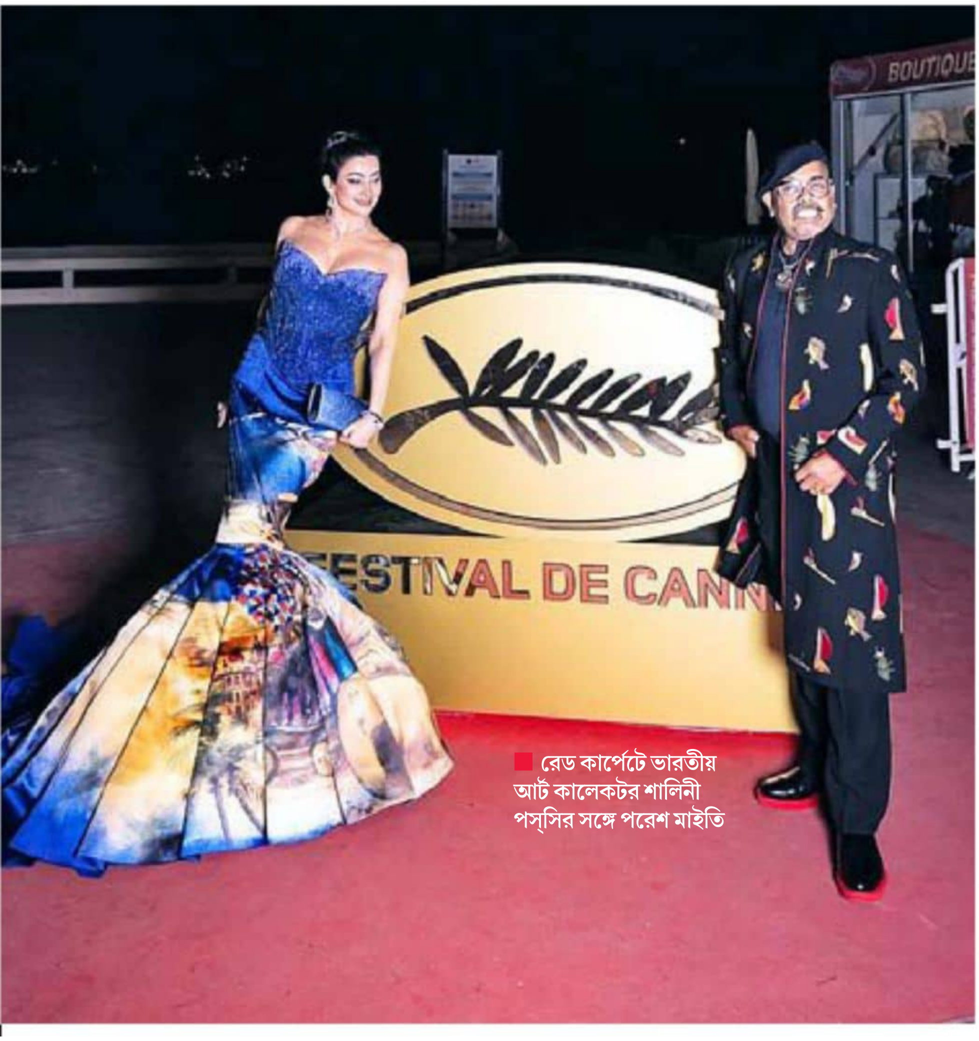
শালিনী পস্‌সি ও অনুপমা চোপড়ার সঙ্গে

চিত্রশিল্পীরা থাকতেন এবং তাঁদের অনবদ্য সৃষ্টির শুরু সেখানেই। আমার কাছে এই উৎসবে যোগ দেওয়াটা খুবই গর্বের। এরকম একটা আন্তর্জাতিক মঞ্চে এসে ভারতের সৌন্দর্য, শিল্পকর্ম, অবাক করা ভাস্কর্যকে তুলে ধরতে পেরে আমি আপ্লুত।

এই প্রসঙ্গে বলি, প্রথমে আমাকে একটা ছবি আঁকতে বলা হয়েছিল কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের তরফ থেকে। ছবিটি ছিল আমাদের দেশের দ্রাঘিমাংশের উপর। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রসারিত দ্রাঘিমাংশ আঁকতে গিয়ে দেখলাম আসলে আমাদের দেশ কত বিচিত্র! হিমালয় থেকে কাশ্মীর, পঞ্জাব-হরিয়ানা অতিক্রম করে মধ্যপ্রদেশ ও কর্ণাটককে স্পর্শ করে তামিলনাড়ু, কেরালাকে অতিক্রম করে দ্রাঘিমাংশ স্পর্শ করে নীল জলরাশিকে। এই প্রতিটা অংশের মাধ্যমে আমি চিত্রিত করেছি বৈচিত্রময় ভারতকে। অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প, ভাস্কর্য ও ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তুলেছি। যেমন, হিমালয়ের চূড়া থেকে শুরু করে কাশ্মীরকে বর্ণিত করেছি ডাল লেকের মাধ্যমে। পঞ্জাবের ফুলকারি ও হরিয়ানার ঐতিহ্যবাহী ঢোলের পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশের বাঘ, কর্ণাটকের হাম্পির ঐতিহাসিক ভাস্কর্যকেও চিত্রিত করেছি। তামিলনাড়ু থেকে তুলে ধরেছি হাতির গায়ে খোদাই করা বিশেষ শৈল্পিক ঐতিহ্যকে। কেরল থেকে চিত্রিত করেছি জনপ্রিয় নারকেল গাছকে। আর সবশেষে ক্যানভাসের শেষ অংশে রয়েছে নীল সমুদ্র। এ ভাবেই ভারতের বিভিন্ন অংশকে বর্ণনা করেছি। ৭৮-তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের ভারত প্যাভিলিয়নে ছবিটি প্রদর্শিত হয়।



ভারত প্যাভিলিয়নে প্রদর্শিত হয়েছে পরেশের শিল্পকর্ম। পাশে অনুপমা চোপড়া ও শালিনী পস্‌সি



রেড কার্পেটে ভারতীয় আর্ট কালেকটর শালিনী পস্‌সির সঙ্গে পরেশ মাইতি

> আমার কাছে বরাবরই 'আর্ট ইজ় লাইফ অ্যান্ড লাইফ ইজ় আর্ট'। সাউথ ফ্রান্সে এর আগে অনেকবার এসেছি। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছি এবং ক্যানভাসে তা জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছি...

একটু আগেই বললাম 'আর্ট ইজ় লাইফ'। তাই আমার কাছে আর্ট-এর অর্থ শুধুমাত্র কাগজ, রং, ক্যানভাস বা ভাস্কর্য নয়। কিছু বছর আগে থেকে আমি আমার নিজের পোশাক নিজেই ডিজ়াইন করতে শুরু করেছি। এটাও শিল্পের অংশ। আমার লক্ষ্য এটাই। যে-কোনও জিনিসকেই শিল্পের অংশ হিসেবে গড়ে তোলা। আমি সব কিছুর মধ্যে শিল্পকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি সর্বদা। আমার মূল লক্ষ্যও এটাই বলতে পারেন। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গিয়েও সেই বার্তাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।



অদিতি রাও হায়দরির 'ভার্মিলিয়ন' লুক

কানে কানে ২০২৫

৭৮তম কান চলচ্চিত্র উৎসব-এ ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি। প্রতিযোগিতায় শামিলও হয়েছে ভারতীয় ছবি। সত্যজিতের ছবি এবছর ফিরে এসেছে কানে, যেখান থেকে বিশ্ব সিনেমায় তাঁর জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল

২০২৫ সালে ৭৮ বছরে পা দিল কান চলচ্চিত্র উৎসব। এবছরও ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার এই 'সেরার সেরা' চলচ্চিত্রের উদ্‌যাপনে। সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' স্থান পেয়েছে কান ক্লাসিকস বিভাগে। ছ'বছর ধরে ছবিটির 4K রেজোলিউশনে রেস্টোরেশনের কাজ হয়েছে (এর প্রথম উদ্যোগ নেন পরিচালক ওয়েস অ্যান্ডারসন, যিনি সত্যজিতের গুণগ্রাহী)। প্রচুর বাধাবিপত্তি পেরিয়ে অবশেষে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র স্ক্রিনিং সফল হল। ছবির অভিনেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর ও সিমি গ্রেওয়াল। স্ক্রিনিং শেষে দর্শক করতালিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন উপস্থিত কলাকুশলীকে।

যে ছবিটি Un Certain Regard (আঁ সেরতাঁ এহগার) বিভাগের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রয়েছে, সেটি হল নীরজ ঘেওয়ান পরিচালিত 'হোমবাউন্ড'। ছবিতে অভিনয় করেছেন ঈশান খট্টর, জাহ্নবী কপূর এবং বিশাল জেঠওয়া। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছবির প্রযোজক করণ জোহরও। এই ছবির কার্যনির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যোগদান করেছিলেন মার্টিন স্করসেসি। এর আগেও নীরজের ছবি 'মসান'-ও Un Certain Regard বিভাগে মনোনীত হয়েছিল। এবারের ছবির স্ক্রিনিংয়ের জন্য দুই প্রাক্তন জাহ্নবী কপূর ও ঈশান খট্টর পুনরায় কাছাকাছি এলেন। স্ক্রিনিং হলেও, এই লেখা প্রেসে যাওয়া অবধি প্রতিযোগিতায় 'হোমবাউন্ড'-এর ভাগ্য অজানা।

গতবছর 'গ্রাঁ প্রি' বিজয়ী ছবি 'অল উই ইম্যাজিন অ্যাজ় লাইট'-এর পরিচালক পায়েল কপাডিয়া এবছর কান চলচ্চিত্র উৎসবের জুরি সদস্য। জুলিয়া বিনোশ,



কানে ভারতের নিয়মিত প্রতিনিধি ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন



■ রেড কার্পেটে দুই প্রাক্তন ঈশান ও জাহ্নবী



■ টিম 'হোমবাউন্ড': করণ জোহর, জাহ্নবী কপূর, নীরজ ঘেওয়ান, বিশাল জেঠওয়া ও ঈশান খট্টর



■ রেড কার্পেটে ফ্যাশনেবল অবতারে পায়েল কপাডিয়া





■ শর্মিলা ঠাকুর ও সিমি গ্রেওয়াল। পাশে ওয়েস অ্যান্ডারসন

হ্যালি বেরির মতো প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রীদের সঙ্গে পায়েল জুরি ওয়াক করলেন রেড কার্পেটে। তবে Un Certain Regard বিভাগের জুরি অন্য। গ্ল্যামার কোশেন্টেও কম যাচ্ছে না ভারতীয়রা। স্থানীয় আর্টিস্টদের



■ জুনিয়া বিনোশ, হ্যালি বেরির সঙ্গে একই জুরি সদস্য পায়েল কপাডিয়া (ডান দিকে)



■ জেনিফার লরেন্স এবং রবার্ট প্যাটিনসন



■ এমা স্টোন, অস্টিন বাটলার, ইয়াকিন ফিনিক্স ও পেদ্রো পাসকাল (বাঁদিক থেকে)

ক্রাফসম্যানশিপ যেখানে থিম, সেখানে ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন এবং অদিতি রাও হায়দরি একটি কসমেটিক ব্র্যান্ডের মুখ হিসেবে শাড়িকে বেছে নিয়েছেন রেড কার্পেটে প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সের জন্য। ঐশ্বর্যা আইভরি এবং অদিতি সিঁদুর বর্ণের শাড়ি পরেন। এবং লক্ষণীয় বিষয়, দু'জনেই সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে ফ্যাশন

স্টেটমেন্ট দিয়েছেন (‘অপারেশন সিঁদুর’ অনুপ্রাণিত?)। ক্লোজ়িং সেরেমনিতে কানের রেড কার্পেটে হাঁটার কথা আলিয়া ভট্টরও।

পাম দি’অর-এর দৌড়ে ‘এডিংটন’ ছবিটি ইতিমধ্যে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিয়েছে। প্রেক্ষাপট, কোভিডকালের নিউ মেক্সিকো। ছবির চার অভিনেতা... ইয়াকিন ফিনিক্স, এমা স্টোন, পেদ্রো পাসকাল এবং অস্টিন বাটলার কানের লাল গালিচা আলোকিত করেন। লিন র‍্যামসের লেখা এবং পরিচালিত ‘ডাই মাই লভ’ ছবিটিও পাম দি’অর-এর দৌড়ে রয়েছে। রবার্ট প্যাটিনসন এবং জেনিফার লরেন্স অভিনীত এই ছবির স্ক্রিনিংয়ে নাকি কেঁদে ভাসিয়েছেন দর্শক। রবার্ট আর একটু হলেই রেড কার্পেটে মুখোমুখি হচ্ছিলেন প্রাক্তন প্রেমিকা ক্রিস্টান স্টুয়ার্টের সঙ্গে। নিজের পরিচালিত প্রথম ছবি ‘দ্য ক্রোনোলজি অফ ওয়াটার’ নিয়ে তিনি কানে উপস্থিত। Un Certain Regard বিভাগে ভারতের ‘হোমবাউন্ড’-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রয়েছে ক্রিস্টানের এই সাহসী ছবি। প্রতিযোগিতার অংশ না হলেও ‘মিশন ইম্পসিবল’ ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের ‘ফাইনাল রেকনিং’ ছবির স্ক্রিনিং হল গ্র্যান্ড থিয়েটার লুমিয়েরে। টম ক্রুজ় অভিনীত জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের শেষ ছবি এটি এবং ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের একমাত্র ছবি, যা কান চলচ্চিত্র উৎসবে স্থান পেল। ফলে টম ক্রুজ় উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক এবং সহ-অভিনেতাদের নিয়ে।

৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসব ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক সুখবর এনে দিয়েছিল। এই লেখা প্রেসে যাওয়া অবধি, তেমন সুখবর পাওয়া না গেলেও আমরা আশাবাদী, ভারতের উপস্থিতি ফিল্মোৎসবের মক্কায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।



টম ক্রুজ়





ক্রিস্টান স্টুয়ার্ট



■ জয় সরকার ও লোপামুদ্রা মিত্র। ছবি: অনির্বাণ সাহা

জয়-লোপার জীবন গাড়িতে

তিন দশক একসঙ্গে থাকলেন তাঁরা। মেনে নিলেন, গানই তাঁদের সম্পর্কের মূল সূত্র। তবে **লোপামুদ্রা মিত্র** এবং **জয় সরকার** জীবনের নতুন আঙ্গিক খুঁজে পেলেন এত বছর পরে। শুনলেন সায়ক বসু

'জয় লোপা এক্সপ্রেস'-এর মাধ্যমে আপনারা দু'জন একসঙ্গে লাইভ কনসার্ট করা শুরু করেছেন, তার জন্য শুভেচ্ছা। এত প্রশংসিত হওয়ার জন্যও। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, খুব নিয়মিত শো করবেন না আপনারা?

লোপামুদ্রা: একদমই করব না। কারণ কোনও জিনিস বেশি হলে, তার ভালত্ব আর থাকে না।

জয়: তাছাড়া লোপার নিজের ব্যান্ড আছে, আমার নিজস্ব কাজ আছে। সেই দিকগুলোও তো ভাবতে হবে। আমরা প্রথমেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, ব্যাপারটা খানিক এক্সক্লুসিভ রাখব, যাতে চাহিদাটা থাকে।

কিন্তু জয়-লোপার সম্পর্কের সূত্র তো সঙ্গীত। সেখানে একসঙ্গে একমঞ্চে আসতে এতটা সময় লেগে গেল কেন?

লোপামুদ্রা: ২৯ বছরের সম্পর্ক... ২৪ বছরের সংসার। প্রশ্নটা আপনি ওঁকে করুন। আমি অনেকবার বলেছি।

জয়: আমি আর লোপা তো শুরুর দিকে একসঙ্গেই স্টেজ শেয়ার করতাম। সেই নয়ের দশকের শেষ থেকে। বলতে গেলে আমার প্রথম গানের সুর দেওয়া লোপার জন্যই। কিন্তু এটার যে অন্য ভ্যালু আছে, সেটা বুঝিনি। কমফর্ট জোন থাকলে বোঝার সমস্যা হয়। প্রেমের সময় একরকম, বিয়ের পর বিষয়টা আরও অন্যরকম হয়ে যায়। আমরা খুব সরল মনে গান করেছি। অ্যালবামের ট্রেন্ড আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একসঙ্গে কাজ করাটাও কমে গেল। তবে আমি ওর সঙ্গে বাজানোটা ছেড়ে দেওয়ার পরে, ও ভীষণ আপসেট থাকত। বাড়িতে আমার উপর চিৎকারও করত। কিন্তু কী করা যাবে, ও একজন সঙ্গীত শিল্পী, আমি সুরকার। একসঙ্গে কাজ করা হয়নি।

লোপামুদ্রা: এই না বোঝাটাই তো সমস্যার। জয় নিজের কাজ করবে, সুরকার হিসেবে নিজের জায়গা করে নেবে, এটাই তো চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু আদতে দেখা গেল, ও ব্যস্ত হয়ে গেল। নিজের সুরের কাজ নিয়ে থাকল, ফুটবল, ঘোরা নিয়ে থাকল। আর আমার কাজ হয়ে দাঁড়াল, হাঁ করে টিভিতে ফুটবল দেখা। আর গোল হলে গো-ও-ও-ও-ল বলে চিৎকার করা।

জয়: বাজে কথা বলছে। তবে এটা ঠিক, আমাদের একসঙ্গে সময় কাটানো সেভাবে হয়নি। নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাছাড়া সচেতনভাবে আমরা সন্তানও নিইনি। ফলে একসঙ্গে সময় কাটানোর সময়টাও আমরা সেভাবে পাইনি।



■ বিয়ের দিন, পাশে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়



■ বিয়ের দিন, দু'জনে

সেই বোধটা এল কবে?

লোপামুদ্রা: বোধ হয় কোভিডের সময়। তার আগে অবশ্য 'আনন্দ' এবং 'আকাশ' নামে দুটো রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবাম করেছিলাম। কিন্তু কোভিডের সময় একসঙ্গে সময় কাটানোর, গান গাওয়ার সুযোগটা পেলাম। এবং বুঝতে পারলাম, আমরা একসঙ্গে গানবাজনা করলে কিছু ম্যাজিক তৈরি হয়।

জয়: ওই সময় আরও একটা ঘটনা ঘটে। ২০২৩ সালে কানাডায় যাওয়ার একটা আমন্ত্রণ আসে। আমরা ছোট ব্যান্ড তৈরি করে পারফর্ম করি। ভীষণ ভাল হয় শো'টা। তারপর ঠিক করলাম, একসঙ্গে এবার থেকে কিছু কিছু শোয়ে পারফর্ম করব। সেখান থেকেই 'জয়-লোপা এক্সপ্রেস।'

কিন্তু একসঙ্গে আরও কাজ করতে না পারার কারণ কি আপনাদের একে অপরকে বিভিন্ন কাজে রেকমেন্ড করতে না পারা?

জয়: একদমই ঠিক জায়গাটা ধরেছেন। আমরা কোনওদিনই একে অপরকে কোনও কাজে রেকমেন্ড করতে পারিনি।

লোপামুদ্রা: আসলে আমরা দু'জন আলাদা সঙ্গীতশিল্পী। সেখানে দু'জনের আলাদা ইগো আছে। মনে হত, জয়ের নাম বললে লোকে যদি ভাবে যে, লোপার রেকমেন্ডেশনে জয় কাজ পাচ্ছে! এটা আমি কোনওদিন চাইনি। চেয়েছিলাম জয় নিজের দমে নিজের জায়গা করুক। অন্য কোনও দম্পতি হলে, ২৯ বছরে আরও অনেক বেশি কাজ করত হয়তো।

জয়: অনেক সময় হয়েছে যে, আমার মনে হচ্ছে গানটা লোপা গাইলে ভাল হয়! চাইছি, প্রযোজক বা পরিচালক লোপার নামটা বলুন। কিন্তু আমি নিজে থেকে বলতে পারিনি। মানছি, এতে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

আপনাদের দু'জনের জীবনে গান ছাড়া আর স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর কী?

লোপামুদ্রা: ওই ঘুরতে যাওয়া। একে অপরের কাজ শুনে আনন্দ পাওয়া! জয় ভাল কিছু করলে আমার ভীষণ আনন্দ হয়।

কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন যে, সুরকার জয় সরকার বহু গান আপনাকে

দিয়ে গাওয়াবেন বলেও গাওয়াননি ('দেখেছ কি তাকে')। তখন রাগ হয়েছে। এই রাগগুলো সামলান কীভাবে?

লোপামুদ্রা: প্রথমে রাগ হয় বটে, কিন্তু পরে বুঝি সুরকার হিসেবে ও ঠিক কাজই করেছে। তবে রাগ করব কী করে? জয় যে আমাকে 'যাও পাখি'র মতো গানও দিয়েছে। ওটা গাইলে আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

জয়: এখন এসব বলছে বটে। কিন্তু প্রবল কান্নাকাটি আর চিৎকার চেঁচামেচি করে! সেসব আমাকে সামলাতে হয় বন্ধু হিসেবে। কিন্তু সুরকার হিসেবে ভাবতে হয়, কোন গানটা কে সবচেয়ে ভাল গাইতে পারবেন!

২৯ বছর একসঙ্গে থাকার পর, সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন কী হয়েছে আপনাদের?

লোপামুদ্রা: আমাদের মস্তিস্ক অনেক বেশি পরিপক্ক হয়েছে।

কিন্তু সেই পরিপক্ক মাথা নিয়ে, চারপাশের মানুষ চেনার পর কি আদৌ 'হইহই করে' বাঁচা যায়?

লোপামুদ্রা: বাঁচা যায়, যদি যে আর্থিক ও মানসিক ক্ষতিগুলো হচ্ছে, সেগুলোকে ছাপিয়ে যেতে পারা যায়।

জয়: এটা লোপা চায়। হইহই করে বাঁচতে। তাই অন্ধভাবে সকলকে বিশ্বাস করে। তারপর যখন ল্যাং খায়, বাড়িতে এসে আমার কাছে কান্নাকাটি করে। তবে আনন্দ করে চলাটা তো জরুরি। আমরা যে সাধারণ জীবনযাপন করি, সেখানে আনন্দ না থাকলে আর কিছু থাকে না।



■ বেড়াতে গিয়ে

আপাতভাবে দেখে কিন্তু মনে হয়, লোপাদি অনেক বেশি রাগী।

লোপামুদ্রা: সেটা একটা বর্ম। আসলে এত ধাক্কা খেয়েছি যে, এখন মনে হয় একটা বর্ম থাকলে যদি ধাক্কা কম লাগে।

অবসরের চিন্তা মাথায় আসে?

লোপামুদ্রা: আমার তো আসে। গত দশ বছর ধরেই আসছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, বয়সটা আরও কম হলে আর একটু বেশি গান গাইতে পারতাম।

জয়: সেটা বোধ হয় একসঙ্গে কাজ শুরু করার পর আরও বেশি করে মনে হচ্ছে। তবে আমরা যেন আনন্দ করে গানবাজনা করে যেতে পারি, এটাই প্রার্থনা। যাই করি, মন যেন ভাল থাকে।

আচ্ছা, স্বামী স্ত্রী হিসেবে আপনাদের একে অপরের মূল্যায়ণ কী?

লোপামুদ্রা: ভাল বন্ধু ও। স্বামী ব্যাপারটা তো খুব ভাল নয়। ওর ভিতরে 'হম কেয়া হ্যায়' টাইপের একটা ব্যাপার আছে। বাইরে থেকে দেখায় না। এমনিতে খোলা মনের। তবে কিছু কিছু বিষয়ে অর্থোডক্স।

জয়: লোপা মানুষ হিসেবে ভীষণ খোলামেলা। ওর ব্যবসাটা ভাল চলছে। অনেক ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে সময় কাটাতে পারে বলে খুব ভাল আছে। আমার যেমন গান ছাড়া জীবনে কিছুই নেই। ওর ক্ষেত্রে তেমন নয় বিষয়টা।

আপনারা একসঙ্গে আর কী কাজ করছেন?

জয়: একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাজ আসছে। তাড়াতাড়িই। একটু অন্যরকমভাবে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। আশা করি, মানুষ এখানে অন্য জয়-লোপাকে শুনতে পাবেন। তাছাড়া শো তো আছেই। আমি এখন নিজের গিটারকে বেশি সময় দিচ্ছি। আশা করছি, গিটার নিয়ে কোনও কাজ মানুষকে উপহার দিতে পারব।



■ জয়-লোপা এক্সপ্রেসের মঞ্চে, একসঙ্গে



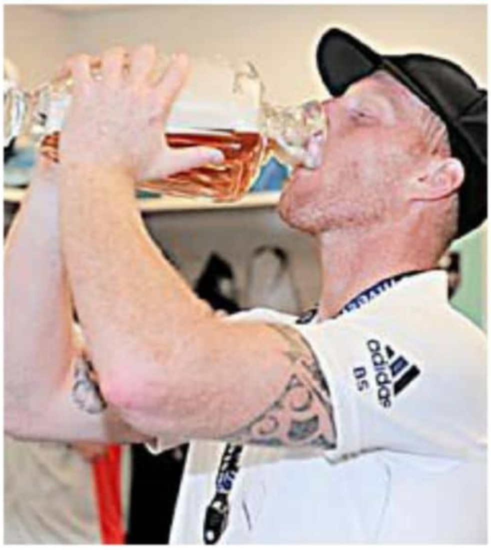
■ ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল দল

সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত

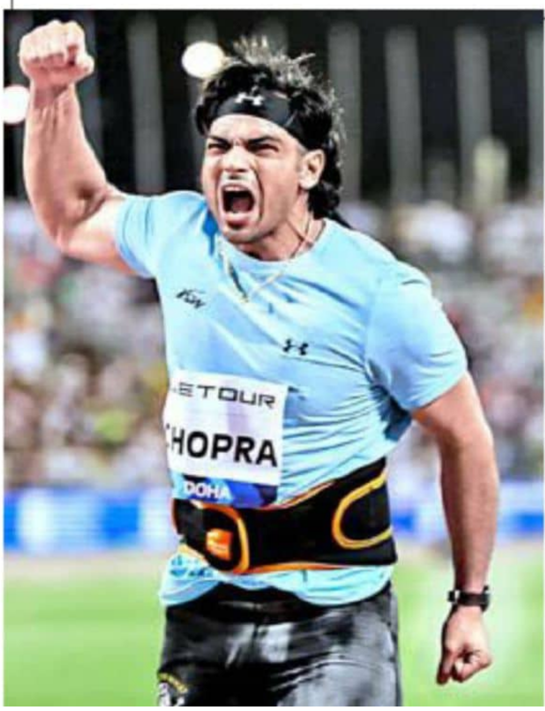
দেখতে চাওয়া হয়েছিল বড় প্রতিযোগিতার মঞ্চে ভারতের ছেলেরা চাপ বজায় রাখতে পারে কিনা। শেষে সেই ইস্পাতকঠিন মানসিকতাই বজায় থাকল। টাইব্রেকারে বাংলাদেশকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। তবে ফুটবল ম্যাচের শুরু থেকেই উত্তেজনা বজায় ছিল। দ্বিতীয় মিনিটে অধিনায়ক সিঙ্গামায়ুম শামির অনবদ্য ফ্রি-কিকে ১-০ গোলে এগিয়ে যায় বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ়ের দল। বারবার বাংলাদেশের রক্ষণকে বিপদে ফেলতে থাকেন ভারতীয় স্ট্রাইকাররা। একাধিক সুযোগ নষ্ট হয়। ৬১ মিনিটের মাথায় মহম্মদ জয় আহমেদ বাংলাদেশের হয়ে সমতা ফেরান। আর গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। তাতেই ভারতের মাথায় ওঠে চ্যাম্পিয়নশিপের মুকুট।

মদ্যপান ছাড়লেন স্টোকস

মদ্যপান তাঁর খুব প্রিয়। কিন্তু এবার সেই মদ্যপানই ছেড়ে দিলেন বেন স্টোকস। কারণ ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধেই পাঁচ টেস্টের সিরিজ় শুধু নয়, ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডকে খেলতে হবে অ্যাশেজ়ও। আসন্ন দু'টি বড় সিরিজ়ের কথা ভেবে নিজের ফিটনেসকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান বেন। সেই কারণে অ্যালকোহল ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। গত বছর ডিসেম্বরে হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্ত্রোপচার হয় ৩৩ বছরের ইংরেজ অলরাউন্ডারের। অগস্টে 'দ্য হান্ড্রেড' প্রতিযোগিতা খেলার সময়ে তিনি এই চোট পান। স্টোকস বলেন, "চোট পাওয়ার পরের যন্ত্রণার কথা এখনও আমার মনে আছে। তখন ভাবছিলাম, 'কী করে এমনটা হল?' চার-পাঁচ দিন আগে আমি মদ্যপান করেছিলাম। তবে কি সেটাই দায়ী?" তার পরেই জীবন থেকে পুরোপুরি অ্যালকোহল বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্টোকসের কথায়, "আমি নিজের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন নিয়ে আসি। জানি, কখনওই নিপাট ভদ্রলোক হতে পারব না।" তবে স্টোকস সারা জীবনের জন্য অ্যালকোহল ছাড়েননি। তাঁর লক্ষ্য, ফের নিজেকে আগের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া।



■ বেন স্টোকস



রেকর্ড করেও অখুশি নীরজ

অবশেষে স্বপ্ন পূরণ হল নীরজ চোপড়ার। দোহায় নব্বই মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছোড়ার দৌড়ের বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। টোকিয়ো অলিম্পিক্সে সোনা, প্যারিস অলিম্পিক্সে রুপো জিতলেও এতদিন ধরে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছিলেন না তিনি। তবে দোহায় অনুষ্ঠিত ডায়মন্ড লিগে সেই নজির গড়লেও সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না তিনি। কারণ সেখানে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করতে হয় তাঁকে। নীরজ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "অনুভূতিটা একই সঙ্গে তেতো ও মিষ্টি। নব্বই মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেও দ্বিতীয় স্থানে শেষ করাটা ভাল লাগছে না। এর আগেও ৮৯.৯৪ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করার পরে আমাকে দ্বিতীয় স্থানে থেকে শেষ করতে হয়েছিল। আমি জাতীয় রেকর্ড ভেঙেও দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছিলাম।" তবে এই কৃতিত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নীরজকে অভিবাদন জানিয়েছেন।

■ নীরজ চোপড়া



বেয়ন্সে

ট্রাম্পের রোষে বেয়ন্সে

টেলর সুইফ্টকে 'আর তেমন আকর্ষক নন' বলে সমালোচনা করেছিলেন তিনি। ব্রুস স্প্রিংস্টিনকে 'অত্যন্ত নাটকীয়'ও বলেছিলেন। এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রোষানলে পড়লেন আর এক সঙ্গীতশিল্পী, বেয়ন্সে।
তিনি তাঁর বিরুদ্ধের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সঙ্গে বেয়ন্সেকে মিলিয়ে বলেছেন, তাঁরা 'অবৈধ নির্বাচনী কেলেঙ্কারিতে' অংশগ্রহণ করেছেন। ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, বেয়ন্সে কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী প্রচারে অবৈধভাবে আর্থিক অবদান রেখেছেন, এটিকে তিনি তদন্ত করিয়ে প্রমাণ করে ছাড়বেন। আসলে নিজের বিরুদ্ধাচারণ পছন্দ করছেন না ট্রাম্প। তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন, বেয়ন্সে নাকি মঞ্চে উঠে কমলাকে সমর্থন করার জন্য এক কোটি ডলার পেয়েছিলেন। কিন্তু একটিও গান গাননি!

মাইলির অসুস্থতা

অসুস্থতার জন্য একটা সময় সঙ্গীত ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন মাইলি সাইরাস? জনপ্রিয় এই পপস্টার তাঁর পরবর্তী স্টুডিয়ো অ্যালবাম, 'সামথিং বিউটিফুল'-এর কাজ করছেন। অ্যালবামে ব্রিটনি হাওয়ার্ড এবং নেওমি ক্যাম্পবেলও থাকবেন বলে খবর। তারই প্রচারে জানা গেল, ২০২৩ সালে মাইলির নতুন বছর শুরু হওয়ার কথা ছিল কান্ট্রি গায়িকা ডলি পার্টন, প্যারিস হিলটন এবং গায়িকা সিয়ার সঙ্গে। হঠাৎ তাঁর পেটে প্রবল যন্ত্রণা হয়। জানা যায়, তাঁর ডিম্বাশয়ের একটি সিস্ট ফেটে গিয়েছে! খুবই জটিল অপারেশনের পর সুস্থ হয়েছেন মাইলি। কিন্তু এর জেরে এতদিন তাঁকে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছিল যে, ভেবেছিলেন আর গানই গাওয়া হবে না।



মাইলি সাইরাস



■ সোনু নিগম

খারাপ সময়

খারাপ সময় যেন কাটতেই চাইছে না সোনু নিগমের। কিছুদিন আগে কন্নড় ভাষা বিতর্কে পড়েছিলেন তিনি। এবার একটুর জন্য দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন। সোনু সম্প্রতি এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন মুম্বইয়ের এক হোটেলে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বন্ধুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। এই সময় একটি গাড়ি তাঁর সামনে এসে পড়ে, তবে খুব অল্পের জন্য রক্ষা পান তিনি। এই ঘটনায় বেশ হতবাক হন গায়ক, তা গায়কের মুখভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়। গাড়িটি একটু হলেই সোনুর পায়ের উপর দিয়ে চলে যেত। খুব জোর বেঁচে গিয়েছেন তিনি। তারপরেই দেখা গিয়েছে গায়ককে একটি মন্দিরে পুজো দিতে।

পঞ্চম সদস্যর জন্য

কিছুদিন আগেই নিজেদের প্রথম স্টুডিয়ো অ্যালবামের গান নতুনভাবে প্রকাশ করেছে সুইডিশ ব্যান্ড 'অ্যাবা'। এর মধ্যেই এল দুঃসংবাদ। এই দলের কিংবদন্তি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার মাইকেল বি. ট্রেটো ৮০ বছর বয়সে মারা গেলেন। দলের পঞ্চম সদস্য হিসেবে অভিহিত করা হত তাঁকে। সাতের দশকে অ্যাবার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জনের সময় এই দলের সঙ্গে কাজ করেছিলেন তিনি। অ্যাবার চার সদস্য, বেনি অ্যান্ডারসন, বজর্ন উলভাস, অ্যানি-ফ্রিড লিংস্ট্যাড, এবং অ্যাগনেথা ফাল্টস্কোগ ট্রেটোর প্রতি আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এবং ঠিক হয়েছে, ট্রেটোর স্মৃতিতে তাঁরা একটি ছোট্ট পারফরম্যান্স করবেন।



■ অ্যাবা



■ শাকিরা

বিতর্কে কনসার্ট

হঠাৎ করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল শাকিরার কনসার্ট। শাকিরা এখন ইউরোপ জুড়ে টুর করে বেড়াচ্ছেন। এই বিরাট কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন কয়েক মাস ধরে। নিউ জার্সিতে একটি শো করেছিলেন শাকিরা কিছুদিন আগে। সেখানে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ এসেছিলেন দেখতে। দু' ঘণ্টার শো চলে। এবং অডিটোরিয়ারে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। হঠাৎ সেই কনসার্টে আসা মানুষদের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হল। কারণ শোনা যাচ্ছে, বিরল মিসলসে আক্রান্ত ব্যক্তি নাকি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এবং সেই মিসলসের ভাইরাস দু' ঘণ্টা পর্যন্ত বাতাসে থাকতে পারে। এই মিসলস হলে নিউমোনিয়া, শ্রবণশক্তি হ্রাস... সব হতে পারে। তাই প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যাতে কনসার্টে উপস্থিত দর্শকরা ডাক্তার দেখিয়ে নেন দ্রুত।

আকাশছোঁয়া পারিশ্রমিক

একতা কপূরের ছবিতে কাজ করবেন না শ্রদ্ধা কপূর। শুধুমাত্র পারিশ্রমিক মনের মতো না হওয়ার কারণেই এই সিদ্ধান্ত। আগামী দিনে একতা কপূরের একটি নারীকেন্দ্রিক ছবিতে অভিনয় করার কথা ছিল শ্রদ্ধার। কিন্তু সেই ছবিতে শ্রদ্ধা যা পারিশ্রমিক চেয়েছেন, তা ছাপিয়ে গিয়েছে ছবির বাজেটকে! শেষ ছবির (স্ত্রী ২) জন্য পাঁচ কোটি টাকা পারিশ্রমিক পাওয়া শ্রদ্ধা এই ছবির জন্য নাকি ১৭ কোটি টাকা দাবি করেছেন! নারীকেন্দ্রিক ছবি এই বাজারে হয়তো হিট করবে। কিন্তু তার তো কোনও গ্যারান্টি নেই। তা-ও পারিশ্রমিক কমাতে নারাজ শ্রদ্ধা। কারণ হিসেবে হয়তো আছে 'স্ত্রী ২'-এর সাফল্যই। ৬০ কোটি টাকা বাজেটের এই ছবি বক্স অফিসে আয় করেছিল ৫৭৭ কোটি টাকা! তাই স্বাভাবিক ভাবেই দর বাড়িয়েছেন শ্রদ্ধাও। ঘটনাক্রমে আপাতত একতার ছবির কাজ স্থগিত। ছবিটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অনিল বার্ভে। বর্তমানে একগুচ্ছ তারকাকে নিয়ে 'রক্ত ব্রহ্মাণ্ড' ছবির কাজে ব্যস্ত তিনি। শ্রদ্ধাকে নিয়ে অনিল ছবির প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এখনই এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। প্রয়োজন হলে পরিবর্তিত হতে পারে নায়িকাও।



শ্রদ্ধা কপূর

ভাবনায় এগিয়ে

বড়পর্দায় দাদাসাহেব ফালকের জীবনকে তুলে ধরা বেশ কঠিন। এর জন্য দরকার শ্রম ও সাহস। এই কঠিনকেই বাস্তবায়িত করতে চলেছেন পরিচালক রাজকুমার হিরানী। প্রায় চার বছর ধরে এই ছবিটির জন্য রিসার্চ করেছেন তিনি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক হিসেবে পরিচিত ফালকের জীবনকে পর্দায় তুলে আনতে চাইছেন রাজকুমার। এই ছবি বড়পর্দায় মুক্তি পেলে ইতিহাস তৈরি হবে। তবে অবশ্যই ছবিটি যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে। জানা গিয়েছে, দাদাসাহেব ফালকের চরিত্রে দেখা যাবে আমির খানকে। চলতি বছরের অক্টোবর থেকে শুরু হবে শুটিং। ২০২৬ সালে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আবার রাজু-আমিরের জুটির সাফল্য দেখার অপেক্ষায় সকলে।



■ রাজকুমার হিরানী ও আমির খান

তাপসীর আবাস যোজনা

গোপনে বিয়ের পর, এবার নতুন ঠিকানাও হল অভিনেত্রী তাপসী পন্নুর। মুম্বইয়ের গোরেগাঁও ওয়েস্টে একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কিনলেন অভিনেত্রী। তবে একা নন, সঙ্গে রয়েছেন তাঁর বোন শোগুন পাণ্ডেও। ১,৬৬৯ বর্গফুটের এই বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টটির দাম প্রায় ৪.৩৩ কোটি টাকা। এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকলে শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলির সঙ্গে খুব সহজেই সংযোগ রাখা যাবে। অ্যাপার্টমেন্টটি থাকার জন্য একেবারে প্রস্তুত। কিন্তু এখনই সেখানে থাকছেন না তাপসী কিংবা তাঁর বোন। আপাতত সব আইনি কাজ সম্পন্ন করেছেন তাঁরা।



■ পরেশ রাওয়াল

‘হেরা ফেরি’ কাণ্ড

‘বাবুরাও’-কে ছাড়া ‘হেরা ফেরি’ অসম্পূর্ণ। কিন্তু সেই ছবিরই সিকোয়েল থেকে সরে দাঁড়ালেন পরেশ রাওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, কোনও মতবিরোধ নয়, বরং ব্যক্তিগত কারণেই সরে এসেছেন। অথচ গত এপ্রিলে এই ছবির চুক্তিতে সই করেন পরেশ। অক্ষয়-সুনীল-পরেশ, এই জনপ্রিয় ত্রয়ীকে নিয়ে শুরু হয় শুটিং। ‘হেরা ফেরি’ ফ্রাঞ্চাইজির এই ছবিটি প্রযোজনা করছেন অক্ষয়কুমার। হঠাৎই কোনও কারণ ছাড়া ছবি ছেড়ে দেওয়ায় হতাশ পরেশের দর্শকরাও। এর ফলে পরেশের বিরুদ্ধে আর্থিক ক্ষতির মামলাও দায়ের করেছে অক্ষয়কুমারের প্রযোজনা সংস্থা। প্রায় ২৫ কোটি টাকার মামলা দায়ের হয়েছে।



■ তাপসী পন্নু



■ শাহরুখ খান ও রানি মুখোপাধ্যায়

পুরনো জুটির কেমিস্ট্রি

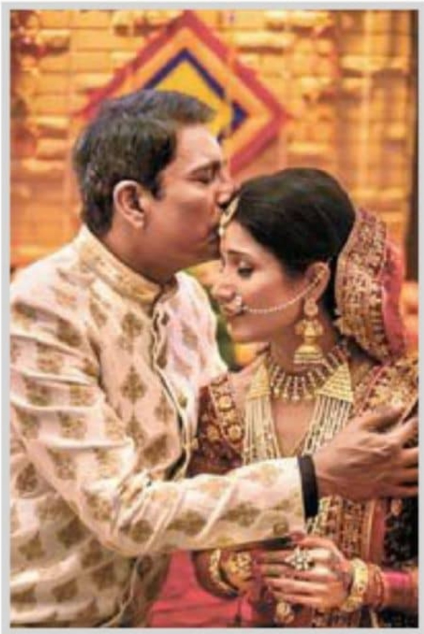
শাহরুখ-রানি মানেই স্মৃতির পাতায় ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’, ‘কভি খুশি কভি গম’ কিংবা ‘কভি আলভিদা না কহে না’র মতো ছবি। ধুলো পড়ে যাওয়া সেই স্মৃতিতে শান দিতে বড় পর্দায় ফের একসঙ্গে আসছেন শাহরুখ খান ও রানি মুখোপাধ্যায়। তবে ঠিক জুটি হিসেবে নয়। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত অ্যাকশন ছবি ‘কিং’-এ একটি ক্যামিয়ো চরিত্রে দেখা যাবে রানিকে। তিনি অভিনয় করবেন সুহানার মায়ের চরিত্রে। এই চরিত্রে দীপিকার অভিনয় করার কথা ছিল। কিন্তু দীপিকাকে শাহরুখের সঙ্গে একটু রোমান্টিক দৃশ্যে দেখানোর কথা ভেবেছেন পরিচালক। তবে রানির চরিত্রটি ছবিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রস্তাব পাওয়া মাত্রই তাতে সম্মতি জানিয়েছেন অভিনেত্রী। জানা গিয়েছে, পাঁচ দিনেই রানির শুটিং শেষ হবে।













■ 'লাইফ অফ পাই' ছবিতে তব্বু ও আদিল

নাকি দিল্লি চলে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। মানুষ হিসেবে অভিষেককে পছন্দ হয়। তারপর গল্প শুনেও পছন্দ হয়। ওঁর এক বন্ধু, যিনি আমারও বন্ধু, তাঁর উদ্যোগে অডিশন দিই। ছবির জন্য মুম্বইতেও থাকতে হত না, দিল্লিতেই শুটিং হত। আমি এখনও দিল্লিতেই থাকি। উনি আমাকে পারিশ্রমিকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। বলেন, প্রতিদিন ২৫ হাজার টাকা দেবেন। এনএসডি-তে সে সময়ে মাসিক মাইনেই ছিল ওরকম। তাই মনে হল, টাকার অঙ্কটা খারাপ নয়! ছবি হিট হওয়ার পর শ্রীরাম রাঘবন ও আর বাল্কি-র কাছ থেকে ফোন পাই। 'ইংলিশ ভিংলিশ' এবং 'লাইফ অফ পাই'-এর অফার আসে।

প্র সমাজের সব স্তরেই এখন মা সরস্বতী পিছনের সারিতে। মা লক্ষ্মীর কদর বেশি। এটা মানেন?

একদমই। আমি অসমের গোয়ালপাড়ায় বড় হয়েছি। একটা সময়ে সেখানকার সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন অধ্যাপক, শিক্ষকরা। এখন তাঁদের কোথাও দেখা যায় না। শিক্ষকরা বোধহয় এখন সবচেয়ে অবহেলিত ওখানে। সরস্বতী আর লক্ষ্মীর ঝগড়া বরাবরই ছিল। এখন মা লক্ষ্মী উপরে উঠে গিয়েছেন। সরস্বতী কোথায় গিয়েছেন, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

প্র বাণিজ্যিক ছবির জনপ্রিয়তার কাছে থটফুল ফিল্মের জায়গা কি ক্রমেই কমছে?

হ্যাঁ। দ্যাটস দ্য ট্রেন্ড অফ কারেন্ট সোসাইটি। আপনি যদি বড় গাড়ি করে কোথাও আসেন, সকলে আপনাকে সম্মান দেবে। দরজা খুলে দেবে। অটোয় এলে কেউ পাত্তাই দেবে না! অর্থের গ্লোরিফিকেশন এখন প্রবল। সেরিব্রাল ফিল্মসের নির্দিষ্ট দর্শক নিশ্চয়ই আছেন। এখনও কিছু মানুষ থিয়েটার দেখতে যান। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক তা দেখবেন না। এত বড় ইন্ডাস্ট্রি আমাদের, আমরা চেষ্টা করলে 'হায়ার কোয়ালিটি অফ উইজ়ডম' বেশি সংখ্যক দর্শকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারতাম।



■ শ্রীদেবীর সঙ্গে 'ইংলিশ ভিংলিশ' ছবির শুটিংয়ে

প্র তথাকথিত স্টারদের আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

ইটস বিন সিম্পল ফর মি। নানা জঁরের ফিল্ম তৈরি হয় আমাদের দেশে। তামিল ছবির অভিনেতাদের অভিনয়ের ধরন একরকম। মলয়ালম ছবির অভিনেতারা ন্যাচরাল, সাটল। মোহনলাল, দুলকর সলমন-সহ দারুণ কিছু অভিনেতা আছেন। ওঁরা দারুণ গল্প নিয়ে কাজ করেন। তেলুগু একদম আলাদা। বলিউড নানা জঁরের মাঝে ঝুলে আছে। ভারত একটি বৈচিত্রপূর্ণ দেশ, ফলে উদ্‌যাপনের ভাষাও আলাদা হবে। আমার এ নিয়ে কিছু বলার নেই। কোনও ঘরানার স্টাইল অফ অ্যাক্টিং নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই। কিন্তু অভিনেতা হিসেবে আমি সেই ছবিকে বেছে নেব, যেগুলোর মানে আমার কাছে স্পষ্ট। যে ছবিগুলি আমি নিজে গিয়ে হলে দেখতে পারব। যা আমি বসে দেখতেই পারব না, সেই ছবি করব না।

প্র কিন্তু লোভ সংবরণ করা সবসময় সম্ভব হয়? বড় ব্যানার বা বেশি টাকার ছবির হাতছানি উপেক্ষা করা কঠিন নয়?

শুরু থেকেই এটা আমার সচেতন সিদ্ধান্ত। যেমন আগেই বললাম, সিনেমায় অভিনয়ের কথা সেভাবে ভাবিইনি। আর আমার অনুপ্রেরণা আমার অভিনয়ের শিক্ষকরা। নাসিরুদ্দিন শাহ, ব্যারি জনের মতো মানুষ। এঁরা সিম্পল জীবনযাপন করেন। আমার এক শিক্ষক পণ্ডিচেরিতে সাইকেলে চেপে আসতেন। প্লাস্টিক ব্যাগ নিয়ে। শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সদস্য উনি। আমার আর এক শিক্ষক খালিদ, এখন কার্পেন্টার হিসেবে কাজ করেন। দুর্ধর্ষ অভিনেতা মঞ্চে, কিন্তু লোকে জানেন না। সৎ সঙ্গ পেয়েছি বলতে পারেন। আমার একজন স্পিরিচুয়াল মেন্টর আছেন, যিনি সব সময় আমার পা মাটিতে রাখতে সাহায্য করেন। তিনি এবং আমার কিছু বন্ধু নির্দয় ভাবে সত্যি কথাটা বলে দেন।

প্র এরপর কী কী কাজ আসছে?

নেটফ্লিক্সের একটি ফিল্ম জুনে শেষ হবে। 'দ্য সিক্রেট অফ মাউন্টেন সার্পেন্ট' বলে একটি ছবি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে। নিধি সাক্সেনা পরিচালক। আর একটি ছবি, 'লক্কর বগ্গা'তে আমি মার্শাল আর্টস শিক্ষক। জ়ি ফাইভে আসবে। ইউকে-তে একটি ছবির কাজ শুরু করছি, 'দ্য ক্লাউডস হ্যাভ ব্রিজেস টু'।



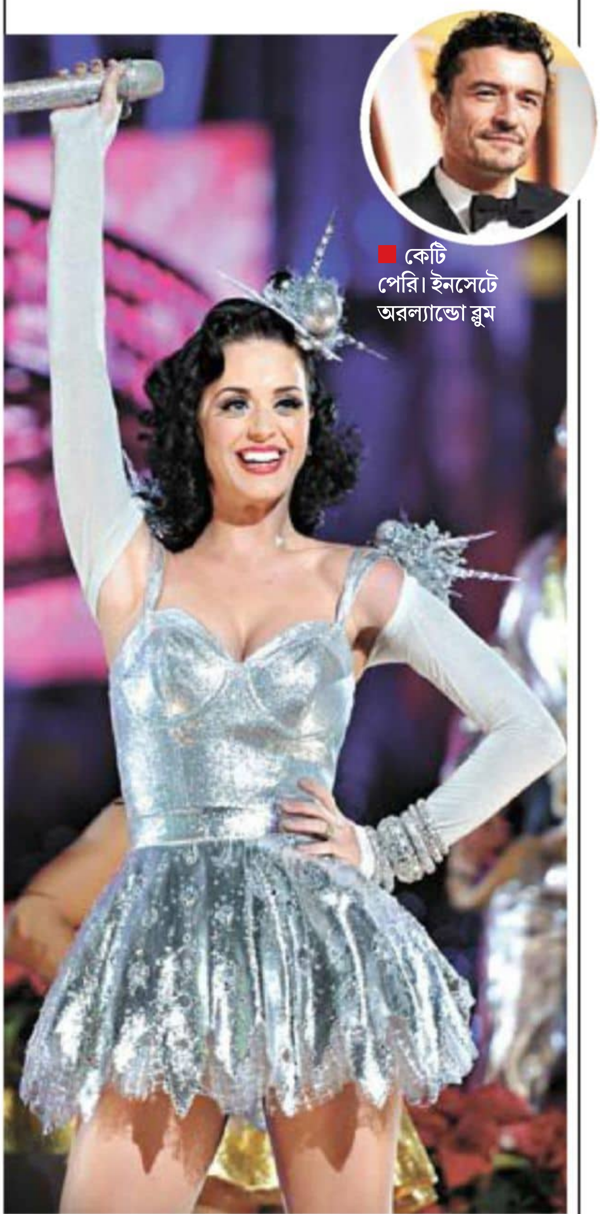
■ গার্লস নাইটে ব্লেক এবং টেলর

বন্ধুত্বে বিরতি

ব্লেক লাইভলি এবং টেলর সুইফ্ট আর প্রাণের বন্ধু নন। সম্প্রতি পরিচালক-অভিনেতা জাস্টিন বালদোনির সঙ্গে ব্লেক লাইভলির যে আইনি লড়াই চলছে, তাতে বালদোনি বলেছেন, ব্লেক নাকি কোর্টে টেলরের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত চ্যাট পেশ করার হুমকি দিয়েছিলেন! যে চ্যাটে তিনি বন্ধু টেলরকে কর্মস্থানে যৌনহেনস্থার কথা জানিয়েছিলেন। টেলর নাকি এতে বেজায় চটেছেন। কোনও অবস্থাতেই তাঁর ব্যক্তিগত চ্যাট (যেখানে টেলরের ব্যক্তিগত জীবন এবং প্রেমিকের কথাও ছিল) কোর্টে টানবেন ব্লেক, তিনি ভাবতে পারেননি। সেই চ্যাট নথি হিসেবে গ্রহণ করতে কোর্ট অস্বীকার করেছে, ফলে ব্লেক তা পেশ করতেও পারেননি। কিন্তু এতে টেলরের মানভঞ্জন হয়নি। তাঁকে যে ব্লেক কোর্টে টেনে আনতে চেয়েছিলেন, এই ভাবনা থেকেই আপাতত বন্ধুত্বে ইতি (বা সাময়িক বিরতি) টেনেছেন টেলর সুইফ্ট।

কেটির খেয়াল

কেটি পেরি মোটামুটি সাবধান করে দিলেন অরল্যান্ডো ব্লুমের মহিলা ভক্তদের! সম্প্রতি একটি স্টেজ শো-তে গান গাওয়া থামিয়ে হঠাৎ দর্শকাসনের একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'আই নো ইউ ডিএম মাই ম্যান, অরল্যান্ডো'। অর্থাৎ ওই মহিলা অরল্যান্ডো ব্লুমকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করেন! এই প্রথম অরল্যান্ডোকে 'মাই ম্যান' বললেন তিনি। এবং ওই মহিলাকে স্টেজ থেকে রীতিমতো সাবধান করে দিলেন, তাঁর 'ম্যান'-কে যেন মেসেজ না করেন! ভাবা যায়? তবে কেটি স্টেজে যেমন উচ্চগ্রামের নাটক করেন, তাতে এটাও তেমনই একটি 'শো' কি না, বলা মুশকিল।



■ কেটি পেরি। ইনসেটে অরল্যান্ডো ব্লুম



পরমব্রত ও অনির্বাণ

ফেডারেশনের কোপে

ফেডারেশনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে মামলা চলছে হাইকোর্টে। কিন্তু পরিচালকদের উপরে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা চলছেই। প্রকাশ্যে কথা বলে কেউই একে অপরের কোর্টে বল ঠেলতে চাইছেন না। ফলে বাড়ছে জটিলতা। লিখেছেন সায়ক বসু

"'বিচারাধীন বিষয়' তো... আমি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।" ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসকে যখন ফোনে ধরা হল, তখন এই মন্তব্য করলেন তিনি। বললেন, এটাই তাঁর অফিশিয়াল বক্তব্য। অথচ এর আগে যখন (দিন দশেক আগে) একবার তাঁকে ফোন করা হয়েছিল, জিজ্ঞেস করা হয়েছিল প্রতিবেদকের তরফ থেকে যে, পরিচালক গিল্ডকে তিনি সত্যিই হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন কিনা এবং অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার কথা হচ্ছে কিনা, তিনি বলেছিলেন, এই ধরনের অভিযোগ কে করেছে, এটা না জেনে তিনি উত্তর দেবেন না। এমনকি এই বিষয়ে পরিচালকদের করা ভিডিয়ো তিনি দেখেননি!

আদতে টালিগঞ্জের স্টুডিয়ো পাড়ায় ফেডারেশন বনাম ডিরেক্টর্স গিল্ডের দ্বন্দ্ব যে কোনদিকে এগোচ্ছে, তা বুঝতে এবার সত্যিই গোয়েন্দার প্রয়োজন। তবে যেটা সত্যি তা হল, ফেডারেশনের 'দাদাগিরি'র জেরে অনির্বাণ ভট্টাচার্যর নতুন গানের দল 'হুলিগানিজ়ম'-এর একটি গানের শুটিং আটকে গিয়েছে। আটকে গিয়েছে, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সুদেষ্ণা রায়, রাজা চন্দর ছবি ও ওয়েব সিরিজ়ের কাজও। উত্তরে বলা হয়েছে, টেকনিশিয়ানরা নাকি তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে চান না। যদিও এই সমস্যা তো অনেকদিন ধরেই চলছে। মুশকিলটা আরও বাড়ে, যখন ৩০ এপ্রিল ২০২৫-এ পরিচালকদের তরফ থেকে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়, ফেডারেশনের এই দাদাগিরির বিরুদ্ধে, টেকনিশিয়ানদের পক্ষ নিয়ে। এই প্রসঙ্গে ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সম্পাদক সুদেষ্ণা রায় জানান, তিনি এবং সুব্রত সেন (সহ সম্পাদক) হঠাৎ করে জানতে পারেন, তাঁদের

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এবং মেসেজ পাঠানোর জায়গাটাকে 'অ্যাডমিন ওনলি' করে রেখে দেওয়া হয়েছে। তবে সুদেষ্ণা বললেন, "টেকনিশিয়ানরা যেহেতু প্রকাশ্যে অসহযোগিতার কথা বলেননি, আমরাও বলছি না। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, শুটিং শুরুর আগেই, টেকনিশিয়ানরা কাজ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন।" সুদেষ্ণা রায়ের নতুন ছবির প্রি-প্রোডাকশনে যে টেকনিশিয়ানরা কাজ করেছিলেন, তাঁরা শুটিং শুরুর দু'দিন আগে হঠাৎ সরে দাঁড়ান। উত্তরে বলা হয়, "সবই তো বোঝেন!" এবার কে যে কী বোঝে, তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব কাটছে না। অনির্বাণ যেমন সরাসরি বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আছে, সেটা কেউ প্রকাশ্যে না বললে, তিনিও মুখ খুলবেন না। ফলে বোঝা যাচ্ছে, প্রকাশ্যে কথা বলে কেউ কারও কোর্টে বল ঠেলে দিতে চাইছেন না। যদিও পরিচালকরা নিজেদের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করে সব বলেছেন। বলেনি শুধু ফেডারেশন। তার উপর আদালতে এখন রিট পিটিশনের মামলা চলছে। গত জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে বলা হয়, একটি কমিটি গঠন করে ফেডারেশন এবং পরিচালকদের তরফ থেকে চলা সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া হবে। সেই কমিটি হয়নি। ফলে একটি মামলা হয়। পরে রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ইন্দ্রনীল সেন সরকারের তরফ থেকে পরিচালকদের সঙ্গে বসেন এবং বলা হয়, মামলা তুলে নিতে। তারপর সব বিষয় নাকি মেটানো হবে। এতে কে বিষয়টা আগে করবে, তা নিয়ে দড়ি টানাটানি চলে। এর মধ্যেই পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্য প্রথম ফেডারেশনের অসহযোগিতার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে 'সরকার যে সব মিটিয়ে দেবে বলেছিল'... তার বিরুদ্ধে রিট পিটিশন নিয়ে। তারপর একে একে পরিচালক সুব্রত সেন, সুদেষ্ণা রায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য-সহ মোট ১৫ জন পরিচালক বিদুলাকে সমর্থন করেন। একযোগে মামলাও করেন উচ্চ আদালতে। মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপরদিকে আছে রাজ্য। সেই মামলার প্রেক্ষিতে গত ৩ মে হাইকোর্ট সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, এই ১৫ জনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা করা যাবে না। শুটিং আটকানো যাবে না। কিন্তু তারপরও



রাজা চন্দ



সুদেষ্ণা রায়



মানসী সিনহা



স্বরূপ বিশ্বাস

অনির্বাণ, সুদেষ্ণা ও রাজা চন্দর মতো পরিচালকদের শুটিং আটকে যায়। ফলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় আদালত অবমাননা! সেই মামলা আরও জটিল আকার ধারণ করে গত ১৯ মে। কারণ আদালতের বিচারপতি অমৃতা সিংহ জানান, টলিউডে কেউ যদি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে চান তাঁর কাজে বাধা দেওয়া যাবে না। কোনও সংগঠন কখনই কারও জীবিকা বা ব্যবসা বন্ধ করতে পারে না, সেই অধিকার তাদের নেই। ঠিকই। এমনকি নির্দেশ হয়, এটা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিবকে। তার পরেও সমাধান না মিললে বা কোনও সমস্যায় পড়লে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য নিতে পারবেন পরিচালকরা। তবে ঘটনার ভিন্ন-ভিন্ন স্তর রয়েছে। অনেকে বলছেন, স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার তো ফেডারেশনের টেকনিশিয়ানদেরও রয়েছে। তাঁরা কী ঠিক করবেন, কার সঙ্গে কাজ করবেন বা করবেন না। ফলে ফাঁক একটা থেকেই যাচ্ছে। যদি টেকনিশিয়ানরা না চান, তা হলে পরিচালকদের উপর এই অঘোষিত কোপ চলতেই থাকবে। যদিও সুদেষ্ণা জানিয়েছেন, ফেডারেশনের অসহযোগিতা শুধু শুটিং আটকানো নিয়ে নয়। তাঁরা অভিযোগ করেছেন দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা মেডিক্লেম এবং অন্যান্য সুবিধে না দেওয়ার জন্যও। এই যে সিন্ডিকেট চলছে ফেডারেশনে, তার বিরুদ্ধেই তাঁদের লড়াই। রাজ্যের উচ্চ আদালত এ বার কি পরিচালকদের এত দিনের দাবি পূর্ণ করতে পারবে? পরিচালকরা সেই আশায় আপাতত ১৬ জুন তারিখে, মামলার পরবর্তী শুনানির দিকে তাকিয়ে।



যুবতীরূপে

তাঁর নাচের তালে এবছর গোটা বাংলা মেতেছে। ‘খাদান’ ছবির ‘কিশোরী’ ইধিকা পালকে নতুন অবতারে নিয়ে এলেন

অংশুমিত্রা দত্ত

‘খাদান’-এর ‘কিশোরী’ গানের সুবাদে ইধিকা পাল আর কোনও অজানা নাম নয়। টেলিভিশনে কাজ করেছেন, তারপর দেবের বিপরীতে ‘খাদান’, বাংলাদেশে শাকিব খানের বিপরীতে করেছেন ‘বরবাদ’। কিন্তু তাঁকে দর্শক সাধারণত যে পাশের বাড়ির মেয়ের লুকে দেখেছে, তার বাইরে তাঁর একটা গ্ল্যামারাস সত্তা পাঠকের সামনে নিয়ে আসাই এই স্টাইলোমিটারের উদ্দেশ্য। প্রথমেই ইধিকা পরলেন একটি স্লিভলেস ফ্লোরাল গাউন। সিল্ক ও কটন মিক্সড এই ফ্যাব্রিক গরমের জন্য আরামদায়ক এবং এর ফ্রন্ট স্লিট আকর্ষক। ইধিকার খোলা ঢেউখেলানো চুলের সামার লুক সামনে আনল কিশোরীর যুবতী রূপ।

কিশোরী



রানি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখের মিলের কথা শুনতে-শুনতে ইধিকা ক্লান্ত। বললেন, “এই কয়েকদিন আগে একজনকে বললাম, তুলনা টেনে রানি মুখোপাধ্যায়কে বিব্রত না করাই ভাল।” তবে তিনি অস্বীকারও করেন না এই মিলের কথা। সরু সোনালি পাড়ের ব্ল্যাক জর্জেট শাড়ি ব্ল্যাক করসেট দিয়ে পরে ইধিকা যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন, তখন সেই সাদৃশ্য অগ্রাহ্য করা আরও মুশকিল হয়ে পড়ল। এই ব্ল্যাক শাড়ির পার্টি লুক ইধিকাকে যে-কোনও পার্টির আকর্ষণের কেন্দ্রে নিয়ে আসতেই পারে।



নতুন ছবি ‘রঘু ডাকাত’-এর শুট করে বেশ ক্লান্ত ইধিকা। জানালেন, খুবই হেকটিক শেডিউল চলছে। এমনকি, আনন্দলোকের এই ফোটোশুট শেষ করেও তাঁর ‘রঘু ডাকাত’-এর সেটেই যাওয়ার কথা। তাই ওই লুকের বাইরে এসে একটি গ্ল্যামারাস ফোটোশুট তাঁর কাছে টাটকা বাতাসের মতোই ছিল। ইধিকার শেষ লুক ছিল তাঁর ভাবমূর্তির চেয়ে একেবারেই আলাদা। ওয়ান সাইড স্লিটেড নিটেড কটনের ড্রেসটিতে ইধিকাকে অচেনা লাগতেই পারে। কাঁধ ছোঁয়া লম্বা ইয়ারিংস, সাইড পার্টেড ওয়েভি হেয়ারস্টাইলে ইধিকা যেন এক জ্যাজ় আর্টিস্ট! তা হলে, কিশোরীর নতুন অবতার উন্মোচিত হল তো?

ফোটো: কৌস্তুভ সাইকিয়া
মেকআপ: সুমন গঙ্গোপাধ্যায়
হেয়ার: বীণা নাথ
পোশাক ও স্টাইলিং: প্রলয় দাশগুপ্ত
হসপিট্যালিটি: করিডোর বার অ্যান্ড কিচেন, পার্ক স্ট্রিট

সারমেয়র মাধ্যমে

ডাচেস অফ ইয়র্ক তিনি, ফার্গি নামে পরিচিত। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত রানি এলিজ়াবেথের দ্বিতীয় পুত্রের সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন এবং প্রাক্তন দম্পতির কন্যা রাজকুমারী বিয়াত্রিস এবং রাজকুমারী ইউজেনি। কয়েক বছর আগে ইয়র্কের ডিউক এবং ডাচেস আলাদা হয়ে গেলেও, তাঁরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং এখনও উইন্ডসরে তাঁদের পারিবারিক বাড়ি, রয়্যাল লজে একসঙ্গে থাকেন। কিন্তু এহেন সারা ফার্গুসন যে বোমা ফাটাবেন, তা কে জানত! সারা জানিয়েছেন, ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ৯৬ বছর বয়সে রানির মৃত্যুর পর তাঁর শেষ দু'টি জীবিত কর্গি (সারমেয়) তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। এবং এখন এই দুই সারমেয়র মাধ্যমেই নাকি রানি এলিজ়াবেথ কথা বলেন তাঁর সঙ্গে! রোজ সকালে নিয়ম করে সারা দু'টি সারমেয়র সঙ্গে সময় কাটান, যাতে রানির স্পর্শে থাকতে পারেন।



■ দুই সারমেয়র সঙ্গে সারা



■ রাজা চার্লস ও বেকহ্যাম

পিতা-পুত্র দ্বন্দ্ব

রাজা চার্লসের সঙ্গে প্রিন্স হ্যারির সম্পর্ক কেমন, তা মোটামুটি সকলেই জানেন। কিন্তু এবার তাতে নয়া মোড় যোগ হল। ব্রিটিশ ফুটবলার ডেভিড বেকহ্যামকে ইংল্যান্ডে সকলেই বেশ সমীহ করে চলেন। শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। রাজা চার্লসেরও বিশেষ বন্ধু বেকহ্যাম। একসঙ্গে নানা সামাজিক কাজে যোগ দেন। এবার দেখা গেল, হ্যারির সঙ্গে বন্ধুত্ব বেড়েছে বেকহ্যামের পুত্র ব্রুকলিনের। তাঁরা একসঙ্গে খেলা দেখেন, পার্টি করেন। এদিকে পিতা, মানে বেকহ্যামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একেবারে তলানিতে। গুজব রটেছে, পুত্রেরা পিতার প্রতি বিরূপ বলেই, সম্পর্কটি বন্ধুত্বের দিকে দ্রুত চলে গিয়েছে।

রাজ দায়িত্বের জন্য

ডেনিশ রাজপরিবারের রাজা ফ্রেডরিক এবং রানি মেরি খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের উত্তরাধিকারী, মানে পুত্র ক্রিস্তিয়ানকে তৈরি করে নিতে চাইছেন। ক্রিস্তিয়ান গার্ড হুসার রেজিমেন্টের হয়ে চার-পাঁচদিনের মিলিটারি ট্রেনিং শেষ করেছেন। এর আগে তিনি তিন মাসের জন্য পূর্ব আফ্রিকায় গিয়েছিলেন, সেনাদলের সদস্য হিসেবেই। এছাড়া রাজা-রানি তাঁকে বাগান করা শিখিয়েছেন। পশুপালনের বিশেষ ট্রেনিংও দেওয়া হয়েছে। পড়াশোনাতে তো তিনি সবসময়ই ভাল ফল করে এসেছেন। ফলে মনে করা হচ্ছে, আইনের চোখে সাবালক হয়ে গেলেই ক্রিস্তিয়ানের হাতে বেশ কিছু দায়িত্ব দেওয়া হবে।



■ সপরিবার ফ্রেডরিক ও মেরি



রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি

বিদায় রো-কো

একপ্রকার নিস্তব্ধ থেকেই ভারতের টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেন **বিরাট কোহলি** ও **রোহিত শর্মা**। কিন্তু তুলে দিয়ে গেলেন কিছু প্রশ্ন। লিখেছেন **সায়ক বসু**

আরও দুই মহীরুহর পতন হল ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের গর্বের সাম্রাজ্য থেকে। এবং প্রায় নিঃশব্দে। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির অবসরের সিদ্ধান্ত শুধু আকস্মিকই হল না, হঠাৎ করে এক অদ্ভুত পরিবর্তনের বাঁকে এনে দাঁড় করিয়ে দিল ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটকে। এখান থেকে ভবিষ্যতের ভার

এক ঝাঁক তরুণের হাতে ন্যস্ত হল বটে, কিন্তু জানা নেই, কতদিন লাগবে ভারতের টেস্ট ক্রিকেটের হৃত গরিমা ফিরে পেতে। কিন্তু যেটা অবাক লাগল, তা হল... যেভাবে রোহিত এবং বিরাটের মতো খেলোয়াড় অবসর নিলেন! ভারতের টেস্ট ক্রিকেটকে গরিমার ভিন্ন মাত্রায় তুলে দিয়েছিলেন বিরাট এবং রোহিত। দেশের হয়ে ১২৩টি টেস্ট খেলে ৯,২৩০ রান। ৪৬.৮৫ গড়, ৩০টি শতরান ও ৩১টি অর্ধশতরান... বিরাটের টেস্ট কৃতিত্ব অসাধারণ হলেও, কিংবদন্তিসম নয়। কিন্তু অধিনায়ক থাকাকালীন বিরাট যে বিপুল আগ্রাসন ভারতীয় ক্রিকেটে এনেছিলেন, তার সঙ্গে সাফল্য... তাকে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের 'সর্বকালের সেরা' না বললে যে



■ সেঞ্চুরির পর বিরাট

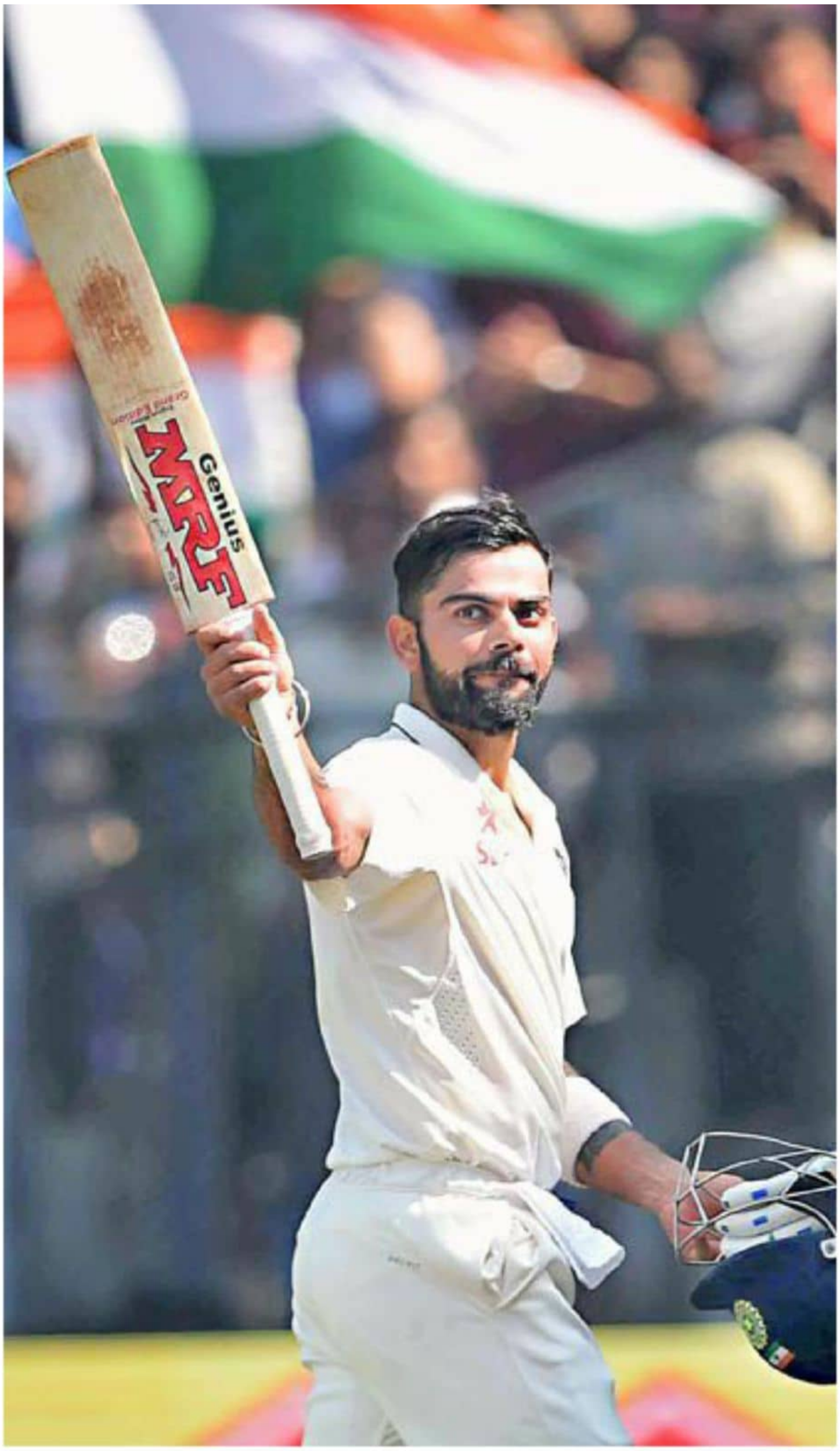


■ গৌতম গম্ভীর-জসপ্রীত বুমরা ও রোহিত শর্মা



■ স্বমহিমায় রোহিত শর্মা

অন্যায় করা হবে! ৬৮টি টেস্টের মধ্যে ৪০ টিতে জয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কায় গিয়ে টেস্ট জয়, টানা ৪৪ মাস আইসিসি টেস্ট স্থানাঙ্কে দেশকে এক নম্বরে রাখা... এগুলো তো খুব সাধারণ ব্যাপার নয়। অন্যদিকে রোহিত? ৬৭ ম্যাচে চার হাজারের উপর রান, ১২টি শতরান হলেও, ভারত এমন দাপুটে অধিনায়ক তো খুব বেশি পায়নি (বিরাটকে বাদ রেখে)। রোহিত এবং বিরাটের কৃতিত্ব হল, একটি দারুণ দল তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন। এবং নতুন প্রজন্মকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, টেস্ট ক্রিকেটই কেরিয়ারে স্থায়িত্বের মূল শিকড়। এবং ক্রিকেট স্কিলের শেষ কথা। তাই তো এই দুই ক্রিকেটারকে দেখেই এই মৃতপ্রায় ফরম্যাটকে ভালবেসে এগিয়ে এসেছেন শুভমন গিল, ঋষভ পন্থ,



■ বিরাট কোহলি দেশকে গর্বিত করেছেন বারবার

যশস্বী জয়সওয়ালরা... কিন্তু সেখানে কিনা এইভাবে বিদায় নিতে হল দু'জনকেই! এটা জানা কথা যে ব্যক্তির চেয়ে 'ক্রিকেট' অনেক বড়। কিন্তু অনেক সময় এমন কিছু ব্যক্তি আসেন, যাঁদের জন্য দেশ এবং ক্রিকেট... দুটোই গরিমায় উজ্জ্বল হয়। একটা সময়ের পরে তাঁদের প্রতি দেশের ক্রিকেট বোর্ডেরও কিছু দায় থেকে যায়। বিরাট এক অভূতপূর্ব আগ্রাসী ক্রিকেটের আমদানি করেছিলেন দলে। ফিটনেসের দিকে জোর দিয়েছিলেন।

সেই বিরাটকে কিনা চলে যেতে হল, বিদায়ী টেস্ট না খেলে। কিছু মাস আগে পর্যন্ত, যে ইংল্যান্ড সফরের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিলেন তিনি, সেই সফরেই আর যেতে চাইলেন না। কেন? শোনা যাচ্ছে, রোহিত শর্মা চলে যাওয়ার পর অধিনায়কত্ব চেয়েছিলেন তিনি। বোর্ড এবং কোচ রাজি হননি। শুধু তাই নয়, তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন। এটা ঠিক যে, ২০২৭ সালে পরের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। তত দিন বিরাট হয়তো খেলতেন না। কিন্তু তাঁকে অধিনায়কত্ব দিয়ে কি তৈরি করে নেওয়া যেত না অনভিজ্ঞ শুভমন গিলকে? অন্তত এই কঠিন সিরিজ়টা? বিরাট চেয়েছিলেন রাজার মতো মাঠ ছাড়তে। কিন্তু মাঠের বাইরের রাজনীতি দেখে, আত্মগরিমা বজায় রাখলেন। একইভাবে টেস্ট দলে তাঁর জায়গা স্থায়ী নয় জেনেই, মহেন্দ্র সিংহ ধোনির মতো নিঃশব্দ বিদায়ের পথ বেছে নিলেন রোহিত শর্মা। একেবারে আড়ম্বরহীন বিদায়! কোনও সাংবাদিক বৈঠক নেই, বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়ারও সুযোগ নেই। এখানেই প্রশ্ন জাগে, প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে মত্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কি সিনিয়র ক্রিকেটারদের সম্মান দিতেই ভুলে গেল? কেন বারবার এমন অবহেলা এবং নির্লিপ্তি! শেষ মনে হয়, সচিন তেন্ডুলকরের সময় বিদায়ী সিরিজ়ের আয়োজন করা হয়েছিল। তারপর থেকে সে ধোনি হোন, অশ্বিন, রোহিত বা বিরাট... সকলকেই বেছে নিতে হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট। ধন্যবাদ জানাতে হয়েছে বোর্ডকে। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে জায়গা দেওয়ার জন্য। কিন্তু অন্তরে রাজনীতি দগ্ধ করে বারবার, একথা তো প্রায় অঘোষিত সত্যের মতো হয়ে গিয়েছে! জানা নেই, এতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সম্মান কতটা বাড়ছে। সবচেয়ে অস্বস্তিকর বিষয় এটাই যে, রোহিত এবং বিরাট কিন্তু চেয়েছিলেন ইংল্যান্ড সিরিজ় খেলতে। সেখানে হঠাৎ করে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হল, তাঁরা অপরিহার্য নন। মুশকিল হল, ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর



■ ইংল্যান্ডে ভারত পারবে তো এঁদের দু'জনকে ছাড়া?

জন্য কিছু দূরদর্শিতার প্রয়োজন। সেটার অভাব এখন বোর্ডে প্রকট। নয়তো কোচ গৌতম গম্ভীরের উপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার গুজবে এভাবে আগুন পড়ে নাকি? যে যাই বলুক, একথা শোনা যাচ্ছে অনেক দিন ধরেই যে, গৌতম গম্ভীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব চেয়েছিলেন ভারতীয় দলের উপর। সেই কর্তৃত্ব

ভারতের সম্ভাব্য টেস্ট একাদশ

- যশস্বী জয়সওয়াল
- লোকেশ রাহুল
- সাই সুদর্শন
- শুভমন গিল
- ঋষভ পন্থ
- নীতীশ কুমার রেড্ডি/ শ্রেয়স আইয়ার
- রবীন্দ্র জাদেজা/ অক্ষর পটেল
- শার্দূল ঠাকুর/ কুলদীপ যাদব
- জসপ্রীত বুমরা
- মহম্মদ শামি/ হর্ষিত রানা
- মহম্মদ সিরাজ/ অর্শদীপ সিংহ/ আকাশ দীপ



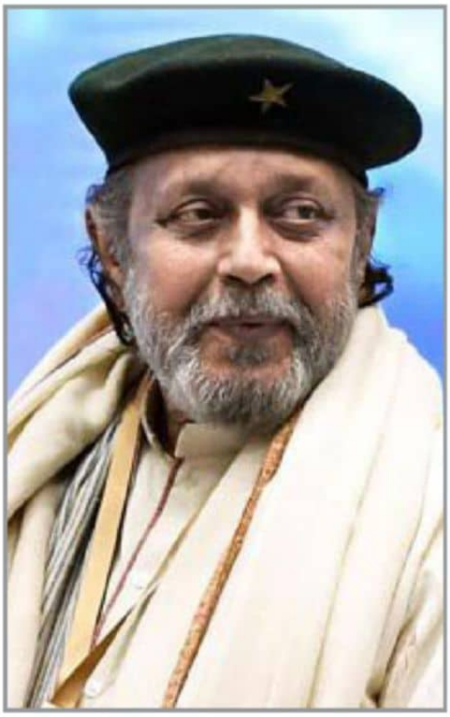
ভারতীয় টেস্ট দলে বিরাট এনেছিলেন আগ্রাসন



জুটিতে শেষবার, দেশের মাটিতে



আরও বাড়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রোফি জেতার পর থেকে। সেই কারণেই অস্ট্রেলিয়া সফরে রোহিতকে একটি ম্যাচে বসতে হয়েছিল। এবং এবারে নতুন চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেল শুরু হওয়ার আগে রোহিত এবং বিরাটকেই বসিয়ে দেওয়া হল। তবে ক্রিকেটে যদি কোচেরাই শেষ কথা বলতে শুরু করেন, তা হলে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। কারণ ভারতীয় ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের আইকন হিসেবে দেখা হয়। সেখানে স্বার্থের সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হতে সময় লাগবে না। বোর্ড যদি এখনও সেই সত্যি না বোঝে, তা হলে ঘোর দুর্দিন অপেক্ষা করে আছে সামনে।



■ মিঠুন চক্রবর্তী

আইনি ঝামেলায় মিঠুন

ভেঙে দেওয়া হবে মিঠুন চক্রবর্তীর মুম্বইয়ের বাড়ি। মহারাষ্ট্রের মলাড মাধের এরাঙ্গন গ্রামে অবস্থিত মিঠুনের বাড়িটি নাকি বেআইনি ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ এই বাড়িটির জন্য স্থানীয় পৌরসভার থেকে কোনও অনুমতি নেননি অভিনেতা, এমনটাই অভিযোগ। এই তালিকায় রয়েছে ওই অঞ্চলের প্রায় ১৩০টি বাংলো। পৌরসভা থেকে অভিনেতাকে নিজের কাজের যথাযথ কারণ ও প্রমাণ দেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও এই বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন মিঠুন স্বয়ং। তাঁর বক্তব্য, আইন বিরোধী কোনও কাজ তিনি করেননি। এর যথাযথ উত্তরও দেবেন। তবে অভিনেতা যদি সঠিক উত্তর না দিতে পারেন, তাহলে চলতি মাসের মধ্যে বাড়িটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

মিথ্যে অভিযোগ?

গত ১৮ মে থাইল্যান্ড যাওয়ার পথে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা নুসরত ফারিয়াকে। গত বছর খুনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা করে এনামুল হক নামের এক ব্যক্তি। নুসরত ছাড়াও ওই তালিকায় ছিলেন অপু বিশ্বাসসহ প্রায় ১৭ জন অভিনেতা। এছাড়া নুসরতের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, গতবছর বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের সময় আওয়ামী লিগকে অর্থ প্রদান করতেন তিনি। গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মহানগর পুলিশ দফতরে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেই সময় রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েন অভিনেত্রী। পরের দিন নুসরতকে আদালতে তোলা হলে জামিন মঞ্জুর করা হয়।



■ নুসরত ফারিয়া



■ বনি সেনগুপ্ত

উইন্ডোজ়-এর নতুন ছবিতে বনি সেনগুপ্ত

অনেক বছর ধরে কাজ করার পর ভাল মানের অভিনেতা হিসেবে নিজের পরিচিতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন বনি সেনগুপ্ত। কিন্তু তাঁর আফসোস ছিল, এখনও তাঁকে সেভাবে কেউ ব্যবহার করেননি। তবে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এবার হয়তো সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে বনির। শোনা যাচ্ছে, নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন বনি সেনগুপ্ত। তাও আবার একেবারে লিড চরিত্রে। সূত্র বলছে বনির পাশাপাশি ছবিতে আর একজন পুরুষ লিড চরিত্র রয়েছে। এর আগে বনির বিশেষ বান্ধবী কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের কেরিয়ারের মোড় ঘুরেছে উইন্ডোজ়ের 'বহুরূপী' ছবির হাত ধরে। এবার বনির কেরিয়ারের বড় সাফল্য তাঁদের হাত ধরেই আসে কিনা, তা দেখার।



দর্শনার বিগ ব্রেক

এখনও মুক্তি পায়নি অনুরাগ বসুর ‘লাইফ ইন আ মেট্রো’র সিকোয়েল, যেখানে দর্শনা বণিক অভিনয় করেছেন। তার আগেই বলিউডে একটি বড় ব্রেক পেলেন মডেল-অভিনেত্রী। বিক্রম ভট্টর পরবর্তী মিস্ট্রি জঁরের ছবি ‘বিরাট’-এ মুখ্য নারীচরিত্রে তিনি অভিনয় করছেন। মিঠুন চক্রবর্তীর ছোট ছেলে নমশি, যাঁর ডেবিউ ছবি এখনও মুক্তি পায়নি, অভিনয় করেছেন এই ছবিতে। দর্শনা এর আগে মূলধারার হিন্দি ছবিতে কাজ করেননি, কেন্দ্রীয় চরিত্রও এই প্রথম। দর্শনা জানালেন, “অনেকটা শুট হয়ে গিয়েছে মুম্বইতে। এখন আমি কলকাতায়, তবে বাকিদের শেডিউল চলছে। এরপর আউটডোর শুরু হবে জুলাই মাসে। সেটা কতদিনের, এখনও জানি না।” এ ছাড়া মুম্বইতে আরও কিছু বড় কাজের ইঙ্গিত দিলেন দর্শনা। তবে দু’টি ছবির মধ্যে কোনটা প্রথমে মুক্তি পাবে, সেটা এখনও জানা নেই।

■ দর্শনা বণিক

হিরোর চরিত্র না পেলেও, অভিনেতা হিসেবে

প্র সিনেমা, সিরিয়াল,সিরিজ়... একসঙ্গে কীভাবে সামলাচ্ছেন?

'তেঁতুলপাতা' ধারাবাহিকটা শুরু হওয়ার অনেক আগেই 'জুলি' এবং 'আমার বস'-এর শুটিং হয়ে গিয়েছিল। তবে একসঙ্গে কাজ এলে, সেটাও ম্যানেজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কারণ আমি সব মাধ্যমে সমান ভাবে কাজ করতে চাই। আমি চাই, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যেন কাজে যেতে পারি।

প্র প্রমোশন, শুটিং ইত্যাদির বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের জন্য কীভাবে সময় আলাদা করে রাখেন?

এটা বেশ কঠিন। সপ্তাহে ছ'দিন আমি কাজেই ব্যস্ত থাকি। রবিবারটা তুলে রাখি পরিবার, বন্ধু-বান্ধব আর দেবলীনার (স্ত্রী) জন্য। প্রতি রবিবার আমি আর দেবলীনা একসঙ্গে ডিনারে যাই। এটা একেবারে ফিক্সড। এরপরে ওই দিনে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বেরোনো কিংবা কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠান থাকলে যাই।

প্র 'জুলি' সিরিজ়ে আপনি প্রথমবার সিবিআই আধিকারিকের চরিত্রে অভিনয় করলেন। এরকম একটা চরিত্রের জন্য অপেক্ষাটা কি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল না?

একদমই ঠিক। এরকম চরিত্রে আগে আমি কাজ পেতাম না। থ্যাঙ্ক গড! এখন এরকম সুযোগ আসছে। চরিত্রের লুকটাও বেশ অন্যরকম। এটা আমি নিজেই ঠিক করেছিলাম। চুলটা একটু অন্যরকম, একটু আলাদা মেকআপ... চেষ্টা করেছিলাম, দর্শকদের সামনে নিজেকে নতুন ভাবে মেলে ধরতে।

প্র যখন একেবারে নতুন কোনও চরিত্র পান, তখন নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করেন? যদি এই চরিত্রটারই উদাহরণ দিয়ে বলেন...

একটা চরিত্রের লুক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কথাবার্তা বা বডি ল্যাঙ্গোয়েজের পাশাপাশি, চরিত্রটাকে কীরকম দেখতে লাগছে, সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোনও একটি চরিত্র হাতে পেলে, লুকের উপর আমি খুবই জোর দিই। যখন কোনও নতুন চরিত্র হাতে পাই, তখন পরিচালক বিশ্লেষণ করার সঙ্গে সঙ্গেই, তার বিভিন্ন লেয়ারগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করি। কিছুটা বাস্তব জীবন, কিছুটা নিজের দেখা সিনেমা, থিয়েটার কিংবা কোনও বইপত্র পড়ে, অন্য



■ ধারাবাহিকের সেটে শুটিংয়ের মাঝে



■ 'জুলি' সিরিজ়ে গৌরব

টেলিভিশন, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ়...চলতি মাসে সব মাধ্যমেই সমানভাবে বিরাজ করছেন অভিনেতা **গৌরব চট্টোপাধ্যায়**। প্রতিটা চরিত্রকেই সব সময় অন্য মাত্রা এনে দেওয়া চেষ্টা করেন তিনি। কাজ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায়

সাগরিকা চক্রবর্ত্তী

কোনও চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। যখন চরিত্রটা পর্দায় ফুটিয়ে তুলি, তখন আমার মনের অগোচরে কোথাও গিয়ে যেন সেই আগের রেফারেন্সটা থেকেই যায়। তাই কাজটা অনেক সহজও হয়ে যায়।

প্র রেফারেন্সকে কীভাবে বাস্তবায়িত করেন?

আসলে আমরা যখন কোনও চরিত্র সম্পর্কে জানি বা শুনি, তখনই আগের দেখা কোনও চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজতে শুরু করি। শুটিংয়ের দিন বিস্ময়কর কিছু একটা ঘটে! চরিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য ভাবে কথাবার্তা বলি, অন্যরকম অভিনয় করি... মাথার মধ্যে ওরকমই কোনও একটা চরিত্র কাজ করতে থাকে। এর জন্য আলাদা করে কোনও কষ্ট করতে হয় না।

প্র আগের এক ইন্টারভিউতে আপনি বলেছিলেন, আতঙ্ক হয়, যদি কালকে আপনি হিরোর চরিত্র না পান! একইসঙ্গে এতগুলো ওয়েব প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন, অথচ এখনও সেই অর্থে বড়পর্দায় হিরোর চরিত্র পাননি। এটা নিয়ে আফসোস হয়?

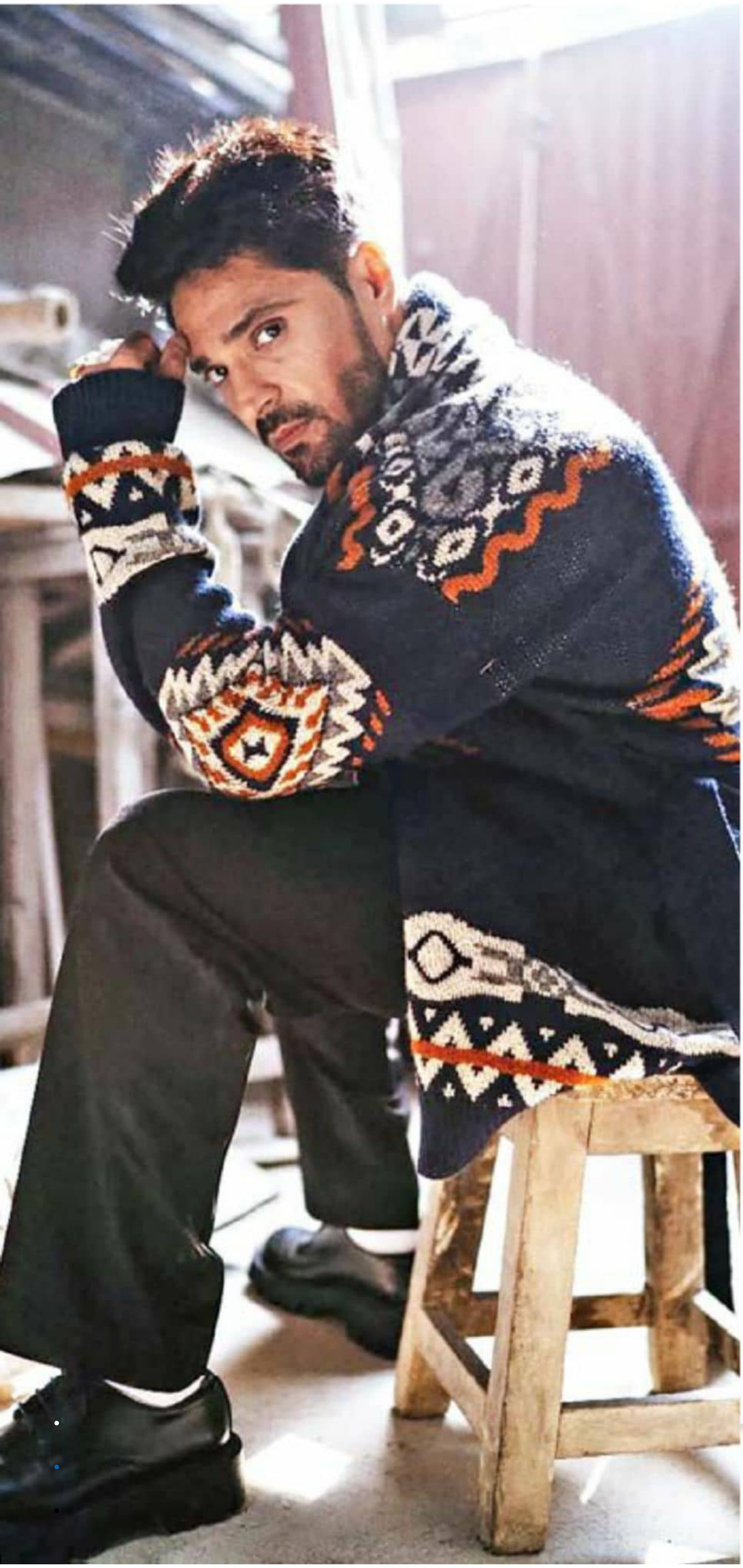
না! কোনও আফসোস বা অভিযোগ নেই। আমি কোনওদিনই কোনও প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচিনি। যেটুকু পাই, সেটুকুর জন্যই ইউনিভার্সকে ধন্যবাদ জানাই প্রতিদিন! কিছুদিন আগেই যেমন আমার এক স্কুলের বান্ধবী মেসেজ করে বলছে, 'তোকে তো হঠাৎই অনেকগুলো কাজ একসঙ্গে করতে দেখছি!' আমি বললাম, 'হ্যাঁ। এটা তো একটা জীবনের ধাপ এবং আমি এটা খুব ভালভাবে উপভোগ করছি।' একটু আগেই বললাম না, আমার কাছে সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজে যাওয়াটাই আসল। যেমন একটা সাধারণ মানুষ রোজ সকালবেলা উঠে অফিসে যায়, চাকরি করতে যায়... আমার কাছে অভিনয়টা সেরকমই। হিরো হিসেবে না হলেও, রোজ কাজে যেতে পারাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

প্র তাহলে আপনি যেসব চরিত্রের প্রস্তাব পান, সেগুলো নেওয়ার আগে কোন দিকটা দেখেন?

চরিত্র নিয়ে বিশেষ কিছুই ভাবি না। প্রাথমিক পর্যায়ে একটা ভাবনা তো থাকেই কিন্তু তা খারিজ করে দেওয়ার মতো নয়। কয়েকটা



রোজ সেটে যেতে চাই : গৌরব চট্টোপাধ্যায়



প্রাথমিক দিক পর্যালোচনা করেই সম্মতি জানিয়ে দিই। বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ যদি বলে একটা চরিত্র পাওয়ার পর সে অনেক ভাবনা- চিন্তা করে কাজের সম্মতি জানায়, সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্র আর এতগুলো মাধ্যমে কাজ করে আপনার নিজস্ব পছন্দের কোনও প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়নি এখনও পর্যন্ত?

টেলিভিশন আমার কনফোর্ট জোন। টেলিভিশনের জন্যই আমি আজ এতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছি। আমার কাছে সবার আগে অগ্রাধিকার পায় টেলিভিশন। সিনেমা, ওয়েব সিরিজে কাজ করতে সবাই ভালবাসে, কারণ চরিত্রের গঠনটা জেনেই সবাই কাজ শুরু করে। কিন্তু টেলিভিশনের ক্ষেত্রে কাজের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলতে হয় চরিত্রটা। তবে টেলিভিশনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনার সময় এসেছে এবং পরিবর্তন আনা সম্ভব। আমি যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে খুব সক্রিয়ভাবে টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত, তাই কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মতো করে সেই পরিবর্তনগুলো আনার চেষ্টা করি।



'আমার বস' ছবিতে রাখী গুলজ়ারের সঙ্গে গৌরব

প্র ঠিক কেমন পরিবর্তন?

দেখুন, ধারাবাহিকে এডিটের জন্য বিশেষ সময় থাকে না। দীর্ঘ সময় ধরে একটা দৃশ্যের শুট হচ্ছে। আমাকে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে সংলাপ বলতে হচ্ছে, অথচ যে বা যাঁদের উদ্দেশে কথাগুলো বলছি, তাঁরা সবাই আমার পিছনে! এগুলো তো অবাস্তব। আমার মতে, আমি চরিত্রের দিকে তাকিয়েই সংলাপ বলি, তাতে যদি ক্যামেরা আমাকে পিছন থেকে ধরে তো ধরুক না। বা ক্যামেরা আমাকে ফলো করুক। এগুলো না হলে একজন অভিনেতার অভিনয়ের মানও পড়ে যায়। আমার কাছে এটা রোজের একটা যুদ্ধ বলতে পারেন। তবে যে ইনপুটগুলো আমি দিই, তাতে সিনিয়ররাও সম্মতি জানান। এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওনা।



আমার বস

শক্তিশালী বার্তা

পরিচালনা: নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: রাখী গুলজ়ার, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী, সৌরসেনী মৈত্র, গৌরব চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্রুতি দাস

6/10

সিনেমা যে শুধু বিনোদন নয়, তার যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়ভার থাকে, তা বারবার প্রমাণ করেছেন এই পরিচালক জুটি। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। কলকাতা শহর তথা পশ্চিমবঙ্গ একটি বিরাট বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হচ্ছে, এ কথা আমরা প্রায়ই শুনি। ছেলেমেয়েরা সকলেই এখন বাইরে চলে যাচ্ছে। বৃদ্ধ বাবা মাকে বাড়িতে রেখে। যারা এই শহরে থাকছে তারাও কর্পোরেট জগতের চাপে বাড়িতে সময় দিতে পারছে, তা নয়। ফলে কাজ আর বাড়ির যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হচ্ছে সকলকেই। 'আমার বস' ছবিটি এইসব সমস্যার সমাধানের একটি পথ দেখিয়েছে অত্যন্ত যত্নশীল একটি জায়গা থেকে। এবং অপূর্ব দায়িত্বশীল একটি সামাজিক মডেল তুলে ধরেছে। ছবির গল্প ট্রেলারে যা বোঝা যাচ্ছে, মোটামুটি তাই। শিবু-নন্দিতা কখনও গল্প বলার ক্ষেত্রে খুব বেশি আড়াল আবডালের সাহায্য নেন না। বরং আবেগময়তার জায়গা থেকে দর্শকের হৃদয় ছুঁতে চেষ্টা করেন। ছবিতে শুভ্রা (রাখী) একাকিত্বের জায়গা থেকে, ছেলে অনিমেষের (শিবপ্রসাদ) প্রকাশনা সংস্থার অফিসে যে বদল আনার চেষ্টা করেন, তাকে খুব একটা অবিশ্বাস্য মনে হয় না। বরং বাংলা সাহিত্য, কর্পোরেট পৃথিবী এবং সম্পর্কের চোরা টানগুলো দিয়ে এক অদ্ভুত কোলাজ তৈরি করতে সক্ষম হন। এই গল্প আসলে বাবা মায়েদের। তাঁদের ইচ্ছেপূরণের জায়গা থেকে ছবিটি তৈরি করেছেন পরিচালকদ্বয়। তাই যখন শুভ্রা ছেলেকে বলে ওঠেন, বাবা-মা আদতে ব্যাগেজ কি না, হৃদয় স্পর্শ করে সঙ্গে সঙ্গে। এখন যখন টক্সিক বস, ৭০ ঘণ্টা কাজ নিয়ে এত কথা হচ্ছে, তখন এই ছবি সঞ্জীবনী সুধার মতো কাজ করে। অভিনয়ের দিক থেকে বলতে হয়, রাখী গুলজ়ার যতবার স্ক্রিনে এসেছেন, চোখ ফেরানো যায়নি। কী অনবদ্য অভিনয় যে করেছেন! তাঁকে বাংলা সিনেমায় আরও দেখার ইচ্ছে রইল। শিবপ্রসাদও ভাল। শুধু শ্রাবন্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গাঁথনির গল্প আর একটু মজবুত হলে ভাল হত। খানিক অতি নাটকীয়তা ও উচ্চকিত হয়েছে। স্বল্প পরিসরে সত্যিই চমকে দিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর সংলাপ লেখায় আরও মন দেওয়া যেত। অনুপম রায়ের 'মালাচন্দন' এবং প্রশ্মিতার গলায় 'বসন্ত ডেকেছে' গানগুলো চিত্রনাট্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে। শেষে একটাই কথা বলার, এই ছবি কর্পোরেট জগতে বদল আনতে পারে। এত শক্তিশালী বার্তা দেওয়ার জন্য পরিচালক জুটিকে ধন্যবাদ।

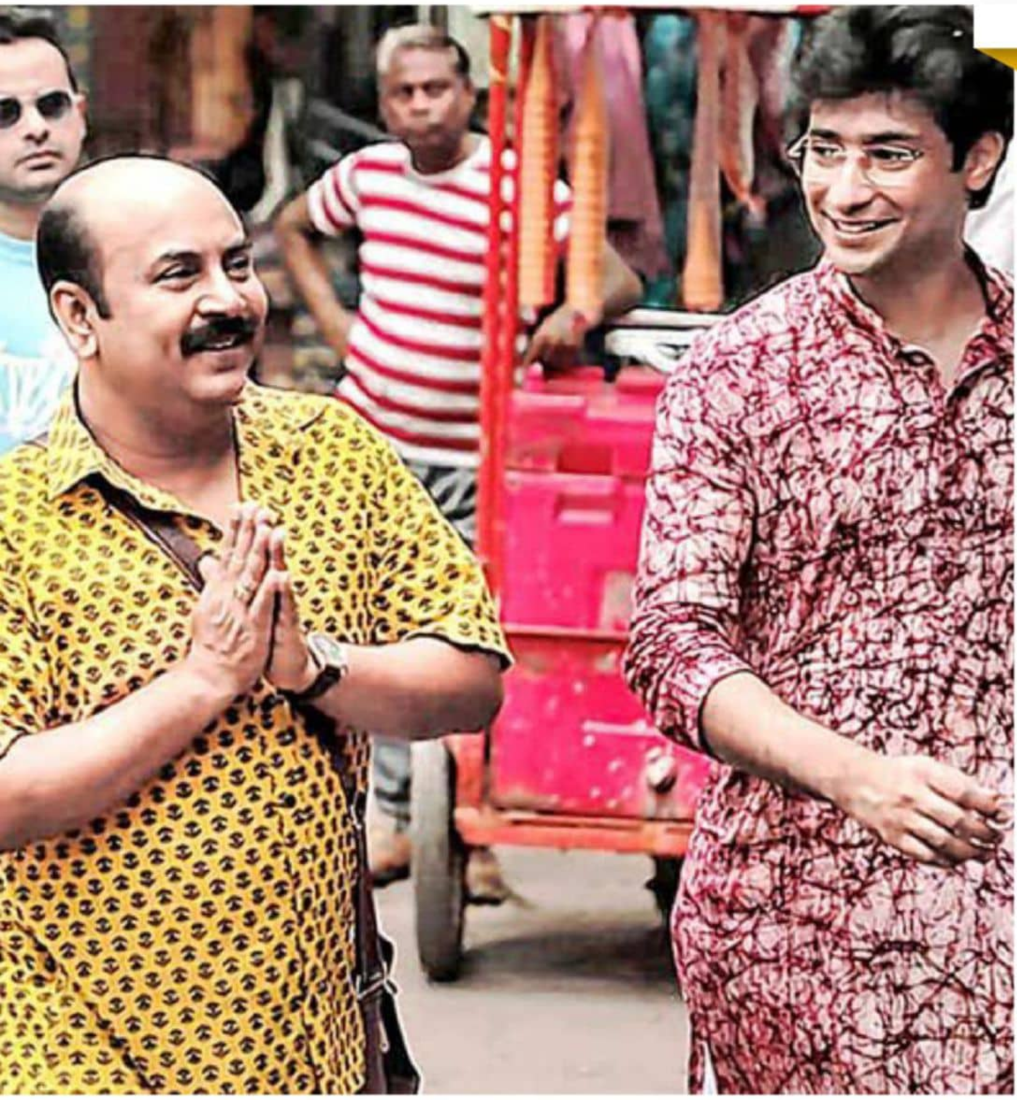
দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা

বেনারসে কেস কি জমল?

পরিচালনা: জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: অনির্বাণ চক্রবর্তী, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, সোমক ঘোষ, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, ঋষভ বসু, গৌরব চক্রবর্তী

5/10

ন'টা সিরিজ় আর দুটো সিনেমার পর একেন ফ্রাঞ্চাইজ়ি এগিয়ে চলেছে আপন মহিমায়। একটা করে নতুন গল্প, সঙ্গে একটা করে নতুন শহর... রহস্য, ভ্রমণ, খাবার সব মিলেমিশে একাকার। এবারে গোয়েন্দাত্রয়ী, অর্থাৎ একেন (অনির্বাণ চক্রবর্তী), বাপী (সুহোত্র মুখোপাধ্যায়) আর প্রমথর (সোমক ঘোষ) গন্তব্য বেনারস। প্রাচীন শহর বেনারসের সঙ্গে এমনিতেই বাঙালির আবেগ জড়িত। তার উপর বাঙালির প্রিয় গোয়েন্দা সেখানে হাজির, তাই ছবির জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা যায় না। প্রেক্ষাগৃহে উপচে পড়া ভিড়ও তেমনই ইঙ্গিত দেয়। এবারে ভিলেনের চরিত্রে নতুন সংযোজন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি গানের কথা অনুযায়ী জমজমাটি হওয়ারই কথা। ছবির মূল স্তম্ভ অনির্বাণ চক্রবর্তীর অভিনয়। একেন্দ্র সেন চরিত্রটা যেন তাঁর জন্যই তৈরি। এ প্রমাণ অবশ্য প্রতিটি পর্বেই মেলে। এবারেও তিনি যেভাবে হাসি মুখে রহস্য সমাধান করে গঙ্গাবক্ষে অপরাধীকে হাতেনাতে ধরেছেন, তা উপভোগ্য। একেনের সর্বক্ষণের সঙ্গী দু'জনের অভিনয়ের কোনও তুলনা নেই। ছবির নতুন চরিত্র গৌরব ও ঋষভও নিজ চরিত্রে যথাযথ। কিন্তু শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে এতগুলো লুক দেওয়া আখ্যানের ক্ষেত্রে খানিক অবাস্তব, যেখানে সব সাজেই তাঁকে চিনে ফেলা খুব সহজ। এবার আসা যাক ছবির চিত্রনাট্যে। এর বুনন একেবারেই কাঁচা। গল্প খেই হারিয়ে ফেলে খুব কম সময়েই। খুনের কোনও কারণ নেই, উদ্ধার করা ছবির কোনও উত্তরসূরী নেই। কে ভাল, কে খারাপ.. তা বুঝতে বুঝতেই ছবি শেষ। কে চুরি করছে, কেন চুরি করছে... নেই তারও কোনও হদিশ। ছবিশেষে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে বাড়ি ফেরা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সত্যজিৎ রায়কে সম্মান দেওয়ার জন্য গল্পে বলপূর্বক তাঁর ছবির দৃশ্য না দেখালেও হত। তবে ক্যামেরার কাজের প্রশংসা না করলেই নয়। বেনারসকে পর্দায় উপভোগ করার জন্য এই ছবি তুলনাহীন।



OTTগ্রাফ

গ্রাম চিকিৎসালয়

সারল্য আনা কঠিন

পরিচালনা: দীপক কুমার মিশ্র
অভিনয়: অমল পরাশর, বিনয় পাঠক, আকাশ মখিজা, আনন্দেশ্বর দ্বিবেদী

6.5/10

অ্যাকশন, থ্রিলার, হরর... সব কিছুর ভিড়ে দর্শকদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে কিছু সাধারণ চিত্রনাট্য নিয়ে গড়ে ওঠা সিরিজ়। মারামারি, হানাহানিকে দূরে রেখে 'পঞ্চায়েত' যেমন সকলের কাছে জনপ্রিয়, ঠিক সেরকমই কিছু। সেই গ্রাম্যজীবনকে আরও একবার পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন পরিচালক দীপক কুমার মিশ্র। শহরের বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার হয়ে আসে এক তরুণ। তারপর সেই গ্রাম্য পরিবেশে প্রতিদিন কীভাবে নিজেকে মানিয়ে নেয় এবং প্রতিনিয়ত তার সঙ্গে কী কী ঘটনা ঘটে, সেই নিয়েই এই মজার সিরিজ়। শুরুতেই এই সিরিজ় মনে করিয়ে দেয় 'পঞ্চায়েত'-এর কথা। জানিয়ে দেয় 'পঞ্চায়েত'-এর নির্মাতারাই এই সিরিজ়ের কারিগর। অভিনয়ের কথা

বলতে গেলে অমল পরাশর ও বিনয় পাঠকের প্রশংসা করতে হয়। তাঁরা যথেষ্ট দক্ষ ঠিকই, কিন্তু তাঁদের আশেপাশে বেশিরভাগ অচেনা মুখের ভিড়। অচেনা মুখও অনেক সময় গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু এখানে খামতি ছিল সেইসবের। চিত্রনাট্যে সারল্য থাকলেও, তা 'পঞ্চায়েত'-এর জনপ্রিয়তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাছাড়া সিরিজ়ে সাসপেন্স নেই বললেই চলে। পরবর্তী এপিসোডের জন্য অপেক্ষা না করে বরং সহজেই অনুমান করে ফেলা যায়, এর পরে কী... সব মিলিয়ে এই চেষ্টায় ধার দেওয়ার প্রয়োজন ছিল আরও অনেক। তবে নিঃসন্দেহে সিরিজ়টি হাসি ফোটাবে দর্শকদের।





লগ আউট

5/10

প্রাসঙ্গিক, কিন্তু দুর্বল ন্যারেটিভ

পরিচালনা: অমিত গোলানি
অভিনয়: বাবিল খান, রসিকা দুগ্গল

বর্তমান সময়ের নিরিখে খুবই প্রাসঙ্গিক গল্প নিয়ে ছবি বানিয়েছেন পরিচালক, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। এবং বাবিল খান চিত্রনাট্যের প্রতি সুবিচার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তবুও যেন কী একটা মিসিং এই সিরিজ়ে। প্রত্যুষ দুয়া (বাবিল খান) একজন তরুণ সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, যার জীবন পুরোপুরি ফোনবন্দি। প্রত্যুষের ফোন চুরি যাওয়ার পর স্বভাবতই তার জীবন ওলটপালট হয়ে যায়। সারবত্তাহীন অনলাইন খ্যাতি, ডিজিটাল আইডেন্টিটি থেফ্ট থেকে শুরু করে ডিজিটাল ভ্যালিডেশন না পেয়ে মানসিক অবসাদ... প্রতিটি প্রাসঙ্গিক বিষয় উঠে এসেছে ছবিতে। ছবির শুরুটা বেশ ভাল লাগে। ভাইরাল হওয়ার যে মানসিক চাপ, তা প্রত্যুষের চোখ দিয়ে দেখতে পায় দর্শক। অ্যালগোরিদম আর দর্শকের প্রত্যাশার মাঝে নিজের বাস্তব সত্তা হারিয়ে ফেলে সে। বাস্তব আর অনলাইন স্ক্রিনের প্রত্যুষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা বোধহয় ইনফ্লুয়েন্সার কালচারের মূলে। কিন্তু চিত্রনাট্যে বাঁধুনির অভাবে গল্প অচিরেই খাপছাড়া হতে শুরু করে। প্লট যতই ভাল হোক, সঠিক চরিত্রায়ণ ও টেনশন বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে এ ছবি। মাঝে মাঝে গল্প থেকে আবেগ হারিয়ে যায়, সুপারফিশিয়াল মনে হয় সবকিছু। বাবিল খান বেশ ভাল অভিনয় করেছেন। কিন্তু তাঁর সহযোগী চরিত্ররা তেমন সুযোগ পেলেন কই? বাবিল চরিত্রের ভালনারেবিলিটি ফুটিয়ে তুলেছেন নিখুঁতভাবে। কিন্তু ন্যারেটিভ আরও জোরদার হলে ভাল হত। রসিকা দুগ্গলের মতো তুখোড় অভিনেত্রীকেও সেভাবে ব্যবহার করা হল না।

খওফ

7/10

রোমহর্ষক

পরিচালনা: স্মিতা সিংহ

অভিনয়: মনিকা পানওয়ার, রজত কপুর, রিয়া শুক্ল, চুম দারাং, অসীমা বরদান, প্রিয়াঙ্কা শেঠিয়া

যে শহরে মানুষের কার্যকলাপ চরম হিংসাত্মক, সেখানে আতঙ্ক বা 'খওফ' আদৌ পরাবাস্তবের প্রতি হওয়া উচিত কিনা, সেই প্রশ্ন তোলে এই সিরিজ়। নির্ভয়া-কাণ্ড পরবর্তী ভারতে দিল্লির একটি সরকারি বাসে রাতের বেলা যখন অনু (অসীমা) যাতায়াত করে, তখন আতঙ্ক হয়। পাণ্ডববর্জিত এলাকায় নিজের হস্টেলে তাকে ঢুকতে দেখেও ভয় হয়। যেন আমরা জানি, তার সঙ্গে অঘটন ঘটবে। ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ডে পরবর্তী দৃশ্য, গ্বালিয়র থেকে দিল্লিতে আসে মাধুরী (মনিকা) পিতৃতন্ত্র আরোপিত নিয়মকানুন থেকে মুক্তি পেতে। কিন্তু সে-ও প্রবেশ করে ওই হস্টেলে। সেখানকার বাসিন্দা কোমল, নিকি, রিয়া, সোয়েতলানা কিছুতেই হস্টেলের বাইরের পৃথিবীতে পা রাখে না। মাধুরী, যে কিনা নিজের অতীতের আঘাতের বিরুদ্ধে লড়ছে, বুঝতে পারে হস্টেলেরও রয়েছে এক হিংসাত্মক অতীত। এক রহস্যময় হাকিমের চরিত্রে প্রথমেই রজত কপূরের অভিনয়ের প্রশংসা করতে হয়। যখন 'স্ত্রী', 'ছোরি', 'বুলবুল'-এর মতো নারীকেন্দ্রিক হরর কনটেন্ট দর্শক গ্রহণ করছেন, তখন 'খওফ' অবশ্যই একটি জোরদার কনটেন্ট হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে। বিশেষত, যেখানে এই সিরিজ়ের মূল নারীচরিত্ররা তথাকথিত 'ভাল মেয়ে' নয়। তারা পুরুষ হস্টেলবাসীর মতো মদ্যপান করে, গালাগালি দেয়, পার্টি করে। মহিলা বলে তাদের উপর 'নৈতিকতা'র গুরুভার আরোপ করেননি পরিচালক। যেহেতু কিছু চরিত্র হস্টেল থেকে বেরোয় না, ফলে দমবন্ধকরা এক পরিবেশ সিনেমাটোগ্রাফির মাধ্যমে সৃষ্টি করা গিয়েছে। এবং সেটি ভৌতিক হয়ে ওঠে। তবে আট এপিসোডের সিরিজ়ের নির্মাণ যতটা শক্তিশালী, শেষটা তেমন জমেনি। নিঃসন্দেহে সম্পাদনার মাধ্যমে আরও মুচমুচে করা যেত সিরিজ়টি। তবে ন্যারেটিভ, অভিনয় এবং নির্মাণের গুণে সিরিজ়টি রোমহর্ষক হয়ে ওঠে।



দ্য রয়্যালস

4/10

সারবত্তা নেই

পরিচালনা: নেহা শর্মা

অভিনয়: ঈশান খট্টর, ভূমি পেডনেকার, সাক্ষী তনওয়ার, জ়িনাত আমন, বিহান সামাত

রাজস্থানের মোরপুর রাজপরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয় এই আট পর্বের ওয়েব সিরিজ়। প্রায় ৪০-৫০ মিনিটের এক একটি পর্বে সারবত্তা বলে প্রায় কিছুই নেই। দেনায় ডুবে যাওয়া এক রাজ পরিবারের রাজপুত্র অভিরাজের (ঈশান) সোফিয়া (ভূমি) নামে এক ব্যবসায়ীর দেখা হওয়া এবং হেরিটেজ হোটেলের গল্প ঘিরে এগোতে থাকে সিরিজ়। কিন্তু মুশকিল হল, এই প্রেক্ষিতেও রাজপরিবারের ভিতরের মানুষদের টানাপড়েন বা ব্যবসায়ী জগতের কপটতা... কিছুই দেখাতে পারলেন না পরিচালক। শুধু মাত্রাতিরিক্ত, অহেতুক কিছু যৌনদৃশ্য ছাড়া। বোঝা যায় না, এমন যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে ওয়েব সিরিজ় তৈরি করার মানে কী? ছবিতে আখ্যান বলে কিছু নেই। শুধু উপর উপর বলা একটি গল্পের মাধ্যমে এগিয়ে চলে সিরিজ়। শুধু ঝাঁ চকচকে সেট এবং ইংরেজি সংলাপ দিয়ে কি দর্শকমনে আবেগ সঞ্চারিত করা যায়? ঈশান খট্টর হোক বা ভূমি,কারও চরিত্রই সেভাবে দানা বাঁধে না। সাক্ষী তনওয়ার, জ়িনত আমনের মতো অভিনেত্রীদেরও ব্যবহার করতে পারেননি পরিচালক। শুধু শো পিস হিসেবে থেকে গিয়েছেন তাঁরা। নেটফ্লিক্সের এই সিরিজ় শুধু প্রচারের আলো পাবে যৌনতার জন্য। তাও যদি সেসব একটু উঁচু দরের হত।



আলোয় আলো আকাশ

টেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট
মিস আঙুরলতা

সোজা কথায় বল না বাপু, তোর প্রচারের আলো দরকার! এত আলগা পিরিত করিস কেন? অবশ্য হনিবন্ধুর ন্যাকামো দেখলে গা সবসময়ই জ্বলে। সে প্রেম করবে, আদিখ্যেতা করবে, চোখের জলে গাল ভাসাবে আর দুনিয়াসুদ্দু লোককে বলবে, 'ছবি তোলো।' এমনিতেই কন্যের করা সিনেমাগুলো পোস্টারের আঠা শুকোনোর আগেই সিনেমাহল থেকে উঠে যায়। তা হলে আলো আসবে কী করে? উপায় একটাই, সময় অসময়ে সাংবাদিকদের ফোন করা। সে নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে, সেখানে আসতে বলা। একদিন তো সকলকে চলে আসতে জোর করল। বলল, নতুন ফ্ল্যাট ঘুরিয়ে দেখাবে। যা হয়, এতবার করে বললে না বলা যায়? তাই সকলে গিয়েছিল হনিবন্ধুর ফ্ল্যাটের ইন্টিরিয়র দেখতে। কিন্তু আদতে হল কী জানেন? হনিবন্ধু ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়ার বদলে সকলকে নিয়ে গেল অ্যাপার্টমেন্টের ছাদে। সেখানে যাবতীয় প্রচারের আলো শুষে নিল সে। সাক্ষাৎকার হল, ছবি হল। কিন্তু আদতে যখন ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়ার সময় হল, তখন বলল, তার মা জননী বাড়িতে নেই, তাই এক ঝাঁক আগন্তুককে ভিতরে ডাকতে পারবে না! ভাবুন একবার, কী বুদ্ধি মেয়ের! সাত মণ তেল পুড়ল, অথচ সে নাচল না। এই বুদ্ধি যদি অভিনয়ে লাগাতিস বোন!

এই বুদ্ধি লাগিয়েও অবশ্য কপাল পুড়েছে অভিনেত্রী কটিকন্যার। এককালে জুনিয়র অহমিকার সঙ্গে সাগরপারে লিভ ইন করছিল সে। সেই প্রেমের জোয়ারে ভেসে ওই শহরে কিছু কাজের বাহানাও দিয়েছিল, তাতে এপারে তার কদর বাড়ে। এবং প্রেম লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু এখন সে প্রেমে ইতি পড়েছে। ফলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে এই কল্লোলিনীতে। এদিকে মুখ ফুটে সত্যি বলতে পারছে না, আর কাজের জন্য সাগরপারে যেতেও পারছে না। এদিকে রটে আছে, মায়ানগরীতে তার হাতে প্রচুর কাজ। ফলে দু' তরফেই হাতে শেষমেষ পেনসিলই থেকে গিয়েছে তার।

হাতে পেনসিল মনে হয় বসন্ত উৎসবের হাতেও উঠবে। তারা তকমা পাওয়ার পর থেকে যেভাবে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, তাতে গাছ থেকে নামার মইটা সে অচিরেই না হারিয়ে ফেলে! হয়েছে কী, বসন্ত উৎসব যে পাড়ায় বড় হয়েছে, যে প্রবীণদের 'কাকা-জ্যাঠা' বলেছে, তাঁরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। ভেবেছিলে বসন্ত তাঁদের কথা ফেলতে পারবে না। হাজার হোক, বসন্ত তাঁদের কোলেপিঠে মানুষ। কিন্তু কে জানত, বসন্ত এখন কোলে এবং পিঠে অর্থের ভারই গ্রহণ করে। সে নিজের পারিশ্রমিক এতটা বাড়িয়ে বলেছে যে, সেই কাকা-জ্যাঠাদের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়! তাঁরা পত্রপাঠ বসন্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং বসন্তের আস্পর্ধা দেখে বুঝছেন, বসন্ত এলেই চারপাশের পরিবেশ মনোরম হয় না।




মুখোশের
আড়ালে কী
লুকোয়
স্পাইডারম্যান?
আরও আনন্দ-র 'পডকাস্ট'-এর গল্প বিভাগে শুনুন স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর গল্প 'আমাদের পাড়ার স্পাইডারম্যান'। গল্পপাঠে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।
ইনস্টল করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই পডকাস্ট-সহ বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas


রাঙামাটির টানে,
অচেনা বাঁকুড়ার সন্ধানে!
আরও আনন্দ-র 'পায়ে চাকা' বিভাগে দেখুন নতুন ভিডিয়ো 'অচেনা বাঁকুড়া'।
ইনস্টল করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই ভিডিয়ো-সহ বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas